উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ মাঘ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 26 January 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 248

আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে নানা চর্চা। কতটা এগোল দেশ, এই প্রশ্নটাই বারবার উঠে আসে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের ভাবনার ফারাক কতটা? কতটা ফারাক ধনী ও দরিদ্রের? এবারের প্রচ্ছদে সেই প্রসঙ্গ।

ভারত বনাম ইন্ডিয়া

নয় থেকে ১১-র পাতায়

স্বাধীনতা দিবসেই কি দেশে হাসিনা?

হাসিনাকে ফেরাতে মরিয়া মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। আওয়ামি লিগের নেতাদের ইঙ্গিত, হাসিনার দেশে ফেরার জন্য ২৬ মার্চকেই পাখির চোখ করছেন তাঁরা। ১৬

এবার নজরে কিঞ্জল

অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ কিঞ্জল নন্দ সম্পর্কে তথ্য চেয়ে আরজি করের অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠাল মেডিকেল কাউন্সিল। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৬° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

২৬/১১-র চক্রীকে পাবে ভারত

ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরতেই সুখবর এল দিল্লিতে। ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। ১৬

ছুটিতেও ছুটি নয়

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই সোমবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না

তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।
www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

এডিশন স্পেশাল

‘এনকাউন্টার নয়, পরিকল্পিত খুন’
আটের পাতায়

শহরে উৎসবে লুকোচুরি
তেরোর পাতায়

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন বাংলার ৯

অরিজিৎ সিং | গোকুলচন্দ্র দাস | মমতাশংকর | পবন গোয়েঙ্কা | তেজেন্দ্রনারায়ণ | কার্তিক মহারাজ | বিনায়ক লোহানি | সজ্জন ভজঙ্ক

তালিকায় শিল্পপতি, শিল্পী আর ঢাকবাদকও

নিউজ ব্যুরো

২৫ জানুয়ারি : এবছর কাদের পদ্ম-সম্মানে ভূষিত করা হবে, সেই তালিকা প্রথা মতোই ২৫ জানুয়ারির রাতে প্রকাশ করল কেন্দ্র। এবছর পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হবে সাতজনকে। পদ্মভূষণে সম্মানিত হবেন ১৯ জন। পাশাপাশি, ১১৩ জনকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হবে। পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপকদের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের কারও নাম না থাকলেও এবার পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ৯ জন বঙ্গবাসী।

গায়ক অরিজিৎ সিং, শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দিরের বাসিন্দা সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায়, ঢাকবাদক গোকুলচন্দ্র দাস থেকে শুরু করে নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী মমতাশংকর, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, শিল্পপতি পবন গোয়েঙ্কার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম রয়েছে পদ্মশ্রীপ্রাপকদের তালিকায়। পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন কার্তিক মহারাজও। এছাড়া আরও দুই বঙ্গসন্তানের নাম রয়েছে এই পদ্ম-সম্মানপ্রাপকদের তালিকায়। মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মান পাচ্ছেন বিবেক দেবরায়। আর পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন স্টেট ব্যাংক

এরপর চোদ্দোর পাতায়

রাজবংশীতে রামায়ণও শিলিগুড়ির নগেন্দ্রনাথের

সানি সরকার ও সাগর বাগচী

শিবমন্দির, ২৫ জানুয়ারি : সন্ধ্যায় বিধায়ক আনন্দময় বর্মন যখন ফোন করে তাঁকে প্রাপ্তির খবরটা দিয়েছিলেন, তখন সত্যি বলতে বিশ্বাসই হয়নি। তবুও মনের মধ্যে কোথায় যেন খানিক উৎকণ্ঠা। অতএব লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির উঠোনে থাকা মন্দিরে জোড়া কালী প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে জানতে চাওয়া, ‘এ কি সত্যি? সাধনার ফল কি সত্যিই পেতে চলেছি? নাকি নতুন কোনও স্বপ্ন দেখছি?’ কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফোন বেজে ওঠে। ধরতেই ও’প্রান্ত বলে ওঠে, ‘প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলছি। কাজের স্বীকৃতিতে পদ্মশ্রীর জন্য আপনি মনোনীত হয়েছেন।’ পাথরঘাটার ভুবনজোত প্রাথমিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায় এরপর আর ফোনটা নিজের হাতে ধরে রাখতে পারেননি। পারবেনই বা কী করে! ঘটনার আকস্মিকতায় দুই হাত তখন সমানে কাঁপছে। ছেলে নরেন্দ্র সেই ফোনটি ধরার পাশাপাশি বাবাকে আঁকড়ে ধরে পরিস্থিতি সামাল দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুষ্পস্তবক নিয়ে শিবমন্দিরের চৈতন্যপুর এলাকায় টিনের চালের বাড়িতে আনন্দময় পৌঁছে যান।

এলাকায় যে এমন গুণী মানুষের বাস তা বাসিন্দাদের অনেকেরই জানা নেই। রাত ১০টার সময় যখন তাঁর বাড়িতে পা রাখা, তখনও এবছর পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত ‘রাজবংশী সমাজের বাল্মীকি’ নগেন্দ্রনাথ যেন স্বপ্নের ঘোরে। কেন্দ্রীয় সরকার পদ্মশ্রীর জন্য তাঁকে মনোনীত করেছে বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যার জন্য বারবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘হ্যাঁ রে, ঠিকমতো শুনেছিস তো। বিষয়টা কি সত্যি?’ কোথাও ইটের গাঁথনি, কোথাও আবার দরমার বেড়া। মাথার ওপর টিনের চাল। এমন বাড়িতে দিন-রাত কাটিয়ে কলম পিষলেও পদ্মশ্রীর মতো পুরস্কার পাওয়া যায়, নগেন্দ্রনাথের ভাবনায় তা কোনওদিনও ছিল না। এতদিন সরকারি পুরস্কার বলতে ২০১১ সালের শিক্ষারত্ন পুরস্কার। বঙ্গরত্ন বা বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার যেখানে মেলেনি, সেখানে সটান পদ্মশ্রী, বিশ্বাস হবেই বা কী করে!

সরকারি সূত্রে খবর, রাজবংশী ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করাতেই তাঁর এই প্রাপ্তি। বাংলা নিয়ে পড়াশোনা। এজাতীয় অনুবাদ নগেন্দ্রনাথ অবশ্য সংস্কৃত থেকে সরাসরি রাজবংশীতেই করেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, রাজবংশীতে রামায়ণ অনুবাদে তিনিই প্রথম। তবে সাত খণ্ডের বইটি এখনও পাঠকের হাতেই যায়নি। আগামী পয়লা বৈশাখ রাজবংশী ভাষার রামায়ণটি প্রকাশ করার পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। তবে তার আগেই রাজবংশী ভাষায় চণ্ডী, গীতা, চণ্ডালিকার লেখক বহু কাঙ্ক্ষিত সেই স্বীকৃতি পেলেন। বললেন, ‘শুনছি রামায়ণের জন্য এই সম্মান।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

> শুনছি রামায়ণের জন্য এই সম্মান। কিন্তু কীসের জন্য এমন স্বীকৃতি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা সময় সাধ হলেও ভীতির কারণে মহাভারত লেখার কাজ শুরু করতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হয় সেটা লিখতে পারব।
>
> **নগেন্দ্রনাথ রায়**

অশোককে বিদায় সংবর্ধনা সিপিএমের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : নিয়মের গেরোয় বিদায় অশোক ভট্টাচার্যের। সিপিএমে আর কোনও কমিটিতে থাকলেন না একসময় শিলিগুড়ির অবিসংবাদী নেতা। গত সম্মেলনে অন্তত আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে দার্জিলিং জেলা কমিটিতে

ঠাঁই হয়েছিল বাম আমলের দাপুটে পুরমন্ত্রীর। শনিবার ২৪তম দার্জিলিং জেলা সম্মেলনের শেষ দিনে পুষ্পস্তবক হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় দেওয়া হল তাঁকে।

দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বয়সের বাধ্যবাধকতায় ২৩তম সম্মেলনেই কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার হারিয়েছিলেন অশোক। বাদ পড়েছিলেন রাজ্য কমিটি থেকেও। একই গঠনতন্ত্রে দু’বারের বেশি আমন্ত্রিত সদস্য হওয়ার জো নেই। ফলে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই প্রথম তিনি দলের আর কোনও কমিটিতে থাকলেন না। বামফ্রন্ট জমানায় তিনিই হয়ে উঠেছিলেন উত্তরবঙ্গে সিপিএমের শীর্ষনেতা।

অশোককে বিদায় দিলেও এই সম্মেলনে জেলা কমিটিতে স্থান পেলেন এক ঝাঁক নবীন নেতা। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সৌরাশিস রায়, উদয়ন দাশগুপ্ত, সৌরভ সরকার, সৌরভ দাস, মৌসুমি হাজরা, অঙ্কিত দে প্রমুখ। ৪০ জনের নতুন জেলা কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্যের স্তরে পাঠানো হল দুই প্রবীণ নেতা ভবেশ ঘোষ ও দিবস চৌবেকে। ফের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সমন পাঠককেই।

দু’দিনের জেলা সম্মেলন হয় শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী হলে। সমন যখন শনিবার অশোকের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন, তখন মঞ্চের সামনে বসা অনেক কঠিন হৃদয় নেতাকে রুমালে চোখ মুছতে দেখা গিয়েছে। বিদায়বার্তা পেয়ে ঝাপসা হয়ে গেল অশোকের চোখও। যদিও পরে তাঁর সংযত প্রতিক্রিয়া, ‘খুব স্বাভাবিকভাবে আমি বাদ পড়েছি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিপদে বনভূমি

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরবঙ্গের জঙ্গল এখন মুক্তাঞ্চল। বনে ঢোকার জন্য দিতে হবে না কোনও ফি। ফলে যে কেউ যখন-তখন চাইলেই ঢুকে পড়তে পারবেন বুনোদের ডেরায়। যা নিয়েই শঙ্কা বাড়ছে উত্তরে।

এন্ট্রি ফি বন্ধে ক্ষতি লক্ষ স্থানীয় মানুষের

বিমল দেবনাথ

সম্পদ সিন্দুকে রাখতে হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু সব সম্পদ কি সিন্দুকে রাখা যায়?

কিছু সম্পদ আছে, যেগুলো সিন্দুকে বন্ধ রাখা যায় না। যার মধ্যে বন ও বন্যপ্রাণ অন্যতম। এইসব সম্পদে জড়িয়ে রয়েছে সর্বসাধারণের জীবনমরণের প্রশ্ন। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় আইনের বেড়াজালে।

সম্প্রতি বক্সার জঙ্গলে ঢোকার ক্ষেত্রে এন্ট্রি ফি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হল। এই প্রসঙ্গে এমন সব কথা প্রথমেই মাথায় এল।

স্বাধীন দেশে আইনকে কখনো-কখনো নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। তাকে মমতাময়ী করে তুলতে হয় আলাপ আলোচনায় ও সমান অংশীদারিত্বে। ভারতীয় দর্শন কিন্তু সেকথাই বলে।

এবং পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে অগ্রগামী। পশ্চিমবঙ্গের বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ভারতে, এমনকি বিশ্বে সর্বপ্রথম যৌথ বন ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে বন সন্নিহিত গ্রামের মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে বন সুরক্ষা সমিতি।

ক্রমশ বন দপ্তরের খাকিবাহিনীর সঙ্গে সন্নিহিত গ্রামের মানুষের সংঘর্ষ, বৈরিতা কমতে থাকে। বাড়তে থাকে বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব। বাড়তে থাকে বনের ঘনত্ব ও বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। ‘সংরক্ষিত বন’-এর এই সাফল্য দেখে সরকার উৎসাহিত হয়ে কয়েক বছর পরে বন্যপ্রাণের জন্য চিহ্নিত ‘সংরক্ষিত এলাকা’র জন্য চালু করে নতুন সিদ্ধান্ত। এরপর চোদ্দোর পাতায়

ছবি - সংগৃহীত

অবারিতদ্বারে অন্তহীন উদ্বেগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : চোরাকারবারিদের দাপট সহ নানা কারণে ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বনভূমি। এই পরিস্থিতিতে পর্যটনের নামে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই রাজ্যের বনাঞ্চলগুলির দরজা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ায় উত্তরবঙ্গের বন ও বন্যপ্রাণীদের বিপদ আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জঙ্গলে প্রবেশের ফি কমিয়ে নিয়ন্ত্রণ চালু রাখার পক্ষেই মত দিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। বনভূমি রক্ষায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বদলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি উঠেছে সব মহলেই।

বুধবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভা থেকে বক্সার জঙ্গলে প্রবেশের ফি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবারই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের সব বনাঞ্চলে প্রবেশের ফি তুলে নেয় বন দপ্তর। দপ্তরের কর্তারাই বলছেন, তারপর থেকেই জঙ্গলে জঙ্গলে মানুষের ঢল নেমেছে। নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গত দু’দিনে বক্সার সংরক্ষিত বাঘবনে দেদারে ঢুকেছে বাইক, গাড়ি। বনাধিকারিকরা তো বটেই, যা দেখে প্রমাদ গুনছেন বক্সা গেট নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলিও। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাজারো পোস্ট হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বন বাঁচানোর প্রশ্নে আপাতত তোলপাড় হচ্ছে সামাজিক মাধ্যম।

জীববিজ্ঞানী অসিত চট্টোপাধ্যায়ের কথা, ‘শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, রাজ্যের বনাঞ্চলগুলির যা দশা তাতে বনবাসী ছাড়া বাইরের একটি মানুষেরও জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নয়। এরপর চোদ্দোর পাতায়

> মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। যেভাবে সংরক্ষিত বনভূমির দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হল তাতে উত্তরবঙ্গের বনভূমি ইতিহাস হয়ে যাবে।
>
> **সুভাষ দত্ত,** *পরিবেশকর্মী*

সেঞ্চুরির শুভেচ্ছা টক টু মেয়রে, সঙ্গে কাঁটাও

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : সেঞ্চুরি মানেই স্পেশাল। স্বাভাবিকভাবেই গৌতম দেবের শততম টক টু মেয়র অনুষ্ঠান নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়ছিল শনিবার সকাল থেকেই। ‘কী হয়, কী হয়’-অপেক্ষায় ছিলেন খোদ মেয়র পারিষদরাও। কিন্তু দিনের শেষে শততম টক টু মেয়রেও অভিযোগ পিছু ছাড়ল না গৌতমের। বেহাল রাস্তা থেকে পানীয় জল, এমনকি যানজট নিয়ে নানা অভিযোগ শুনলেন মেয়র। এক মহিলা আবার অভিযোগ করেন, তাঁর হোল্ডিং নম্বর ব্যবহার করে বেআইনিভাবে বেশ কয়েকটি ট্রেড লাইসেন্স তৈরি করা হয়েছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। এই কথা শুনেই কিছুটা বিরক্তির সুরে পুরনিগমের আধিকারিকদের মেয়র বলেন, ‘বারবার বলছি, আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। এতবার অভিযোগ আসার পরও কেন পদক্ষেপ হয়নি?’

শুধু অভিযোগ নয়, এসেছে শুভেচ্ছাবার্তাও। আর যা শুনে আপ্লুত গৌতম শোনালেন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা। রাজনীতির সূক্ষ্ম খোঁচাও শোনা গিয়েছে মেয়রের কথায়। তিনি বলেছেন, ‘আমি মন কি বাত-এর মতো একতরফা বলে যাওয়াতে বিশ্বাসী নই। মানুষের কথা শুনে সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করি। কেননা শুধু আমাকে মেয়র হিসাবে নয়, ঘরের মানুষ হিসাবে সব কথা, সব সমস্যা খুলে বলেন, এটা বড় প্রাপ্তি।’

এদিন বিভিন্ন কলেজ থেকে আসা পড়ুয়ারাও মেয়রকে শহর যানজটমুক্ত করা, চাকরির পরীক্ষায় বসার জন্য বিনামূল্যে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। সব কথা শুনে প্রয়োজনীয় আশ্বাসও দেন মেয়র। আধিকারিকদের কাজে অসন্তুষ্ট মেয়র ক’দিন আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ জানানোর। সেইসঙ্গে টক টু মেয়র কর্মসূচির ১০০ এপিসোড হয়ে গেলে তা বন্ধ করার কথাও ভাববেন বলে জানিয়েছিলেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

76 Republic Day

PATANJALI

প্রজাতন্ত্র দিবসে বিকশিত এবং পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষ তৈরির সংকল্প নিন।

বৈদেশিক শক্তির দ্বারা ভারতমাতার লুট

বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা অক্সফাম গ্লোবাল ইউকে এর দ্বারা সাম্প্রতিক একটি জরিপে ১৭৬৫ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার ৬৪.৮২ ট্রিলিয়ন ডলার লুট করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সময়ে ইংরেজ, পর্তুগিজ, ডাচ, হুন, শক এবং মোঘলদের লুটের পরিসংখ্যান সম্মিলিত নয়। এই ১০০০ বছরের লুটকে যদি গড় রূপে হিসাব করা হয় তবে এটি ১০০ ট্রিলিয়নের উপরে হবে। দেশের অর্থব্যবস্থাকে সার্বিত দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে যদি লুটের পরিমাণ ২৫% বিবেচনা করা হয় তবে ৫০০ বছর আগে ভারতের আনুমানিক আর্থিক হার ৫০০ ট্রিলিয়ন হয়ে থাকবে।

এগুলি বৈদেশিক সংস্থাগুলির দ্বারা ভারতের এই পরম সমৃদ্ধিগুলি দলিল রূপে সংকলিত করা হয়েছে। আমরা চাই এই লুটের সমস্ত সত্যতা এবং তথ্যগুলি সম্পর্কে সমস্ত ভারতবাসী সচেতন হোক এবং ভবিষ্যতে এই বৈদেশিক লুট থেকে ভারতমাতাকে রক্ষার্থে আমরা সকলে সংকলিত এবং সংবদ্ধভাবে স্বদেশি চেতনার ব্রত নিই আজে থেকেই। স্বদেশির এই মহাযজ্ঞে পতঞ্জলিও তার বিনম্র সেবা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করছে।

বিদেশিরা বহু ট্রিলিয়ন ডলার লুট করেছে প্রাচীনকালে আর এখন সাবান, শ্যাম্পু, তৈল, কোল্ডড্রিংকস, পিৎজা, বার্গার ইত্যাদি বিক্রি করে দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে।

পতঞ্জলির দ্বারা ভারতমাতা এবং সনাতনের প্রতি সেবা :

পতঞ্জলি ৩০ বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা থেকে শুরু করে চরিত্র গঠন এবং জাতির গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা ভারতমাতার সেবা করে চলেছে এবং এই সেবা যজ্ঞ অবিরাম ধারায় চালিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বদেশির ব্রত নিন এবং পতঞ্জলি শ্রেষ্ঠ স্বদেশি পণ্যগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিন এবং দেশকে এই অর্থনৈতিক লুণ্ঠন এবং দাসত্ব থেকে বাঁচান। এইভাবেই দেশের অর্থ দেশের কাছেই থাকুক আর এই দেশের সেবায় লাগানো হোক এটিই আমাদের স্বদেশি অভিযানের মূল নীতি। আমাদের পুরুষার্থের দ্বারা অর্জিত অর্থ পরমার্থে সমর্পণের দ্বারা ‘হিতৈষিতার দ্বারা সমৃদ্ধি’ এই আদর্শটি উদাহরণ রূপে প্রস্তুত করেছি।

মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে সনাতনের প্রতিশ্রুতি

- সনাতন ধর্মের মূলনীতিগুলি হল একতা, সাম্য, আচরণের বিশুদ্ধতা, পুরুষার্থের প্রচেষ্টা, স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, সৎ ভাবনা, বেদের প্রতি নিষ্ঠা, গুরুর প্রতি আনুগত্য এবং ঈশ্বরের চিরন্তন সাংস্কৃতিক সংবিধান এবং দেশের লোকতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা।
- জাতি, শ্রেণি, সম্প্রদায় ইত্যাদির নাম করে সনাতন ধর্মে কোনও প্রকার উঁচু-নীচু, ভেদভাব, পক্ষপাতিত্ব, ভণ্ডামি, কুসংস্কার নেই। আমাদের এই মহাকুম্ভ উৎসবে সনাতন ধর্মের মূল নীতিগুলিকে ১০০% গ্রহণ করতে, বাঁচতে এবং প্রসারিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, সংগঠিত এবং সক্ষম হতে হবে এবং সনাতন ধর্মকে যুগের ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা করতে, চলমান সনাতনবাদের বিরোধিতাগুলিকে সমস্ত দিক দিয়ে প্রতিহত করতে আমাদের সর্বাত্মিক দান করতে হবে।

মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে কার্ষণী আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী গুরু শরণানন্দ মহারাজের সাহচর্যে

বিনামূল্যে যোগ চিকিৎসা এবং ধ্যান শিবির

স্থান ঃ শ্রী গুরুকার্ষণী কুম্ভমেলা শিবির, সালোরি, সেক্টর-৯, গঙ্গেশ্বর মার্গ, প্রয়াগরাজ

যোগাযোগ করুন : ৮৯৫৪৫৫৫৯৯৯

২৭শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি পর্যন্ত সকাল : ৫.০০টা থেকে ৭.৩০টা পর্যন্ত

যোগ সাধনা এবং ধ্যানের সহিত সঙ্গম পুণ্য স্নান করে জীবনে সৌভাগ্য জাগ্রত করুন।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার রোগমুক্তি ঘটবে। পুত্র ও কন্যার মেধার বিকাশ দেখে খুশি হবেন। কর্মস্থলে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে ও সহকর্মীরা এই সপ্তাহে আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। দান করে তৃপ্তি।

বৃষ : শরীর নিয়ে ঝামেলায় থাকতে হতে পারে। সর্দি-কাশি-জ্বর ইত্যাদিতে ভোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। বহু পূর্বের কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে এবং বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। চাকরিপ্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব।

মিথুন : এ সপ্তাহে শরীর ভালো থাকবে। কাউকে অযাচিতভাবে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো অর্থাগমের আশা। এই সপ্তাহে বাকসংযম প্রয়োজন। অযথা বিবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। রাজনীতির ব্যক্তিগণ অসংযত আচরণের জন্যে সমর্থন হারাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হতে পারে। বাড়িতে আত্মীয়সমাগমে আনন্দ।

কর্কট : ব্যবসা বেশ উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে চলবে। প্রশাসনিক স্তরের কর্তাব্যক্তিরা পাবেন কৃতিত্বের সম্মান। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য লাভ। দাম্পত্যজীবনে সমস্যা বাড়তে পারে। তবে তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বিদেশে বসবাসরত প্রিয়জন এই সপ্তাহে বাড়িতে আসতে পারে।

সিংহ : বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর গবেষণায় সাফল্য পাবেন। কোনও বন্ধুর ব্যবহারে বিস্মিত হবেন। ব্যবসায় অর্থাগম চলবে। একাধিক পথে আয় হবে। সংগীত ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে মানসিক তৃপ্তি।

কন্যা : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কাটবে। বহুদিন আটকে থাকা পদোন্নতি এবার বাস্তবায়িত হবে। জমি ও বাড়িসংক্রান্ত বিষয়ে দুশ্চিন্তা, অভিজ্ঞ প্রিয়জনের সাহায্য নিন। প্রেমের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিতে পারে। শারীরিক ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। উগ্র ব্যবহার কিন্তু এই সপ্তাহে সমস্যায় ফেলতে পারে।

তুলা : এ সপ্তাহে সব কাজেই সফল হবেন। শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে হৃদরোগীরা সাবধানে থাকবেন। চাকরিপ্রার্থীরা সুযোগ পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল, তার নিষ্পত্তি ঘটবে। কোনওভাবেই দীর্ঘমেয়াদি কোনও আর্থিক বিনিয়োগে যাওয়া উচিত হবে না। সপ্তাহের শেষদিকে কোনও কারণে প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে মানসিক সমস্যায় পড়বেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসা শুরু এবং বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে যাচাই করে নিন। অপ্রিয় সত্যি বলে বেকায়দায় পড়তে পারেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। পুরোনো কোনও বিনিয়োগ এই সপ্তাহে ভালো লাভ দিতে পারে। ঘরের বিবাদ বাইরে নিয়ে যাবেন না। নিজেরা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। চোখ এবং নার্ভের রোগ সমস্যা তৈরি করবে। অতি ভোজনে বিপদ।

ধনু : এই সপ্তাহে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসায় মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং সুনাম বৃদ্ধি। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে তৃপ্তি। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ। নতুন বাড়ি এবং জমি কেনার সুযোগ। বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফলতা পাবেন। দাম্পত্য সুখের হবে।

মকর : সমাজের কোনও গুণী মানুষের সঙ্গে সপ্তাহটিতে আনন্দ পাবেন। ব্যবসায় প্রচুর অর্থাগম হলেও মধ্যভাগ থেকে মন্দা নামতে পারে। সঞ্চয়ে মন দেওয়া জরুরি। প্রিয় কোনও মানুষের সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। পথে বিতর্কে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে যেতে পারেন। কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে বহুদিনের বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দ।

কুম্ভ : প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। পুরোনো কোনও মূল্যবান সম্পত্তি কেনার প্রস্তাব পেতে পারেন। আইনি কাগজপত্র খতিয়ে দেখে নিন। ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে মনঃকষ্ট। চাকরিক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর ব্যবহার আপনাকে দুঃখ দেবে। মা ও বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। কেউ আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গৃহ ক্রয়।

মীন : এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে। নিকটজনের কাছ থেকে উপকৃত হয়ে খুশি। এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফল পাবেন। তীর্থস্থান ভ্রমণের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ৬ মাঘ, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫, ১২ মাঘ, সংবৎ ১২ মাঘ বদি, ২৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।১৬। রবিবার, দ্বাদশী রাত্রি ৭।২৫। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।১৯। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৩।১৫। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৭।০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৭।১৯ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৭।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৭।২৫ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।২৯ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৯ গতে ৩।৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৭।২৫ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রজাতন্ত্র দিবস। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের তিরোভাব দিবস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৭ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১২।১৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ গতে ৯।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে।

মুখরোচকের ৭৫

নিউজ ব্যুরো

২৫ জানুয়ারি : মুখরোচক ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুস্বাদু স্ন্যাকস-এর একটি ব্র্যান্ড। তাদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানটি মুখরোচক ফ্যাক্টরি অ্যান্ড গার্ডেন চত্বর গোবিন্দপুর, লাঙ্গলবেড়িয়া, কলকাতায় আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের ডাক বিভাগের সহযোগিতায় মাই স্ট্যাম্পের সঙ্গে একটি বিশেষ কভারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কোয়েল মল্লিক সংস্থার নতুন প্রোডাক্ট তাৎক্ষণিক ভেলপুরি-র মোড়ক উন্মোচন করেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিসেস (আইপিওএস) কলকাতা সার্কেলের পরিচালক হাম্মাদ জাফর, মুখরোচকের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কোয়েল মল্লিক, গায়িকা শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মির আফসার আলি, সংস্থার কর্ণধার প্রণব চন্দ্র, বিজনেস হেড প্রতীক চন্দ্র এবং সংহিতা চক্রবর্তী, সিইও, মুখরোচক।

পাত্র চাই

■ পাত্রী শিলিগুড়িস্থ, জেনারেল, 29, গন্ধবণিক, B.A. (Hon.), ফর্সা, সুশ্রী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত (রেল)। সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। স্বঃ/অসঃ চলবে। 9476387756. (C/114517)

■ পাত্রী 35, B.A., LLB (Hons.), 5'-5", সুন্দরী, ফর্সা, মাঙ্গলিক, ধনুরাশি, দেবারি। সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, Eng., বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9614635819. (C/114519)

■ দাস, SC, 32/5'-5", B.Sc. নার্স। সরকারি চাকরিরতা। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/114520)

■ পাত্রী EB, ব্রাহ্মণ, ৩৮+, দেবঃ, মিথুন, ৫'-২", শাণ্ডিল্য, M.A. (ইংরেজিমাধ্যম), শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া। ন্যূনতম স্নাতক, অনূর্ধ্ব ৪৩, সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরে/ব্যবসায়ী, স্বঃবর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9434466424. (C/114525)

■ প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা, M.Sc. (Math), বিএড, 27+, কায়স্থ, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, শিলিগুড়িবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679969196, 8509148680. (C/114527)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো বার। (M) 7076784540. (C/113758)

■ 28/5'-3", MBBS Govt. Doctor, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার বা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Phone : 8293347638. (C/114524)

■ M.A., 22/5'-1", ফর্সা। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 9434676660, সন্ধে 6 থেকে রাত্রি 10 টা। (K)

■ ব্রাহ্মণ BDS, M.PH. পাঠরতা (Nimhans, Bengaluru) সুদর্শনা, ফর্সা, 29, ডাক্তার কন্যার জন্য ডাক্তার পাত্র কাম্য। 9831386242. (C/114485)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 29/4'-10", ফর্সা, সুশ্রী, Dr. MD (General Medicine) 2nd year পাত্রীর জন্য Doctor (Minimum MBBS) পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9609814816. (C/113759)

■ বোস, 26/5'-4", ফর্সা, M.A. Pass, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, একমাত্র কন্যা। পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9851831766, 8 টার পর। (U/D)

■ কোচবিহার নিবাসী, Gen. Caste, একমাত্র কন্যা, 26/5', M.A., B.Ed., রাঃ/কেন্দ্রঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মচারী। মোঃ নং-7001757820. (C/113173)

■ 28+/5'-2", তপশিলি, মালো, B.Sc. (Math Hons.) ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9475539578, 7001480224. (C/114540)

■ কায়স্থ, 30, M.Sc., B.Ed., দেবারিগণ, ফর্সা, 5'-3", শিলিগুড়িস্থিত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়িতে চাকুরি অগ্রগণ্য। 9434351128. (C/114552)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, 27/5'-4", Civil Engineer, B.E., ফর্সা ও সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি (MNC) চাকুরে পাত্র কাম্য। Caste no bar, পাত্রী তামিলনাড়ু (MNC)-তে কর্মে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8250860763. (C/113174)

■ পাত্রী মণ্ডল, নমশূদ্র, বয়স ২৯, উচ্চতা ৫ ফুট, ফর্সা, সুন্দরী, ডেন্টাল সার্জেন (বিডিএস) কর্মরত বেসরকারি হাসপাতাল। চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। যোগাযোগ- ৮৭৯৪৮৫০৪০৯/8794850409. (C/114553)

■ নমশূদ্র, 34/5'-3", B.Pharm, MBA, ফর্সা, সুশ্রী, হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7076315574. (S/C)

■ পাল, দেবারি, 29/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509914223. (C/114556)

পাত্র চাই

■ সাহা, 26+/5'-4", M.A., সুশ্রী, ঘরোয়া, একমাত্র কন্যার উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9749071638. (S/C)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ বোস, বয়স ৩৩, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ- 9475089762. (C/114538)

■ বারুজীবী, 29 বছর, 5'-4", সুন্দরী, ফর্সা, B.Sc., B.Ed., বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, পাত্রীর জন্য সরকারি কর্মচারী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংস্থাতে কর্মরত পাত্র কাম্য। Ph : 6295444296. (M/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯২, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7596994108. (C/114375)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114375)

■ কায়স্থ, 37/5', M.A., Com. Diploma (1 year), ডিভোর্সি, Gov. Job (Cont.), ফর্সা, স্লিম, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার নিবাসী পাত্র কাম্য। 37-42 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 6294842270. (C/113176)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৬, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114375)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৪", আইনজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908.

■ পাল পাত্র চাই। বয়স ২৬, উচ্চতা ৫'-৪", M.Sc. (ভূগোল), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুস্বাস্থ্য মেয়ের জন্য চাকুরে অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8710032569.

■ হলদিবাড়ি নিবাসী, বয়স ২৬ বছর, উচ্চতা ৫'-৪", বাংলায় M.A. পাশ, B.Ed.ট্রেনিং করছে। স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি/প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র কাম্য। ফোন নম্বর-(M) 7866889866.

■ দাস, M.A. (Eng.), 28/5', ব্রাইডালমেকাপ, গৃহশিক্ষিকা, ফর্সা পাত্রীর চাকরিজীবী/উপযুক্ত পাত্র চাই। 7076045047. (C/113765)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 28/5'-4", M.Sc. (NBU), দেবগণ, ফর্সা, সুন্দরী, একমাত্র সন্তান, এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9641760756. (C/113395)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, ২৮/৫', B.A., ফর্সা, সুশ্রী, TCS-এ কর্মরতা, সঃ/বেঃ উচ্চপদস্থ স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই, কলিঃ অগ্রগণ্য। (M) 8637097470. (C/113681)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", Ben. (H), ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। Time : 8 A.M.-8 P.M. (M) 8116007272. (M/M)

■ হাইস্কুল শিক্ষিকা, Ph.D. পাঠরতা, (SET), 34+, প্রফেসর, শিক্ষক, উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7001975542. (C/114558)

■ WB, Gen. Caste, 26/5'-4", ফর্সা, B.Sc. Hons., B.Ed., পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8250246003. (S/N)

■ জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ, 29+/5'-2", M.A., B.Ed., কাশ্যপ, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী Contractual চাকরি, Transferable নয়, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, জলপাইগুড়ি ও নিকটবর্তী অঞ্চলের 30-35 মধ্যে সঃ চাঃ/PSU/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। 8116436818 (সন্ধে ৭-১০ টার মধ্যে)। (C/113679)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী, ঘরোয়া, ৩৪, অবিবাহিত পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8420340516. (K)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-2", MBA, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 8250240286. (C/114381)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮ বছর বয়স, উচ্চতা ৫ ফুঃ, শিক্ষিতা B.A.(H), M.A., D.El. Ed., প্রাইভেট চাকরিজীবী, এইরূপ কন্যার জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7679975768. (C/114382)

■ বারুজীবী, 30/5'-1", Convent Educated, B.Com. অনার্স, দেবারিগণ, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি পাত্র চাই, অনূর্ধ্ব 34, 9434197844. (C/114382)

■ কাটিহার নিবাসী পূঃবঃ কর্মকার (রায়) কায়স্থ 28/5'2" M.A. সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যার জন্য 35 এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। M-8252901020 / 9431475688 M-E.D

■ 22/5'-3", মধ্যবিত্ত পরিবারের H.S. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য দাবিহীন সুপাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/114379)

■ সাহা, 30/5'4" M.A, বি.এড, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া। সরকারি চাকুরী / সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-9932685373 (রায়গঞ্জ) M-112661

পাত্রী চাই

■ 39/5'-8", AM হিসাবে একটি Ltd. কোম্পানিতে কাজ করছে। শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। দেবারিগণ বাদে। Ph : 7872083516. (C/114532)

■ কায়স্থ, 32+, Reliance IT, Slg.-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/113394)

■ কায়স্থ, 41, Tourism ও Travelling Management পাশ, 5'-10", সুদর্শন, বহুজাতিক সংস্থায় ইন্দোরে কর্মরত পাত্রের ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 8972567383. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-6", নিজস্ব ব্যবসা ও সিভিক পুলিশে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9832461318. (C/113763)

■ পাত্র 30 বছর, 5'-7", কায়স্থ, নামী ওষুধ কোং-তে ASM, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া, কায়স্থ পাত্রী কাম্য, স্থানীয় অগ্রগণ্য। Ph : 7602734504. (C/114548)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-5", নর, B.com., বেঃ সঃ চাকরিরত, শিলিগুড়িতে দুটি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407956952. (C/114549)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩২, M.Sc., B.Ed., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114375)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, কর্মকার, কায়স্থ, 30/5'-10", B.Tech., WBSEDCL Jr. Eng., পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 27 মধ্যে স্বঃ/অসবর্ণ, মানানসই উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত পাত্রী চাই। W/A, (M) : 9531741641. (C/114557)

■ সাহা, 30/6', একমাত্র পুত্র, কোচবিহারের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9832464064. (C/113178)

■ কায়স্থ, 36/5'-11", বিকম (অনার্স), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (H.R.D & Labour Welfare), চা বাগানে ম্যানেজমেন্ট পদে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9734008727. (B/B)

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, নিজের গাড়ি চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899, Time : 8 A.M. - 8 P.M. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, বয়স-35, উচ্চতা 5'-3", M.Sc., D.El.Ed. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ) উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ নং- 8436102180, 8967036946. (C/113687)

■ সেন, 34/6', B.A. (E), M.A. (Incomp.), নিজ বাড়ি (জলঃ), ব্যবসা (ফার্মাসি) পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহ, দাবি নাই। মোঃ 9593937157. (C/113688)

পাত্রী চাই

■ 39/5'-3" বছর বয়সি, Railway-তে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. (080-69074943). (K)

■ বাঙালি ব্রাহ্মণ, 31/5'-9", (Govt.) Land and Revenue Dept.-এ, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (080-69141340). (K)

■ সাহা, 48, অবিবাহিত, কেঃ সরকার (M.H.A) পেনশনভোগী, ইচ্ছুক পাত্রী যোগাযোগ করিবেন। Mb : 9434062943, 9532596567. (C/114567)

■ বণিক, 31/5'-5", MBA, বেঃ সঃ কোম্পানির ম্যানেজার পাত্রের সুপাত্রী কাম্য। ঘটক বাদে যোগাযোগ। (M) 9733245782. (B/B)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিলিগুড়িতে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/114379)

■ সাহা, ৩৭/৬', B.Sc., নিজস্ব ব্যবসা, স্বল্প দিনেই ডিভোর্সি। শিক্ষিতা, ঘরোয়া মেয়ে চাই। (M) 9476358634. (C/114379)

■ 30+/5'-6", সরকারি ব্যাংক অফিসার, দেবারিগণ, কায়স্থ পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, উপযুক্ত শিক্ষিতা, 28 বছরের নীচে, ভালো পরিবারের পাত্রী প্রয়োজন। প্রকৃত অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9832072150, 8250392439. (C/114551)

■ রাজবংশী, প্রাইমারি শিক্ষক, বিএসসি (H) Math, বিএসসি (I.T), D.El.Ed., 34+/5'-8", একমাত্র পুত্র, নিরামিষ খেতে ইচ্ছুক পাত্রী চাই। মোঃ 9933304681. (D/S)

■ পাত্র পাল, কোচবিহার নিবাসী, 34+/5'-6", B.Sc.(H), B.Ed., রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মচারী, UDA (Upper Divisional Assistant), কলকাতায় কর্মরত। অনূর্ধ্ব 31+, উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 7384117714. (D/S)

■ কায়স্থ (মজুমদার), 40/5'-6", Founder of IT Sector, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30-এর মধ্যে পাত্রী চাই। কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 8670948838. (C/113766)

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী। উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। (M) 9832516332, 7076854139. (C/114382)

■ Gen. 32/5'8" মালদা/বালুরঘাট, WB সরকারের 'B' grade পদে কর্মরত। সঃ/অসঃ, শিক্ষিত পাত্রী চাই। M-8100195172 M-114013

■ পাত্র ব্রাহ্মণ 35/5'4" High School Teacher, 23-30 শিক্ষিত সুন্দরী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পাত্রী চাই। M-8797674127, 8676820868 M-114008

■ বৈশ্য সাহা, মালদা, 31, এম. এস. (ইউ. এস.), এম. এন. সি. (ইউ. এস.), শীঘ্রই দেশে ফিরবে। একমাত্র সন্তান, জাতিভেদ নাই। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M+WA - 9614935794. M-E.D

■ মালদা শহর নিবাসী প্রাথমিক শিক্ষক 35/5'7"/ পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ একমাত্র সন্তান পাত্রের জন্য অত্যাধুনিক নয় এমন উপযুক্ত পাত্রী চাই। মালদা অগ্রগণ্য। মোঃ 7602669804 M-112662

■ কায়স্থ, ২০.১.৮৭, ৫'৩.৫", স্লিম, নেশাহীন, উচ্চশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। M-9434578958 M-112661

■ কায়স্থ, 33/6', সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, 2012, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, কায়স্থ, যোগ্য পাত্রী চাই। নিজস্ব বাড়ি। শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ জিনাজপুর ও মালদা অগ্রগণ্য। M-9883013475 M-112661

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১২ বছরের বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনির অ্যাপ ইনস্টল করুন এবং পাত্র-পাত্রীর ছবি দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। Ph : 8509292825. (C/114381)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৩ বছর বয়সি, M.A. পাশ, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ শিক্ষিতা, সুন্দরী কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9332120790. (C/114375)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩১, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114375)

■ তালুকদার, 27+/5', M.Sc. (Ph.), B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরত। শিক্ষিত সুপাত্র চাই। (M) 9002459348. (C/114375)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/114375)

■ কায়স্থ, 29, Civil Engg., কাজের সঙ্গে নিযুক্ত, গৃহকর্মে নিপুণা। সঃ/বেঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9547513771. (C/113683)

■ 29/5'-1", B.Com., MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য, 35-এর মধ্যে আলিপুরঃ/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজ গৃহ), (5 P.M. - 10 P.M., 9832455063). (C/113764)

■ পাত্রী পূঃ বঃ তিলি পাল, 26/5', এমকম, বিএড, স্বঃ/উঃ অসঃ জেনারেল কাস্ট, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9832495221. (C/114559)

■ কায়স্থ, নরগণ, 35/5'-3", এমএ, ডিএড, সঃ চাকরি পাত্র কাম্য, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7001758167. (C/113682)

■ কোচবিহার নিবাসী, SC, গ্র্যাজুয়েট, 5'-2"/28 বছর, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, (নামমাত্র বিবাহের পরই ডিভোর্সি) পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন : 9547591065.

■ 39/5'-3", M.A., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষিকা, কায়স্থ, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 7908222735. (C/114564)

■ 25/5'-3", Ph.D. pursuing, কায়স্থ পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি পাত্র কাম্য। Caste no bar. (080-69103058). (K)

■ বণিক (Gen.), 29/5'-1", B.Tech., (ওয়ার্ক ফ্রম হোম), একমাত্র সন্তানের জন্য সঃ স্থায়ী চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। (M) 9593701540. (C/114379)

■ ঘোষ, 26/5'-3", B.Sc., B.Ed., গভঃ স্কুলের প্যারাটিচার, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9734488572. (C/114379)

■ প্যারাটিচার (প্রাইমারি স্কুল), LIC এজেন্ট, ফর্সা, 35 বছর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকুরে বা সচ্ছল ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8350099567. (C/114381)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, B.Com., ব্যবসায়ী, 40/5'-7", পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8617837871. (C/114526)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)

■ কায়স্থ, APD. Jn. 38/5'-3", M.R., A.B.M. পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9733476797, 8768714651. (U/D)

■ শিলিগুড়ি, ঘোষ, 33/5'-6", নরগণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9531741599, 8927227768. (C/114523)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৪৮+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। আগ্রহী থাকলে যোগাযোগ করুন। (M) 9836084246. (C/114375)

■ বয়স ৩৫, শিলিগুড়ি-এর বাসিন্দা, স্টেট গভঃ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার (RFO)। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/114375)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114375)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩০ বছর বয়সি, B.Tech. পাশ, ওয়েস্টবেঙ্গল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114375)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Sc., গভঃ অফ ওয়েস্টবেঙ্গল-এর ইরিগেশন ও ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/114375)

■ নেশাহীন, নিরামিষ, উচ্চশিক্ষিত, 28, দঃ দিনাজপুর, মাসিক আয় 20K, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9832608747. (C/114551)

■ কোচবিহার নিবাসী, সুবর্ণবণিক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৩০/৫'-৮", সুদর্শন, দেবগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, চাকরি+নিজস্ব ফার্ম, স্বগৃহ, একমাত্র পুত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, General Caste, সুশ্রী, সুরুচিসম্পন্না, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 8617393821, 8967183668. (C/114554)

■ বারেন্দ্র কায়স্থ, ৩১/৫'-৮", Elec. Engg., বর্তমানে KGP IIT te Ph.D. (S.R.F.) করছে। উপযুক্ত কায়স্থ, শিক্ষিত, ফর্সা পাত্রী কাম্য। 7602664443, 9775207167. (C/114555)

■ রাজবংশী, 41/5'-5", সরকারি চাকরি (চুক্তিভিত্তিক), S.A.E, জলঃ শহর সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ি, এইরূপ পাত্রের জন্য M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9531626274. (C/113680)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 35/5'-6", M.A. (Geo.), প্রাথমিক শিক্ষক, নিঃসন্তান ও বিপত্নীক পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 7001130757. (C/113684)

■ পূঃ বঃ ঘোষ, জন্ম ১৯৮৪, উচ্চতা ৫'-৮", বেঃ সঃ চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph : 8584086860, সময়-5 P.M. to 10 P.M. (C/113686)

■ কায়স্থ, দত্ত, 32/5'-6", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Axis Bank-এ ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474308070. (K)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 30/5'-6", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, কাছাকাছি পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ। (M) 9832052447. (A/K)

■ নেশাহীন, শান্ত, কায়স্থ, চৌধুরী। 33+/5'-9", গণ দেবারি। জন্ম, পড়াশোনা (Convent) দিল্লিতে। B.Tech. JTO BSNL (Cen. Govt. undertaking), শিলিগুড়ি স্বগৃহ। উপযুক্ত শিক্ষিতা, শান্ত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9891765121. (C/114563)

■ মধ্যবিত্ত, কায়স্থ পরিবারের সুশ্রী, ভদ্র, ঘরোয়া পাত্রী চাই। মা ও ছেলে উভয়েই সরকারি কর্মী। (M) 7029258952. (S/C)

■ রাজবংশী, 32/5'-10", Govt. Bank P.O. Office উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (080-69074907). (K)

উত্তরের শিকড়

লাল সুতোয় ইচ্ছে পূরণ জটিলেশ্বরে

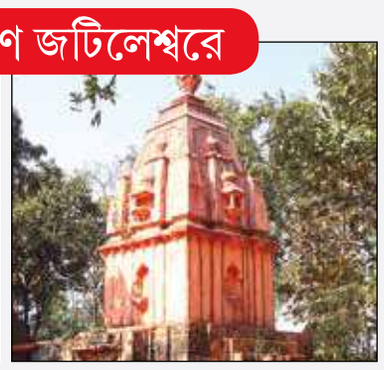

কথিত রয়েছে চার ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য ময়নাগুড়ি। জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর এবং ভদ্রেশ্বর। এই চারটি মন্দিরই রয়েছে ময়নাগুড়িতে। চারটি মন্দিরই প্রায় একই সময়ে তৈরি বলে জানা যায়। জল্পেশ মন্দিরের মূল প্রবেশপথের উলটোদিকের পাকা রাস্তা ধরে ছয় কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই দেখা মেলে জটিলেশ্বর মন্দিরের। শিবচতুর্দশীর সময় পুণ্যার্থীরা জল্পেশ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে সোজা চলে আসেন জল্পেশ মন্দিরে। শ্রাবণ মাসে জটিলেশ্বর মন্দিরে ভিড় জমান বহু দূরদূরান্তের পুণ্যার্থীরা। উত্তরবঙ্গের পুরোনো মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম জটিলেশ্বর মন্দির।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ধূপগুড়িগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আনুমানিক আট কিলোমিটার দূরে হুসলুরডাঙ্গা মোড়। সেখানে থাকা মল্লিকহাট বাজারের ওপরেই জটিলেশ্বর মন্দির। বাইরে থেকে প্রতিদিন পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান এই মন্দিরে। মন্দির পরিচালনার জন্য রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ড।

মন্দির ঘেঁষে রয়েছে একটি বিশালাকার পুকুর। কয়েক বছর আগে এই পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠে এসেছিল বেশ কয়েকটি মূর্তি। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সেই মূর্তিগুলি স্থান পায় কলকাতার মিউজিয়ামে। এই মন্দিরের এক পাশেই রয়েছে প্রাচীন একটি বট গাছ। কথিত আছে এই বট গাছে লাল সুতো বাঁধলে মনস্কামনা পূরণ হয়। তাই পুণ্যার্থীরা এই বট গাছে লাল সুতো বেঁধে দেন। মনস্কামনা পূরণ হলে ফের এসে সেই বাঁধন খুলে দিয়ে যান।

গজলডোবায় সিডনি হারবার ব্রিজের ছোঁয়া

অনুপ সাহা

গজলডোবা, ২৫ জানুয়ারি : রাতের অন্ধকারে গজলডোবার তিস্তা ডানহাতি ক্যানালের ধার দিয়ে এগিয়ে চলা পূর্ত সড়ক ধরে এগোতে গিয়ে হঠাৎ মনে হতে পারে এখানে আবার সিডনি হারবার ব্রিজ কোথা থেকে এল! সেই একই আদলে তৈরি সেতু। একইরকমভাবে আলোর ফোয়ারায় উদ্ভাসিত নানা রঙে রঙিন সেতু। তাহলে খুব একটা ভুল ভাবছেন না। বাস্তবে, প্রজাতন্ত্র দিবসে গজলডোবার 'ভোরের আলো' পর্যটনকেন্দ্রের মুকুটে নতুন পালক জুড়তে চলেছে। গজলডোবা তিস্তা ক্যানালের ওপর স্টিল ব্রিজে অনেকটা সিডনি হারবার ব্রিজের অনুকরণে ডায়নামিক লাইটিং চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। শুক্র ও শনিবারের পর রবিবার সন্ধ্যাতেও পরীক্ষামূলকভাবে সেতুর আলো জ্বালানো হবে। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় নতুন করে আলোকমালায় সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ডায়নামিক লাইটিং। ইতিমধ্যে কাজের বরাতপ্রাপ্ত বহুজাতিক সংস্থার ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল পরীক্ষামূলকভাবে স্টিল ব্রিজের আলো জ্বালিয়ে পুরো পরিকল্পনা নিখুঁত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শনিবার সন্ধ্যার পর আরও একবার আলো জ্বালিয়ে দেখা হয়।

পূর্ত দপ্তরের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগের মাল সাব-ডিভিশনের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল বাগ বলেন, 'স্টিল ব্রিজে আলোর কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে। তবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে অনেকটা সিডনি হারবার ব্রিজের মতো আলোর ঝরনায় ভাসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এটা খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা আশা করছি।'

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে উচ্ছ্বসিত গজলডোবার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আমজনতা। ভজন বালা, চিন্ময় বিশ্বাস প্রমুখ স্থানীয়রা বলেন, 'ট্রায়ালে আমরা দেখেছি ক্যানালের জলে স্টিল ব্রিজের আলোর প্রতিফলন এলাকার পুরো পরিবেশকে মায়াবী করে তোলে। যার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আগামীদিনে গজলডোবায় বেড়াতে আসা পর্যটকরা সন্ধ্যার পরও এখানে থাকবেন। এর ফলে এলাকার ছোট ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।'

স্টিল ব্রিজ দেখতে গজলডোবাতে ভিড় করেন পর্যটকরা। ছুটির দিন কিংবা রবিবার স্থানীয়দের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ নানা জায়গা থেকে বহু মানুষ আসেন। স্টিল ব্রিজকে ঘিরে সেলফি তোলা, রিল বানানো আকছার চলে। পূর্ত দপ্তরের মালের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধান্ত মণ্ডলের কথায়, 'গজলডোবাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম স্টিল ব্রিজ। ব্রিজটিকে রাতের আলোয় আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পূর্ত দপ্তরের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা অবশেষে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।'

> স্টিল ব্রিজে আলোর কাজ পুরোপুরি শেষ হতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে। তবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে অনেকটা সিডনি হারবার ব্রিজের মতো করেই আলোর ঝরনায় ভাসিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
>
> **শ্যামল বাগ**
> *জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত দপ্তরের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ)*

রবি-পার্থকে ছাঁটার বার্তা

দেওয়ানহাট, ২৫ জানুয়ারি : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নাটাবাড়ি কেন্দ্রের দু'বারের বিধায়ক ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই কোচবিহার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সূচনা। নাটাবাড়ি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে বহু উত্থান-পতনেরই সাক্ষী। জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব সেই নাটাবাড়ি থেকেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে কার্যত ছেঁটে ফেলার কাজ শুরু করল। শনিবার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শাসকদলের নাটাবাড়ি বিধানসভাভিত্তিক কর্মসূচি ছিল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সেই কর্মসূচিতে নাম না করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের গায়ে বিজেপির লেবেল সেঁটে দেন। অপরদিকে, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) আগামী বিধানসভা ভোটের আগে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে সাংগঠনিক সংস্কারের ইঙ্গিত দেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। অনেককে খুশি রাখতে গিয়ে অনেককিছুই করা যায়নি।' নাটাবাড়ি কেন্দ্রে দলের সাংগঠনিক সংস্কার নিয়ে হিপ্পির বক্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পালটা বক্তব্য, 'তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, সাধারণ মানুষের দল। হিপ্পি একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন।'

'২৪-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল কোচবিহার আসন পুনরুদ্ধার করে। বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে পরাস্ত হন। এরপরই '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কোচবিহারের নয়টি আসনেই জয়লাভের টার্গেট নেয়। কিন্তু সম্প্রতি জেলায় শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে। দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচির পর শনিবার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মসূচিতেও যা প্রকট হয়েছে।

> কোচবিহার জেলায় আমি দলটা তৈরি করেছিলাম। তাই সবাই এসে নেতা হয়েছে। এখন যাঁরা বড় বড় কথা বলছেন তাঁরা লোকসভা ভোটে নিজেদের বুথের রেজাল্ট বের করে দেখাক।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ**
> *তৃণমূল নেতা*

মহিলাদের খোঁজ নিলেন চেয়ারপার্সন

জলপাইগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় শনিবার সকালে সেবক রোডের প্রেরণা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিশেষভাবে সক্ষম কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেন। পরে দুপুরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুরু হওয়া ওয়ান স্টপ সেন্টারও ঘুরে দেখেন তিনি। সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে থাকা মহিলাদের পরিস্থিতি নিয়েও জানতে চান লীনা। এরপর মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি মেটেলি ব্লকের জুরন্তি চা বাগানে মহিলাদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরে যোগ দেন।

লীনা বলেন, 'আমি আজ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখলাম। বিশেষ করে ওয়ান স্টপ সেন্টারের পরিকাঠামোও দেখলাম। সবকিছু ঠিকই আছে।' তাঁর এদিনের এই সফরে সঙ্গে ছিলেন কমিশনের সদস্য সুজাতা পাকরাশি লাহিড়ি, দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার প্রমুখ।

সংজ্ঞাহীন স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন স্বামী

মধ্যরাতে বাড়িতে গজরাজের হানা

গয়েরকাটা, ২৫ জানুয়ারি : শীতের কনকনে কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। সেই ঠান্ডার রাতে চানাডিপার বাসিন্দা রাহুল আলি নিজের পরিবার নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। আচমকা তাঁর বাড়িতে হানা দেয় একটি হাতি। শুঁড় দিয়ে টিনের দেওয়াল ভেঙে হাতিটি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। দেওয়াল ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় রাহুল ও তাঁর স্ত্রী জহিরুন খাতুনের। বিষয়টি টের পেয়ে রাহুল যখন পরিবারকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন, তখন জহিরুন চোখের সামনে ওই বিরাট বিভীষিকা দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় রাহুল প্রথমে তাঁর সন্তানকে সরিয়ে নেন। তারপর স্ত্রীকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চানাডিপা এলাকায়। রাহুলের বাড়ির পাশাপাশি আনোয়ার হোসেন, দুলুয়ার হোসেন, নজরুল হক, সাত্তার আলিদের বাড়িতেও হানা দেয় ওই দলছুট দাঁতাল।

আতঙ্কের রাত

- রাত এগারোটা নাগাদ টিনের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল হাতি
- চোখের সামনে বিরাট বন্যপ্রাণটিকে দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন জহিরুন
- রাহুল প্রথমে তাঁর সন্তানকে সরিয়ে নেন
- তারপর স্ত্রীকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন

একই রাতে হানা দিয়ে হাতিটি ঘরে মজুত চাল, ডাল খেয়ে সাবাড় করে। পরে যাওয়ার সময় সবজির বস্তা নিয়ে যায়। ওই বন্যপ্রাণ হানা দিয়েছিল আলুখেতেও। সেখানে আলু খেয়ে তছনছ করে দেয় জমি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে শেষপর্যন্ত হাতিটি জঙ্গলমুখী হয়। রাহুল পরে বলেন, 'খুব ঠান্ডা ছিল রাতে। আমি পরিবার নিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি হাতি শুঁড় ঢুকিয়ে আমাকে টানার চেষ্টা করছে। সেই সময় কোনওরকমে প্রথমে সন্তানকে বের করে দোতলায় রেখে আসি। হাতি দেখে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এরপর তাকে ওই অবস্থায় তুলে ওপরের ঘরে নিয়ে যাই। ওপর তলা থেকে চিৎকার শুরু করলে হাতিটি ঘরে থাকা সবজির একটি বস্তা নিয়ে চলে যায়।'

চানাডিপা এলাকায় হাতির হানা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যেই মোরাঘাট বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে তারা। যদিও মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'হাতির হানার কোনও খবর আমাদের জানানো হয়নি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে।'

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

শিক্ষকতার স্বপ্ন নিয়ে ধূপকাঠি ফেরি দৃষ্টিহীনের

টেট পাশ করেও চাকরি জুটছে না

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ছোট থেকেই ইচ্ছে, শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠন করবেন। ছোটদের সঙ্গে সময় কাটাতেও ভীষণ ভালোলাগে তাঁর। সেই ইচ্ছেপূরণে একের পর এক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন আশিস সাহা। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে হলে যে অদম্য জেদ আর প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি প্রয়োজন, তা দেখিয়েছেন তিনি। টেট পাশ করেছেন ইতিমধ্যে। তবে ইন্টারভিউ হবে কবে, সেব্যাপারে কোনও খবর নেই। চিন্তা বাড়িয়েছে বিএড ডিগ্রিধারীদের জন্য সরকারি নির্দেশিকা।

বিষয়টি অবশ্য বিচারাধীন। সংসারের হাল টানতে তাই ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেন ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের বাসিন্দা ওই তরুণ।

জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। সেই প্রতিবন্ধকতা অবশ্য মনোবল ভাঙতে পারেনি। কৃষক পরিবারের ছেলে হয়ে অসচ্ছলতাকে সঙ্গী করে চালিয়ে গিয়েছেন পড়াশোনা। কোচবিহারে ব্লাইন্ড স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের পর চলে যান কলকাতায়। সেখানে গিয়েও ভর্তি হন একটি ব্লাইন্ড স্কুলে।

এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাশ। শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় বিএড ডিগ্রি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

স্বপ্ন বলুন বা তাগিদ- ভালো সরকারি চাকরি পেয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ভাবনা ছোটবেলার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পথে একধাপ এগিয়েছেনও। ২০২২ সালে প্রাইমারি টেট পাশের পর বুকে আশা জেগেছিল ভরপুর। ভেবেছিলেন, এবার হয়তো জীবন বদলাবে। হাল ফিরবে পরিবারের। কিন্তু বাস্তব যে ততটা সহজ নয়।

ইন্টারভিউয়ের জন্য এখনও পর্যন্ত ডাক পাননি তিনি। সেই ডাকের জন্য অপেক্ষা বত্রিশের তরুণের কাছে বিলাসিতা যেন। রোজ সকালে ব্যাগে ধূপকাঠির প্যাকেট ভরে হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে। কখনও নকশালবাড়ি, কখনও শালবাড়ি, মাটিগাড়া বা দার্জিলিং মোড়ে দেখা যায় তাঁকে। পথ চিনতে ভরসা ওই লাঠি।

কখনো-কখনো অবশ্য পথচারীরা হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দেন। আশিসের সঙ্গে কথা হল বৃহস্পতিবার। তাঁর গলায় কখনও অভিমান, কখনও আবেগ, আবার কখনও অনুরোধের সুর শোনা গেল।

চাকরি হবে কি না আদৌ, সেই নিশ্চয়তাটুকুও নেই। বলছিলেন, 'আমাদের পরীক্ষার পর সরকারি নির্দেশিকা বেরিয়েছে, বিএড ডিগ্রিধারীরা প্রাইমারি টেট-এ বসতে পারবেন না। তাই চিন্তা হচ্ছে, যদি শিক্ষক নিয়োগ হয়, সেখানে সুযোগ পাব তো? ইন্টারভিউয়ে আমাকে ডাকবে তো? নাকি এত পড়াশোনা শেষে পরীক্ষায় পাশ করেও ধূপকাঠি বিক্রি করতে হবে সারাজীবন?' তাঁর ইচ্ছে, 'সুযোগ পেলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করে নিজের সমস্যার কথা জানাতে চাই।'

ধূপকাঠি বিক্রি করে রোজ ২০০-৩০০ টাকা আয় হয় আশিসের। সেখান থেকে যাতায়াত, পরদিনের জন্য ধূপকাঠি কেনার খরচ বাদ দিয়ে সামান্য কিছু হাতে থাকে।

এভাবেই কোনওমতে দিন কাটছে। বাড়িতে মা-বাবা ছাড়াও দুই ভাই রয়েছে। ভাইদের মধ্যেও একজন জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন। দিনবদলের আশায় আপাতত প্রহর গুনছেন আশিস ও তাঁর পরিবার।

> আমাদের পরীক্ষার পর সরকারি নির্দেশিকা বেরিয়েছে, বিএড ডিগ্রিধারীরা প্রাইমারি টেট-এ বসতে পারবেন না। তাই চিন্তা হচ্ছে, যদি শিক্ষক নিয়োগ হয়, সেখানে সুযোগ পাব তো? ইন্টারভিউয়ে আমাকে ডাকবে তো? নাকি এত পড়াশোনা শেষে পরীক্ষায় পাশ করেও ধূপকাঠি বিক্রি করতে হবে সারাজীবন?
>
> **আশিস সাহা**

ধূপকাঠি নিয়ে ক্রেতা খুঁজছেন আশিস। ছবি : বাপ্পা রায়

আজ টিভিতে

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত
দিল্লি থেকে সরাসরি **ডিডি ন্যাশনাল** এবং **ডিডি বাংলা চ্যানেলে**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ কোনি, ১০.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৩০ মন মানে না, ১.০০ জুলফিকর

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ জিও পাগলা, রাত ১০.৩০ গোলন্দাজ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রধান, দুপুর ২.৩০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ চিতা, রাত ৯.৩০ ছেড়ে যাস না, ১২.০০ দেব আই লভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ৯.৩০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসব ফিরে

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ লেজেন্ড দ্য টেরর, দুপুর ২.০০ লুসিফার, বিকেল ৪.৩০ মহাবীরা, সন্ধে ৬.৪৫ ম্যায় হুঁ লাকি-দ্য রেসার, রাত ৯.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ ব্ল্যাক অ্যাডাম, বিকেল ৫.১৫ হোম অ্যালোন-টু-লস্ট ইন নিউ ইয়র্ক, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সাস কং-দ্য নিউ এম্পায়ার, রাত ৯.০০ ব্লাডশট, ১০.৪৫ এয়ার ফোর্স ওয়ান

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

যুদ্ধ বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ছেড়ে যাস না
(ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

গোট
দুপুর ১২.০০
এবং
সন্ধে ৭.৫৫
জি সিনেমা

কীভাবে জোনাকি আর ধ্রুব ঘুঘু ধরে রঘুকে ফাঁদে ফেলবে জানতে **মিত্তির বাড়ি** (ধুন্ধুমার ৫ দিন) রাত ৯.০০ জি বাংলা

গ্লিসারিন দিয়ে পরিচর্যা কুনকিদের

শীতে বিশেষ যত্ন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জানুয়ারি : গত কয়েকদিন থেকে কুয়াশার চাদর ঘিরে রেখেছে আলিপুরদুয়ারকে। শীতে জবুথবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। প্রায় চারদিন থেকে শীতের পোশাক ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতে কাবু হচ্ছে জন্তুরাও। তাই তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। একইভাবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও বক্সা টাইগার রিজার্ভের কুনকি হাতিদেরও বিশেষ পরিচর্যা হচ্ছে।

হাতিদের শরীর গরম রাখতে বেশি পরিমাণে খাবার দিতে হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মাহুত রবি বিশ্বকর্মা জানালেন, বর্তমানে একটি কুনকিকে দু'-আড়াই ঠ্যালা পাতা খেতে দেওয়া হচ্ছে। অন্য সময় দেড় ঠ্যালা দিলেই হয়ে যায়। কুনকিদের পছন্দের ডুমুর, অশ্বত্থর মতো গাছের পাতা খেতে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও দেওয়া হচ্ছে প্রচুর কলা গাছ। জলদাপাড়ার এক

বনকর্তার কথায়, 'খয়ের গাছের পাতা খেলে হাতিদের শরীর বেশি গরম থাকে। তবে খয়ের গাছ তো পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না, তাই অন্য গাছের পাতা খাওয়ানো হয়।' শীতে শুধু কুনকিদের খাওয়ার দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এমনটা নয়, শরীরেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। তাদের শরীরে সময়ে সময়ে গ্লিসারিন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও হোয়াইট প্যারাফিন ব্যবহার করে বন দপ্তর। বক্সা টাইগার রিজার্ভের প্রাণী চিকিৎসক লিটল পালের কথায়, 'শীতকালে কুনকিদের পায়ে ফাটল দেখা যেতে পারে হোয়াইট প্যারাফিন ব্যবহার করলে সেটা হয় না।'

জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখছেন বিচারপতি এবং আধিকারিকরা। শনিবার।

সার্কিট বেঞ্চের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ

৩১ মার্চ সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিচারপতিরা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতিরা। শনিবার জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে নির্মীয়মাণ সার্কিট বেঞ্চের কাজ খতিয়ে দেখেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এবং শম্পা সরকার। পরে নির্মীয়মাণ ভবনেই জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন দুই বিচারপতি। সেখানেই কাজ সম্পন্ন করা নিয়ে আলোচনা হয়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিদর্শন করবেন বিচারপতিরা। তার আগেই সিংহভাগ কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৎপরতা দেখে মনে করা হচ্ছে, শীঘ্রই সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন হতে পারে।

এদিনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এবং শম্পা সরকার জানান, তাঁরা মার্চ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফের তাঁরা মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে পরিদর্শনে আসবেন।

সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি শেষের পথে। সেখানে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি নিয়ে জমি জবরদখলকে কেন্দ্র করে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সেটিও ইতিমধ্যে মিটে গিয়েছে। এলাকার গোশালা মোড় থেকে পাহাড়পুর মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশে সার্ভিস রোড তৈরি শুরু করেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এদিন রাস্তা নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন বিচারপতিরা।

অন্যদিকে, আদালত ভবনের বাইরের রঙের কাজ বাকি রয়েছে। ভেতরে মেঝের কাজ চলছে। সার্কিট বেঞ্চে ঢোকার গেট থেকে শুরু করে সামনের রাস্তা তৈরির কাজ এখনও বাকি।

এদিনের বৈঠকে পূর্ত দপ্তর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ দপ্তর, বিএসএনএল, এসজেডিএ, বন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএনএলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট এবং টেলিফোন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য। বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের কাজ হয়ে যাবে।

সার্ভিস রোড এবং আদালত চত্বরের পথবাতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সেখানে পূর্ত দপ্তর এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পথবাতি লাগাতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিল্ডিংয়ে যাতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক থাকে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেন বিচারপতিরা।

আদালতে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ শৌচাগার এবং র‍্যাম্প যাতে ঠিকঠাক বানানো হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

কাজের গতি

- গোশালা মোড় থেকে পাহাড়পুর মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশে সার্ভিস রোড হচ্ছে
- সার্ভিস রোড এবং আদালত চত্বরে পথবাতি লাগানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে
- আদালত ভবনের বাইরের রঙের কাজ বাকি রয়েছে
- ভেতরে মেঝে তৈরির কাজ চলছে
- সার্কিট বেঞ্চের গেট, সামনের রাস্তা তৈরির কাজ বাকি

এমিনেন্ট সম্মান কোচবিহারের তিন শিক্ষককে

কোচবিহার, ২৫ জানুয়ারি : এমিনেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন কোচবিহারের তিন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁরা হলেন বাণেশ্বর আমবাড়ি নম্বর থ্রি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা অর্চনা মণ্ডল, কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সৌমেন সাহা ও ধাইয়েরহাট হাই মাদ্রাসার টিআইসি মহম্মদ হামিদুল ইসলাম।

জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ওই শিক্ষকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা।

জেলার শিক্ষামহল বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকেরই বক্তব্য, এই ধরনের সম্মান বিশিষ্ট শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান তো দেয়ই, তাঁদের উৎসহ যোগাতেও সাহায্য করে। এই সংবাদকে ঘিরে কোচবিহাহরের শিক্ষামহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

OFFICE OF THE KUMARGANJ PANCHAYAT SAMITY
KUMARGANJ, DAKSHIN DINAJPUR
Abridged E-Tender Notice
N.I.T.No. KMJ/ NO- 145/15th F.C. & B.E.U.P./2024-25. Date : 24/01/2025
Rate quotes electronically for the above mentioned e-tender are invited by the U/S from the Bonafide Contractors. Last date for tender dropping/Submission is 01.02.2025. Details may be seen in the office during office hours of all working days & in website of www.wbtender.gov.in & www.ddinajpur.nic.in .
Sd/-
Executive Officer Kumarganj Panchayat Samity Kumarganj, Dakshin Dinajpur.

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
INVITATION OF QUOTATION
1. Quotations are invited from the reputed/Authorized Vendors/Dealers/ Firms for procurement of Interactive Panel and accessories including complete installation.
2. Interested reputed vendors/dealers are requested to drop their Quotation in the quotation box of the school along with tender fee of Rs 200/- (Non refundable) in the form of DD in favour of Army Public School, Sukna payable at Sukna as per the conditions given in school website.
3. For details of Interactive Panel and accessories including complete installation, please visit school website www.apssukna.com.
4. Last date of submission of quotation is 28 Feb 2025.

প্ল্যান্ট সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করার জন্য টার্নকি ঠিকা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ ঃ ২১-০১-২০২৫। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-০৫। কাজের নাম ঃ বুট (বিল্ড-ওন-অপারেট-ট্রান্সফার) মডেলের অধীনে ১০ বছর সময়ের জন্য ডিব্রুগড়ে সম্পর্কযুক্ত পরিকাঠামো সহ প্ল্যান্ট ও উপকরণ সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা এবং মেকানাইজড লন্ড্রি পরিচালনা করা, ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া ও তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনে কোচ থেকে নোংরা লিনেন সংগ্রহ করা এবং ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া ও তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনে কোচের মধ্যে ধোয়া লিনেন লোডিং করার জন্য টার্নকি ঠিকা। কাজের স্থানঃ ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৭,৭০,১৬,১৮১.৩৪ টাকা। বায়নার মূল্যঃ ৫০,৩৫,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CINEMA সিনেমা
Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
SKY FORCE
*ing : Akshay Kumar, Sara Ali Khan, Veer Pahariya
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
Dolby Digital

(A.C) SILIGURI 9832336881

SHOW TIME 1.30 AM, 7.00 PM | SHOW TIME 4.15 PM | SHOW TIME 11.00 PM

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৯/২৪-২৫, তারিখ ঃ ২২-০১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৫০৩৮;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২০-০২-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ১৬০০এইচপি ডিপিসি -এর জন্য টার্বো চার্জার, তৈরী-সিএটি এবং সিএটি পার্ট নং. ৩২৮৪২৫৮।
প্রেরক:-এসএসই/ডিইএমইউ/আইসি/শিলিগুড়ি জংশন। পরিমাণ:- ১টি।
দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

শিক্ষা

■ LL.B (3yrs) সরাসরি ভর্তি, যোগ্যতা যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ও 45% নম্বর, SC/ST 40%, LL.B (5yrs), LL.M Ph.D (Law) ল'পয়েন্ট-9830132343/ 6290760935. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষক রচিত একটি বই ও গাইডেন্স। ফোন : 9733565180 শিলিগুড়ি। (C/114379)

ট্রেনিং

■ ই-টেন্ডার, Gem Govt. ইমার্কেট, GST, IT, ডিজিটাল Sign., জমির খাজনা/মিউটেশন, কনভার্সন পরিসেবা ট্রেনিং নিয়ে উচ্চ আয় করুন। W/A-9832343709. (C/114566)

ম্যাজিক

■ যে কোনও অনুষ্ঠানে দুর্দান্ত ম্যাজিক ও কথা বলা পুতুলের শো করা হয়। এখন শিলিগুড়িতেই ম্যাজিক শেখানো হয়। (M) 9477270222. (C/114386)

Tuition

■ Tuition for science group subject class V-XII (all boards). M : 6294795282. Siliguri. (C/114541)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ-7595817526. (K)

ভাগীরথী দুধ

■ শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন। Ph. 7908180066,9064131254 (C/114379)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114381)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন-বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষী ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী), গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে, মেয়ে সুস্থ হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ - 9434043593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।

বিক্রয়

■ 120sq.ft. shop for sale at Hill Cart Road 120 sq.ft. Ph - 8617601550. (C/114560)

■ সেবক মোড়-এর কাছে ২০০ বর্গফুট দোকান বিক্রি হবে (১ম তলা)। M : 98320-42908. (C/114542)

■ শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কাছে চার কাঠা জমির উপর অবস্থিত বাড়ি কাম গোডাউন বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9064881443 / 9647354301. (C/114514)

■ Shop for sale at Jalpaiguri Cosmos Arcade, carpet area:-1560Sq.ft.Super Built - 20 %, sale - Rs. 14000 per sq.ft, Parking in - Front,Prefered for- Show Room, Contact-9832011192. (C/114378)

■ Shop for sale Deshbandhupara, Siliguri. Ph : 8250014815. (C/114383)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½ রাস্তা সঙ্গে ২ কাঠা জমি ৮½ রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114380)

বিক্রয়

■ For sale Bharat Benz 1015R truck BS6 Nov-20,6.6 Ton pass contact - 9064213121. (C/114569)

■ Shop for sale at Sevoke Road. Carpet Area- 3200 sq.ft., Super Built-20%, sale - Rs. 17000 per sq.ft, Parking - Car Parking available in front,prefered for, bank, Office or any institutional purpose. Contact - 9832011192. (C/114378)

■ Land for sale 6 kathas in Rangapani, JPR Bhumi Project, Rs.5 Lakhs per katha. M : 8637572350. (C/114536)

■ Shop for sale at Sevoke Road, Carpet Area-2800 sq.ft, Super Built- 20%, Sale- Rs. 24000 per sq.ft. Parking- Car Parking available in front, rented to- Bank (monthly-3.50 Lacs). Contact- 9832011192. (C/114378)

■ Flat for sale almost ready Ghosh Apartment, Netaji Road, Opp. Kaljani Govt. Housing Complex, Alipurduar. Contact : 9832038844, 9475806888. (C/114522)

বিক্রয়

■ উত্তর ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাব-এর কাছে ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি আছে। M : 9830530952. (K)

■ শিলিগুড়ির শক্তিগড়-গড়িয়া মঠ ও ন্যাশনাল হাইরোডের পাশে 2BHK, 3BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। (M) 9434181429. (C/114386)

LAND FOR SALE

■ Industrial land for sale. Filling and boundary done. 1 to 6 Bighas. NH37, near Lions Eye Hospital, Siliguri. Contact : 9800979570.

বিক্রয়/ভাড়া

■ বাবুপাড়া মেইন রোডে ছোট গোডাউন বিক্রি হবে এবং ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9883238070. (C/114545)

ক্রয়

■ কোচবিহার শহর/শহরতলিতে পুরোনো বাড়ি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। (M) 9474331944. (C/113167)

■ শিলিগুড়ির উত্তরায়ণে বাড়ি বা বাংলো কিনতে ইচ্ছুক, প্রকৃত মালিক যোগাযোগ করুন (দালাল নহে)। 8837030364. (C/114382)

ভাড়া

■ Full Furnished 2BHK Flat/ Office on rent at Hakimpara. 9832034035. (C/114384)

■ অরবিন্দপল্লি সমর বিড়ি ফ্যাক্টরির সামনে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। 9832541474, 7908299832. (C/113396)

■ NJP কাঁঠালতলা গলিতে বাড়ি ভাড়া হবে। 9434376803. (K)

■ 2000 Sq.ft. space available for Rent in 2nd Floor beside Rashmela Math, Coochbehar. (M) 9474519339, 7001291380. (C/113162)

■ To-Let আলিপুরদুয়ার মধ্যপাড়া 3 Bedroom attach Bath. (M) 8918612289. (C/114386)

কর্মখালি

■ Wanted Technician knowledge of assemble RO Plants. 9233483777. (C/114384)

■ স্টাফ লাগবে, কেমিস্ট্রি গ্র্যাজুয়েট অথবা এগ্রিকালচার গ্র্যাজুয়েট, শিলিগুড়িতে। (M) 9088228800. (C/114572)

কর্মখালি

■ 'কুচিনা' কোম্পানিতে আউটডোর সেলসম্যান ও সার্ভিস টেকনিসিয়ান পদে লোক নেওয়া হচ্ছে। কর্মস্থল- শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার। Fixed Salary- Rs. 10,000/-+Sales কমিশন। থাকা+খাওয়া ফ্রিতে। Ph : 8116602333. (C/114383)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য রুটি করতে জানা, বাসন ধোয়া-মাজার জন্য লোক চাই। বেতন+থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি-9832543559. (C/114382)

■ Sales Employee এবং Technicians চাই, রৌনক ট্র্যাক্টরস অনুমোদিত বিক্রেতা সোনালিকা ট্র্যাক্টর পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি। 1-2 বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। হলদিবাড়ি, মেটেলি, মেখলিগঞ্জ, বীরপাড়া, মালবাজার, গোরুবাথান, ধূপগুড়ি, ফুলবাড়ি এই জায়গাগুলির জন্য। (M) 8910746867. (C/114550)

■ দার্জিলিং-এর হোটেলের জন্য Room Boy চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস, থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No. 9748478019. (C/114575)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাংকারে কোটি টাকার কাফ সিরাপের খোঁজ

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ার আমবাগানে শুক্রবার দুপুরে একটি বাংকারের হদিস পেয়েছিল বিএসএফ। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে সেখানে শনিবার আরও তিনটি বাংকারের হদিস মিলল। মাটি খুঁড়ে ইটের গাঁথনি, তার ওপরে টিনের দেওয়াল, নীচে লোহার বাংকার। এলাকাটি সীমান্ত থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে। ফলে শুধু মাদক লুকিয়ে রাখা নাকি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বাংকারগুলির কোনও ভূমিকা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বিএসএফ।

ইতিমধ্যেই বাহিনীর পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, ওই বাংকারগুলি থেকে আপাতত ৬২,২০০ বোতল কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক দাম ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৮ হাজার

বাংলাদেশ সীমান্তে তদন্তে বিএসএফ

৪৪৪ টাকা। সেখানে ২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিএসএফ তল্লাশি চালাচ্ছে। বিএসএফের দাবি, চোরাচালানের বড় করিডর হয়ে উঠেছিল এই এলাকা। পুলিশ এবং বিএসএফের নজর এড়িয়ে ওই বাংকারগুলি কী করে তৈরি হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

শুক্রবার বিএসএফের কাছে খবর আসে, মাজদিয়ার সুধীররঞ্জন লাহিড়ি মহাবিদ্যালয়ের সামনে কিছু একটা লুকিয়ে রাখা আছে। এরপরই সেখানে মাটি খুঁড়তে একটি বাংকারের খোঁজ পাওয়া যায়। এরপর আশপাশ এলাকায় আরও তল্লাশি চালিয়ে আরও তিনটি বাংকারের হদিস মিলেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বাংলাদেশ সীমান্তে 'অপস অ্যালার্ট' জারি করেছে বিএসএফ। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট সুজিত কুমারের নেতৃত্বে এলাকায় তল্লাশি চলছে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, 'ওই এলাকা থেকে কাশির সিরাপ পাওয়া গিয়েছে। তার দাম এক কোটি টাকারও বেশি। ওই কাশির সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। বিএসএফ ঘটনার তদন্ত করছে।'

উদ্ধার হওয়া ৬২ হাজার ২০০ বোতল কাশির সিরাপ। ইনসেটে তিনটি বাংকারের একটি। শনিবার।

কিঞ্জলের তথ্য চাইল কাউন্সিল

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : কিছুদিন আগেই আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অন্যতম সক্রিয় জুনিয়ার ডাক্তার আসফাকুল্লার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। এবার অভয়া আন্দোলনের অপর মুখ কিঞ্জল নন্দ সম্পর্কে তথ্য চেয়ে আরজি করের অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠাল রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল। বিষয়টিকে 'প্রতিহিংসা' বলে মন্তব্য করেছেন কিঞ্জল।

এককথায়, এবার রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের স্ক্যানারে জুনিয়ার ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ। পিজিটি কিঞ্জল অভিনয়ের সঙ্গেও যুক্ত। মেডিকেল কাউন্সিল থেকে আরজি করের অধ্যক্ষকে পাঠানো ওই চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, পিজিটি হিসেবে কত টাকা স্টাইপেন্ড পেতেন কিঞ্জল? তিনি যে অভিনয় করতেন, সেক্ষেত্রে আরজি কর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি অনুমতি নিয়েছিলেন কি না? পিজিটি ছাত্র হিসেবে কিঞ্জলের ৮০ শতাংশ

> আমি কত টাকা আয় করি, তা আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল দেখলে বোঝা যাবে।
>
> **কিঞ্জল নন্দ**

উপস্থিতি আছে কি না? বিভিন্ন সময়ে তিনি যে ছুটি নিয়েছেন, তা পদ্ধতি মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ৯ অগাস্ট আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম মুখ কিঞ্জল। বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এই চিঠি নিয়ে কিঞ্জল অবশ্য খুব একটা উদ্বিগ্ন নন। তিনি বলেন, 'আমি কত টাকা আয় করি, তা আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল দেখলে বোঝা যাবে।'

এভাবে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না বলে পালটা হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, তার উত্তর দিতে পারেনি মেডিকেল কাউন্সিল। উলটে প্রতিহিংসামূলক এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

অপর জুনিয়ার চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'এভাবে কিঞ্জলের আন্দোলন থামানো যাবে না। আমরা ওঁর পাশে আছি। ওঁকে চিঠি দেওয়ার আগে মেডিকেল কাউন্সিল বলুক, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্তে কেন সম্মতি দেওয়া হচ্ছে না?'

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কর্মশ্রীর শ্রমিকরা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে শ্রমিকের কাজের জন্য 'কর্মশ্রী' প্রকল্পে নথিভুক্তদের নেওয়া বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। শুক্রবারই রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে জেলা শাসকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। বাড়ি তৈরির কাজে কর্মশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকদের নেওয়া হচ্ছে কি না, তার নজরদারি চালাবেন পঞ্চায়েত প্রধানরা। প্রধানদের কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট নেবেন বিডিওরা।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পের

> বাড়ি তৈরির জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হবেই। সেক্ষেত্রে কর্মশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্তদের কাজে লাগানো গেলে তাঁদের আর্থিক সুবিধা হবে। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।
>
> **প্রদীপ মজুমদার,** *পঞ্চায়েতমন্ত্রী*

জবকার্ড গ্রাহকদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে দরবারও করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু গত কয়েক বছরে এই প্রকল্পের টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগ তুলে এখনও টাকা বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণে ওই প্রকল্পের শ্রমিকদের বছরে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য। এই প্রকল্পে নথিভুক্তরা যাতে বেশি সংখ্যায় কাজ পান, তার জন্যই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে তাঁদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'কর্মশ্রী প্রকল্পের প্রায় দেড়লক্ষ শ্রমিককে এই প্রকল্পে কাজ দেওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।' পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের ১২ লক্ষ উপভোক্তার কাছে ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পৌঁছে গিয়েছে। বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

হংকং হাউসের শতবর্ষ পালন

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : দেখতে দেখতে একশো বছর পার। এক শতকের নানা ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে এখনও বি-বা-দী বাগে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে হংকং ও সাংহাই ব্যাংক (এইচএসবিসি)-র ভারতের প্রথম শাখা অফিস হংকং হাউস। শুক্রবারই আনুষ্ঠানিকভাবে এইচএসবিসি ব্যাংক ও হংকং হাউসের শতবর্ষ উদযাপন হয়। এই উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় ব্যাংকের দীর্ঘদিনের গ্রাহকদের।

স্যর রাজেন মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি ১৯২৩ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে তৈরি করেছিলেন এই হাউসটি। সেইসময় ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এডওয়ার্ডিয়ান ও জিওজর্জিয়ান স্টাইলে তৈরি এই হাউসটি আজও নজর কাড়ে। উল্লেখ্য, এই মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানিই হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা জিপিওর মতো ঐতিহাসিক ভবন তৈরি করেছিল। ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হাউস থেকেই এইচএসবিসি ব্যাংকের যাত্রা শুরু। ব্রিটিশ শাসনে সেই সময় কলকাতাই ছিল ভারতের অর্থনীতি ও শাসনক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র। উল্লেখ্য, ১৮৬৫ সালে স্থাপিত এই এইচএসবিসি ব্যাংকের প্রথম ওভারসিজ অফিস স্থাপিত হয় কলকাতায়। রুস্তমজি দেওয়ানজি ও পালনজি ফ্রামজি ছিলেন কলকাতা শাখার প্রধান অধিকর্তা। প্রথম গ্রাহক ছিলেন ইব্রাহিম আবদুল্লা।

শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এদিন এক 'হেরিটেজ ওয়াক' হয়। যেখানে অংশ নেন ব্যাংকের দীর্ঘদিনের গ্রাহক থেকে বর্তমান কর্মীরাও। শতবর্ষ প্রচারে কলকাতা শহরে ৩০টি লাল রঙের ট্যাক্সি নামানো হয়েছে। যেগুলি শহর ঘুরে প্রচার করবে। এছাড়া হাউসে লেসার শো-এর মাধ্যমে ব্যাংকের লোগো প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি ছিল কলকাতার 'একাল-সেকাল' নিয়ে এক আলোচনা। যে আলোচনায় অংশ নেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুজয় ঘোষ, শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া, বোরিয়া মজুমদার প্রমুখ। সন্ধ্যায় ছিল বিক্রম ঘোষ ও লুই ব্যাংকসের অসাধারণ এক যুগলবন্দি। এছাড়া একশো বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ কয়েন উদ্বোধন করা হয়।

গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্রের অন্তর্গত বজবজের ডোঙারিয়া মনসাতলা এলাকায় শনিবার সাতসকালে গুলিবিদ্ধ হলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ মণ্ডল। এদিন তিনি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তিন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

এলাকার লোকজন কৃষ্ণবাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে কী কারণে তাঁকে গুলি করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এর পিছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা অসীম দত্ত - কে 28.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40L 28778 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে সবাই উপকৃত হয় বিশেষত আমার মত মধ্যবিত্ত মানুষজন। এটি স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়। এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুযোগ প্রদান করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Government of India

আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭৫ বর্ষপূর্তি ও ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা

"দেশে আমার সমস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। ভারতের গণতন্ত্রকে মজবুত করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংবিধানের বড় ভূমিকা রয়েছে। সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জকে জয় করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে এই দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।"
জয় হিন্দ!

- নরেন্দ্র মোদী

কর্তব্য পথ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার সকাল ৯টা থেকে দূরদর্শন নেটওয়ার্কে দেখা যাবে।

CBC 17102/13/0026/2425

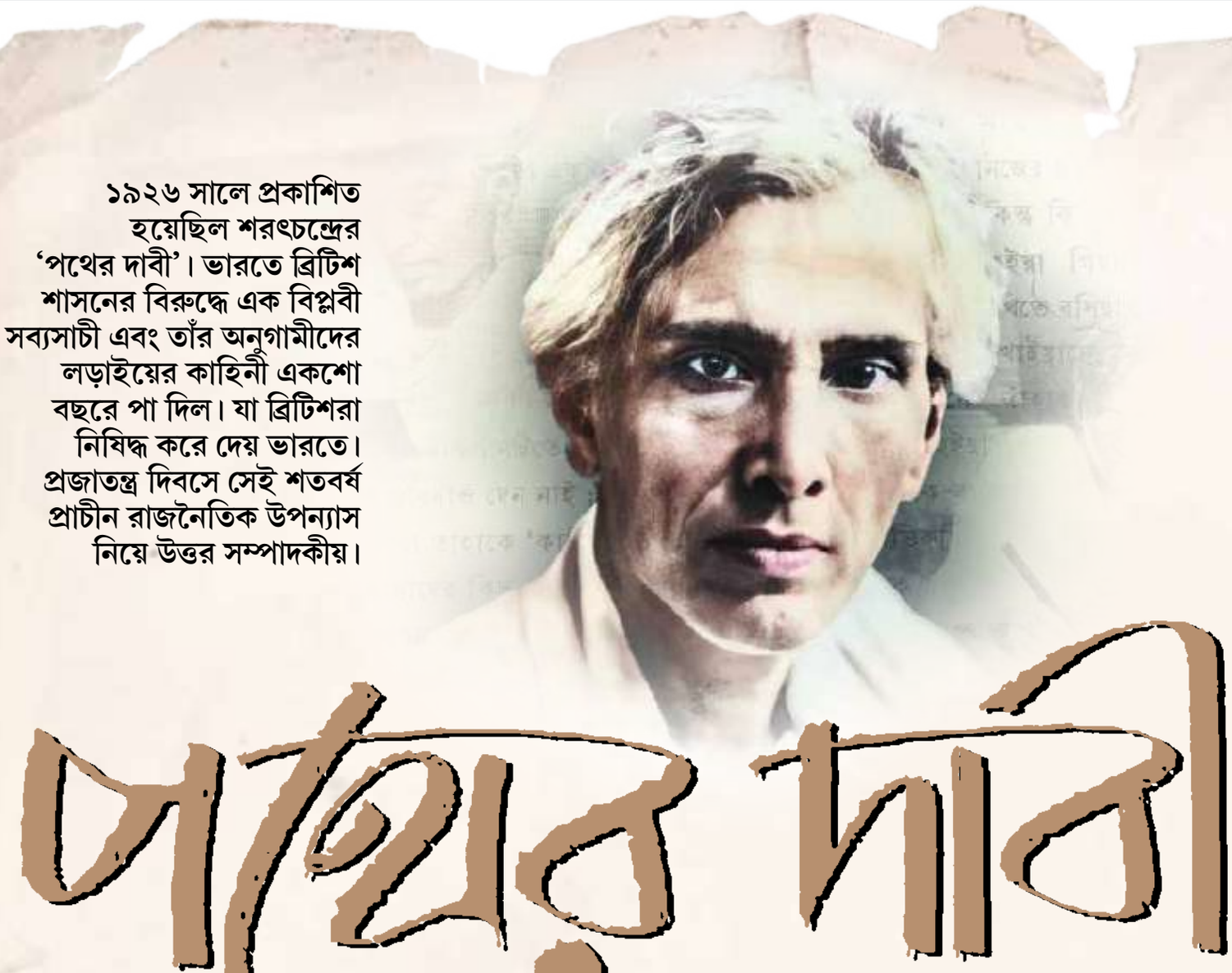

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী সব্যসাচী এবং তাঁর অনুগামীদের লড়াইয়ের কাহিনী একশো বছরে পা দিল। যা ব্রিটিশরা নিষিদ্ধ করে দেয় ভারতে। প্রজাতন্ত্র দিবসে সেই শতবর্ষ প্রাচীন রাজনৈতিক উপন্যাস নিয়ে উত্তর সম্পাদকীয়।

পথের দাবী একশোয় পা

সব্যসাচী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সূর্য সেন

সুস্মিতা সোম

‘ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু একাই আরম্ভ করেছিলাম ভারতী! আর বিদেশ? কিন্তু ভগবান, এইটুকু দয়া করেছেন মানুষের মর্জিমতো ছোট-বড় প্রাচীরের বেড়া তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারাকক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি জো রাখেননি। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙ্গিয়ে গেছে। এখন এক প্রান্তের অগ্নুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদারজী!

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস ডক্টর রেডি।’

পথের দাবী উপন্যাস এবং উপন্যাসের মূল বক্তব্য যে কয়টি ছোট মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়, সেইসব কারণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ শাসক বইটি বাজেয়াপ্ত করে। তাদের পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছিল- ‘Towards the end of the book the hero works himself upon a state of frenzy, throws away all restraints and preaches pure Bolshevism.’ এই যুক্তির উত্তর শরৎচন্দ্র আগেই দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের পাতাতেই। বলেছেন- ‘জনকতক কুলি মজুরের ভাল করার জন্য পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এমন করে এদের ভাল করা যায় না- এদের ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে।’ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, জ্ঞানহীন দেশের মানুষ, পথের কুকুর যেমন পথে জন্মে পথেই মরে, কেউ খোঁজ নেয় না, দুঃখ পাওয়ার মনটাকেও যাঁরা নিংড়ে শেষ করে দিয়েছে সেইসব সর্বহারা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই উপন্যাস।

সব্যসাচীর মতো শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সব্যসাচী তাই শশী কবিকে বলে- ‘প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক। এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।’ তার চাওয়ার মধ্যে ছিল স্বদেশি আন্দোলনের মহৎ কাজে যাঁরা অংশ নেবেন তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং মানবিকতায় পরিপূর্ণ একটি মন যেন থাকে। এই কারণেই তার আগের উপন্যাসগুলিতে তিনি রমেশ, বৃন্দাবন, বিপ্রদাসের মতো চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। যেন এদের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধগুলি রঙিন স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। এই শরৎচন্দ্র একসময় গান্ধিজিকে বলেছিলেন- ‘Achievement of freedom can only be done by soldiers not by spiders’.

সাহিত্য রাজনীতির দায়ভার কাঁধে নিতে বাধ্য, একথা তিনি শুধু বলতেন না, বিশ্বাস করতেন, শুধু বিশ্বাস করেই দায়িত্বমুক্ত হননি, তিনি মাঠে নেমেই কাজের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন- ‘আমি যখনই জেলের বাইরে থাকতাম, তখনই তাঁর কাছে যেতাম। দাদা একবার বলেছিলেন, হেম, আমার রিভলভারটা তুমি নিয়ে যাও। আমি উত্তরে বলেছিলাম, রিভলভার নয়, আমাদের অভাব গুলির। আমার কথা শুনে তিনি তখনই তাঁর বাড়িতে যত গুলি ছিল সবই দিয়েছিলেন। এমনি আরও কয়েকবার গুলি এনেছি।’ অন্যদিকে হিজলী জেলের রাজবন্দিরা শরৎচন্দ্রকে গোপনে শহিদের রক্ত মাখা জাতীয় পতাকা পাঠিয়ে বলেছিলেন- ‘শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক, বাংলার নবযুগের একজন শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী এবং এই তার সত্য পরিচয়। -তিনি বিপ্লবের যুগ প্রবর্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন সব্যসাচীর রথ সারথী।’

এইসব বিপ্লবীর জীবন থেকেই তিনি পথের দাবীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ-এর স্মৃতিকথা থেকে আরও জানা যায়, শরৎচন্দ্র নিজে এক সভায় তরুণদের বলেছেন, ‘আমি কোনও বিশিষ্ট একজনকে আদর্শ করে সব্যসাচী লিখিনি। এইরকম একটা লোক আসুক, যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে লড়াই করে যেতে পারবে। এটাই আমি চেয়েছি। সেই আদর্শটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমি বইটা লিখেছি। সব্যসাচী তোমাদের জন্য।’ উপন্যাস শেষে তাই দল ভেঙে যাওয়া নায়ক সব্যসাচী দুর্যোগপূর্ণ গভীর রাতে সরদারজীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় পাড়ি দেয় নতুন উদ্যমে আবার বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য।

স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন যখন বাংলাদেশের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে শেষ আঘাত হানার অপেক্ষায় দিন গুনছে, তখন পথের দাবী বইটি এই ধিকিধিকি আগুনকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পরিণত করেছিল। সব্যসাচী একদিকে যেমন বলে- ‘শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তাজুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে। তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি।’ সব্যসাচী ভারতীকে আরও বলে- ‘বাঁধা গরুকে অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেছ ভারতী? সে দাঁড়িয়ে মরে, তবু জীর্ণ দড়িখানা ছিঁড়ে মালিকের শান্তি নষ্ট করে না।’

অন্যদিকে, এই সব্যসাচীই পুলিশের কাছে বিপ্লবীর নাম বলে দেওয়া অপূর্বকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে ভারতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলে- ‘আমি বাঁচাতে গেলাম অপূর্বকে? আমি বাঁচালাম তোমার আর অপূর্বকে ভিত্তি করে ভালোবাসার যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে।’

শরৎচন্দ্র নিজে যদিও বলেছেন, সব্যসাচী কোনও একজনের চরিত্রকে অনুসরণ করেনি, তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অবিচল বিশ্বাস ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ওপর। তিনি বলেছিলেন, ‘এই ভারতবর্ষের এত দেশ, এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট, বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এই একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত, সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ করা জীবন আর কই?’

বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে নানারকম তীব্র সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘এই সাধারণ মানুষটি তাঁহার জীবদ্দশায় কতখানি দেশোদ্ধার করিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু যে অসাধারণ চরিত্রখানি তিনি দেশবাসীর অনাগত বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহা তার চেয়েও সহস্রগুণ বড়।’ ঠিক এমনি একটি অসাধারণ চরিত্রই পথের দাবীর সব্যসাচী।

গান্ধির নেতৃত্বে তখন ভারতজুড়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সেই সময় চৌরিচৌরায় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন পুলিশের মৃত্যু হয়। গান্ধি মিটিং করে আন্দোলন বন্ধ করে দিলেও পুলিশি অত্যাচারের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষও সেই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ফলে সবাই তখন বিপ্লবীদের কাছে থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

বিপ্লবীদের প্রতি এই সামাজিক বয়কট শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল। শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই সামাজিক বয়কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে হাওড়াতে সমস্ত মুক্ত রাজবন্দিকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন- ‘দেশের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্নমেন্ট এদের ভয় করে। কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাঁদের ধ্বংসের মন্ত্র।’ শুধু তিনি বললেনই না, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তরুণ প্রাণকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এর ফলে বিপ্লবের মরাগাঙে যে ঢেউ উঠল সেখানে পরপর ঘটল ব্রিটিশের বুকে কাঁপন ধরানো একাধিক ঘটনা। যেমন, লালবাজারে টেগার্টকে হত্যা করার প্রচেষ্টা, বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান। ইউরোপিয়ান ক্লাব দখলের অভিযান, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করা, ঢাকার আইবিকে গুলি করা- এইরকম একাধিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড।

চারুবিকাশ দত্ত ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি লিখেছেন, ‘শরৎচন্দ্রের পথের দাবী যখন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন চট্টগ্রামের বিদ্রোহী নেতা সূর্য সেন ও আমি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের গ্রেপ্তার এড়াইয়া পলাতক জীবন যাপন করিতেছি... পথের দাবীর সব্যসাচীর চরিত্র ও জীবন আমাদের সেদিনের পলাতক জীবনের উপর গভীর রেখাপাত করে।... পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমরা যখন ইহার গুণাগুণ লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত হইতাম, তখনও সূর্যবাবুর ধ্যান ভাঙিত না। সব্যসাচীর বিপ্লবী চরিত্রের এই অনুধ্যান করিতে সূর্য সেনকে সেদিন দেখিয়াছি।’

শরৎচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে ব্যথিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সেদিন বলেছিলেন- ‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণে ভারতবর্ষের সাহিত্য গগন থেকে উজ্জ্বলতর একটি নক্ষত্র অপসৃত হয়ে গেছে। বহু বৎসর ধরে তাঁর নাম বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত। শরৎচন্দ্র যদি সাহিত্যিক হিসাবে বিরাট হন, তিনি বোধহয় দেশপ্রেমিক হিসাবে বিরাটতর।’

(লেখক সাহিত্যিক। মালদার বাসিন্দা)

রাজনৈতিক উপন্যাস বলেছে মানুষের কথাই

শৌভিক রায়

সাহিত্যগুণ তেমন নেই বলে উপন্যাসটিকে প্রকাশ করতে চাননি স্বয়ং লেখক। কিন্তু কথা শোনেননি প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেই থেমে থাকেননি তিনি। উপন্যাসের শেষ কিস্তির পর, ১৯২৬ সালে, কটন প্রেস থেকে, মলাটবন্দি হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’।

প্রকাশের পরেই ‘পথের দাবী’ ঘুম কেড়ে নিয়েছিল তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের। যদিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় কেন লেখাটি তাদের নজরে এল না, সেটি আজও বিস্ময়। হয়তো উত্তাল সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় ‘উত্তেজক’ উপন্যাসটি নজর এড়িয়ে গিয়েছিল সরকার বাহাদুরের। কিন্তু প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট নড়েচড়ে বসেছিলেন। মূলত তাঁর উদ্যোগে ‘পথের দাবী’ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় বই।

সময়ের রসিকতা বোধহয় এমনই। যে বই নিয়ে শরৎচন্দ্র নিজে আগ্রহী ছিলেন না, সেটিই অন্যতম ‘বেস্ট সেলার’ হয়েছিল। অনেকে ভাবতে পারেন, বিতর্কিত, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি বলেই বোধহয় এমনটা। কিন্তু সেটা কখনও মূল কারণ নয়। আসলে, এই উপন্যাসে অমর কথাশিল্পী যেভাবে অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তাতে এটাই হত।

সূর্য সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশনায়কের আদলে সৃষ্ট, উপন্যাসের নায়ক, সব্যসাচী ছিলেন পরাধীনতার শিকল ভাঙবার মূর্ত প্রতীক। শুধু তাই নয়। সাধারণ মানুষের অবদমিত ইচ্ছেও ফুটে উঠেছিল তাঁর মধ্যে দিয়ে। আসলে আমরা প্রত্যেকেই কোনও কোনও সময় অতিমানব হতে চাই। আমাদের ক্রোধ, হতাশা, আপস সবকিছু নিয়ে এই যে অতি সাধারণ জীবন, সেখান থেকে মুক্তি পেতে চাই। বাস্তবে সেটা কখনোই সম্ভব নয় জানি। তবু মনের গভীরে সেই ইচ্ছে পুষে রাখি। আর সেটিই যেন বাস্তব হয়ে ওঠে কখনও সিনেমার পর্দায় বা উপন্যাসের নায়কের হাত ধরে। সেই অর্থে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও ‘পথের দাবী’ অত্যন্ত আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক।

কেননা আমাদের পথের দাবী মেটেনি। এক্ষেত্রে পথ বলতে জীবনের পথকেই বোঝাচ্ছি। উপন্যাসের নামকরণে এটুকু রূপক রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। আজ যদি নিজেদের দিকে তাকাই, তবে সব্যসাচীর সেদিনের রাষ্ট্র থেকে, বর্তমান রাষ্ট্রের খুব কিছু ফারাক দেখি কি? যে শোষণ, অপমান, লাঞ্ছনা সেই পরাধীন দেশে ছিল, তার চাইতে বোধহয় খুব কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যাদের কঠিন সংগ্রামে দেশে মুক্তিসূর্য উঠেছিল, তাঁদের আমরা ভুলে গিয়েছি। যারা আজ ক্ষমতার অলিন্দে, তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা কিন্তু সব্যসাচীর মতো সেইসব মহাপ্রাণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে। সাধারণ মানুষ সেদিনও শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়নি, আজও নয়। আজও পথের দাবী তুললে রাষ্ট্রের খাঁড়া নেমে আসে। বলিষ্ঠ লেখনীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় আদিবাসীদের স্বভূমি। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে ক্রমাগত চলে অত্যাচার। কৃষক জমি হারায়, শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, বিনা নোটিশে লক আউট হয়, ছিনিয়ে নেওয়া হয় ন্যূনতম অধিকারটুকু। এমন নয় যে, স্বাধীনতার সুফল কিছুই পাইনি। কিন্তু সেটা হয়তো উনিশ-বিশ। তাই আজও বহু বরিষ্ঠ মানুষ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চাপা গলায় বলেন, ‘এর চেয়ে ইংরেজ আমল বোধহয় বেশি ভালো ছিল।’

এই দ্বন্দ্ব কিন্তু উপন্যাসের পরতে পরতে। দেখতে পাচ্ছি, উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র অপূর্ব সাধারণ একজন মানুষ। সব্যসাচী তাকে আকর্ষণ করলেও সে দোটানায় ভোগে। আসলে পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নতুন কিছু আনতে হলে যে সাহস ও মানসিকতা দরকার সেটি সাধারণদের থাকে না। তারা গড্ডলিকা প্রবাহে চলতেই অভ্যস্ত। বিশেষ করে পরাধীন দেশের নাগরিকদের কোনও কিছুই যেন স্পর্শ করে না। তাদের কাছে বিপ্লব, স্বাধীনতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সবই এক। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই প্রান্তিক মানুষকে সেভাবে পাওয়া যায় না।

সব্যসাচীর ভাবনা এখানেই। কেন সমাজের এই শ্রেণি স্বাধীনতার অর্থ বুঝবে না, কেন শুধুমাত্র উঁচুতলার মানুষই সবকিছু কুক্ষিগত করে থাকবে। উপন্যাসের একশো বছর পরেও একই চিত্র। রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক সুযোগসুবিধে, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি নিয়ে আজও সাধারণ মানুষের অবস্থান প্রমাণ করে, তাদের সত্যিই কিছু যায় আসে না। আর এই ফাঁকে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে ছড়ি ঘোরায় তথাকথিত এলিট সমাজ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আমলের থেকে, এই আমলের তাই বোধহয় বিশেষ পার্থক্য নেই।

আসলে মহান লেখকরা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রক্তকরবী’-তে সেই কবে শিল্পবিপ্লবের কুফল সম্পর্কে বলে গিয়েছিলেন। আজ আমরা সেটা বুঝতে পারছি। একইভাবে প্রান্তিক মানুষের অবস্থান বুঝতে ‘পল্লীসমাজ’-এর লেখক শরৎচন্দ্রের বেশি সময় লাগেনি। সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা আজও এক।

পথের দাবীর নিবিড় পাঠ দেখায় যে, ‘উপন্যাসে তিনটি অভিযোগ রয়েছে- শিল্প শ্রেণির নিপীড়ন, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও তার শিল্পপতিদের নিজেদের লাভের জন্য এশিয়ার সম্পদ লুট করার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।’ পাশাপাশি, নারীদের পথের দাবীও চোরাস্রোতের মতো বয়ে চলেছে উপন্যাসে। কাঙ্ক্ষিত সেই নারী স্বাধীনতা কিন্তু আজও আসেনি। গৃহের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে সেদিনের মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া সহজ ছিল না। তবু সুমিত্রা, ভারতী প্রমুখের মতো চরিত্র আমরা দেখি উপন্যাসে। তাদের অর্গল ভাঙা শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের বিরুদ্ধেও। যেভাবে দীর্ঘদিন ভারতীয় নারীদের পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে অনেক দূরে তাদের অবস্থান। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের পরেও সেদিনও তারা যোগ্য মর্যাদা পাননি। আজও পিছিয়ে আছেন। আসলে এই দেশে খুব সহজেই নারীদের পিছিয়ে রাখা যায়। ব্যবহার করা যায় যেভাবে খুশি।

রাজনৈতিক উপন্যাস হয়েও ‘পথের দাবী’ আসলে সাধারণ মানুষের কথাই বলেছে। তাদের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, আশা, হতাশা, প্রত্যাশা, মুক্তি, আলো আর অন্ধকার ফুটে উঠেছে নিপুণ শিল্পীর দক্ষ হাতে। ক্ষমতার হস্তান্তর হলেও, পথের দাবী আজও এক... অন্তত একশো বছরের খণ্ডিত সময় জুড়ে। বরং আজ সব্যসাচীর বড্ড অভাব। অপূর্বর মতো দোলাচলে থাকা মানুষের ভিড়ে, তিনি হয়তো লুকিয়ে আছেন। এই আশা নিয়েই পথ চলা। কেননা ‘আমরা সবাই পথিক। মানুষের মন্যুষত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে চলব।’ উপন্যাসের এই কথাগুলি শতবর্ষ পার করে, আজও একইরকম প্রাসঙ্গিক।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

লহ গৌরাঙ্গের নাম রে... *শিলিগুড়ির রাজপথে সুর তুলছেন ভক্ত। সূত্রধরের ক্যামেরায়।*

যত কাণ্ড মেডিকেলে

সরকারি জমিতে নেতার গ্যারাজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় এক নেতার বিরুদ্ধে সরকারি জায়গা দখল করে গ্যারাজ তৈরির অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। লেবার রুমে যাওয়ার রাস্তায় ডানদিকে বেহাল পার্কের পাশে টিন দিয়ে ঘিরে ওই গ্যারাজ গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে এক তৃণমূল নেতা নিজের গাড়ি রাখেন বলে অভিযোগ। প্রভাবশালী ওই নেতা ঠিকাদারির সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পান না বলে খবর। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'কে গ্যারাজ বানিয়েছেন, জানা নেই। বিষয়টি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখব।'

মেডিকেলের কোয়ার্টারে প্রবেশের মুখে রাস্তার পাশে ওই গ্যারাজ সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। সেটি টিন দিয়ে ঘেরা, মেঝে পাকা। গ্যারাজ আয়তনে এতটাই বড় যে দুটো চারচাকার গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি রাখা যাবে। দুটি বড় তালা ঝুলিয়ে তা বন্ধ করে রাখা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা নিজের সুবিধার জন্য গ্যারাজটি বানিয়েছেন। মেডিকেল ঘুরে দেখলে কোয়ার্টারগুলির সামনে বাঁশ ও টিনের শেডও মিলবে দু'চারটে। যেগুলির চারিদিক খোলা। তবে, ওই নেতার গ্যারাজের চারদিক ঘেরা রয়েছে। মেডিকেল চত্বরে এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

কিন্তু মেডিকেলের কর্তারা সবকিছু দেখেও যেন না দেখার ভান করে চলেছেন বলে অভিযোগ। সরকারি জায়গায় এভাবে গ্যারাজ নির্মাণের বিরোধিতা করেছে বিজেপি। দলের মেডিকেল মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ বলেন, 'এভাবে সরকারি জায়গায় গ্যারাজ তৈরি করা যায় না। যে-ই তৈরি করুক না কেন, মেডিকেল কর্তৃপক্ষের উচিত এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা। নইলে বাকিরাও এমন করার সাহস পেয়ে যাবেন।'

এর আগে মেডিকেলের জায়গা দখল করে বাজার বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চত্বরে আরও একটি বাজার গজিয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে গ্যারাজের বিষয়টি সামনে এল।

এই গ্যারাজ ঘিরেই বিতর্ক।

কী অভিযোগ

- মেডিকেলের কোয়ার্টারে প্রবেশের মুখে রাস্তার পাশে ওই গ্যারাজ সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে
- সেটি টিন দিয়ে ঘেরা, মেঝে পাকা
- আয়তনে এতটা বড় যে দুটো চারচাকার গাড়ি অনায়াসে রাখা যাবে
- দুটি তালা ঝুলিয়ে গ্যারাজ বন্ধ করে রাখা রয়েছে
- সেখানে এক তৃণমূল নেতা নিজের গাড়ি রাখেন বলে অভিযোগ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে গজিয়ে ওঠা আরেকটি বাজার।

ফাঁড়ির পাশে অবৈধ বাজার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : একটা বাজার নিয়ে ভোগান্তির শেষ নেই। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া হিসেবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গজিয়ে উঠেছে আরও একটি বাজার। সেখানে স্টোভ, ছোট গ্যাস সিলিন্ডার জ্বালিয়ে রান্না চলছে। তৈরি হয়েছে টোটোর অবৈধ স্ট্যান্ডও। অথচ খুব কাছেই মনোরোগ বিভাগ, পুরোনো এমআরআই সেন্টার এবং চেস্ট অন্তর্বিভাগ। গা ঘেঁষে মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ি। তাতে থোড়াই কেয়ার। সকলের চোখের সামনেই বাজারে জাঁকিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'এটা পুলিশের দেখার কথা। আমরা বারবার পুলিশকে এই বাজারগুলি তুলে দেওয়ার জন্য বলছি। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ীদের তুলে দেয় ঠিকই, আবার এসে বসে পড়ে এরা।' মেডিকেলে আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকের পিছনের বাজার তুলে দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের প্রতিনিধিরা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনে এসে এই বাজার নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাজার তুলে দিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। বরং সেখানে হোটেল, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে স্টেশনারি জিনিসের দোকান দিব্যি চলছে। মেডিকেলে মাঝেমধ্যেই এসি মেশিনের তার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয়। মাদকাসক্তরাই এসব করছে বলে তাঁদের অভিযোগ। দ্রুত এই বাজার তুলে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ডাঃ শাহরিয়ার আলম।

কিন্তু এরই মধ্যে মনোরোগ বিভাগ এবং পুরোনো এমআরআই সেন্টারের সামনে নতুন করে বাজার তৈরি হয়েছে। কী নেই সেই বাজারে? চা, বিস্কুটের দোকান থেকে শুরু করে আখের রস, জল, রুটি-তরকারি, বেকারি বিস্কুট, পাউরুটি সমস্ত কিছু এখানে পাওয়া যায়। আবার এখানে টোটোস্ট্যান্ডও তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি টোটো এখান থেকে যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে। রীতিমতো স্টোভ এবং ছোট গ্যাস সিলিন্ডার জ্বালিয়ে সমস্ত কিছু রান্না হচ্ছে। এই বাজার থেকে যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে বলে মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরা দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পাশেই অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি রয়েছে। এভাবে কোনও মেডিকেলের ভিতরে বাজার থাকা উচিত নয়। আমি বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পুলিশও মাঝেমধ্যে বাজার তুলে দেয়, কিন্তু ফের বাজার বসছে।' পুলিশও জানিয়েছে, এই বাজারে নিয়মিত অভিযান চালানো হয়। একবার তুলে দিলে ফের পরদিন এসে বসে।

গ্রেপ্তার ভাইপো

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জানুয়ারি : জামতারার কায়দায় অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে চটহাটে গড়ে তোলা অপরাধের সাম্রাজ্যের মূল পান্ডা মহম্মদ সইদুলের ভাইপোকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত আনোয়ার আলি চটহাটের হাগুরাগছের বাসিন্দা। এতেদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর শনিবার রাতে ঘরে ফিরতেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যায় পুলিশ। এরপর বাড়িতে হানা দিয়ে আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

গতবছর ২৮ মে সইদুলের কারবারের খোঁজ পেয়ে চটহাটে অভিযান চালায় পুলিশ। এরপর আট মাস পেরিয়ে গেলেও কিংপিন সইদুল এখনও ফেরার। তার এক শাগরেদ আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে। এরপর আরও অনেকের নাম জানতে পারে পুলিশ। তবে বেশিরভাগই গ্রেপ্তারির ভয়ে গ্রামছাড়া। তাদেরই মধ্যে একজন ছিল সইদুলের ভাইপো। ইতিমধ্যেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সইদুল কোথায় রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষ বলেছেন, 'ওই কাণ্ডে জড়িত মূল অভিযুক্ত কোথায় রয়েছে তা জানতে ভাইপোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

গত বছর চটহাটে অভিযানের সময় দুটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় হাজারখানেক পাসবই, চেকবই, এটিএম কার্ড, সিম কার্ড উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেদিনই গ্রেপ্তার হয় সইদুলের শাগরেদ অনিল গোপ। এরপর ওই ঘটনায় কয়েক হাজার কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য সামনে আসে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : কালাগছ ইয়ং স্টার ক্লাবের রজত জয়ন্তী পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। কালাগছ আলোড়নী সংঘের মাঠে শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের পরিবেশনা দেখতে শীত উপেক্ষা করে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে।

স্লুইস গেট ভাঙা, জল জমে নষ্ট ফসল

নকশালবাড়ি, ২৫ জানুয়ারি : কৃষিনালা ও স্লুইস গেট ভাঙার ফল ভুগছেন প্রায় কয়েকশো চাষি। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের 'কিলারামজোত তোতারামজোত পিসিসি ক্যানাল'-এর কৃষিনালার একাংশ ভেঙে যাওয়ায় বিপাকে স্থানীয় কৃষকরা। অভিযোগ, কিলারামজোত ওয়াটার রিজার্ভার প্রকল্পের ঠিক পাশে ক্যানালের কংক্রিটের নালা ক্ষতিগ্রস্ত। ক্যানালের অদূরে বাতারিয়া নদীর স্লুইস গেটটিও পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে অকেজো। ইরফান খান নামে কিলারামজোতের এক কৃষকের দাবি, 'নির্মাণকাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তৈরির ছয় মাসের মধ্যেই ভেঙে যায়। তারপর বারবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে ডেপুটেশন আকারে জানানো হয়েছে। তাতে অবশ্য কিছু হয়নি।'

ক্যানালের জল আশপাশের জমিতে ঢুকে জমে থাকছে। অন্যদিকে, সেচের জল না পেয়ে প্রায় দেড়শো একর জমিতে কৃষিকাজ করা চাষিরা বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ, সুযোগ বুঝে জমি হাঙরদের নজর পড়েছে সেখানে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কৃষকদের স্বার্থে জলসেচ ব্যবস্থাকে আরও ভালো করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে প্রায় কোটি টাকা ব্যয় করেছিল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। ২০১৯ সালে বাতারিয়া নদীর ওপর কিলারামজোত থেকে ঝাপুজোত পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাকা ক্যানাল তৈরি হয়। অভিযোগ, ক্যানালের একটি অংশ অর্থাৎ যেটা তোতারামজোত, কিলারামজোত ও কালুয়াজোতে

কী পরিস্থিতি

- বাতারিয়ার ওপর প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানাল নির্মাণ হয় ২০১৯ সালে
- অভিযোগ, ক্যানালের কৃষিনালার একটি অংশ ভেঙে বিপাকে চাষিরা
- বাতারিয়া নদীর স্লুইস গেটটিও অকেজো পাঁচ বছর ধরে
- ক্যানালের জল ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আশপাশের জমি, আনারস বাগানে ঢুকে ক্ষতি করে
- অন্যদিকে, সেচের জল না পেয়ে বিরাট পরিমাণ জমি অনাবাদি জমিতে পরিণত

কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করা হত, সেটা ভাঙার পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়েছে।

বর্ষায় ক্যানালের জল ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ধানখেত, আনারস বাগান, আলু সহ অন্য সবজির খেতে জল জমায় নষ্ট হচ্ছে ফসল। এর উলটো ছবিও রয়েছে। জল না পেয়ে তোতারামজোত, দয়ারাম, কিলারাম, কালুয়া সংসদের কয়েকশো কৃষকের জমি কার্যত অনাবাদি জমিতে পরিণত হয়েছে। তোতারামজোতের বাসিন্দা বুধু সাউরিয়া বললেন, 'ক্যানালের একটি অংশ ভেঙে যাওয়ায় আমাদের এলাকার কৃষিজমিগুলোতে জল সরবরাহ বন্ধ। আগে এক জমিতে তিনবার ফসল চাষ করতাম। এখন শীতকালে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ।'

প্রকল্পের পাশেই বাড়ি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বার। তাঁর যুক্তি, 'এই প্রকল্পটি মেরামত করতে হলে বিশাল অঙ্কের ফান্ড প্রয়োজন। তাই শিলিগুড়ি মহকুমার সেচবিভাগকে খুব তাড়াতাড়ি চিঠি দেব।' এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের দাবি, 'ওই সেচনালার কথা আমার জানা নেই। তবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছ থেকে শুনে মেরামতের ব্যবস্থা করব।'

পিছুধাওয়া করে গ্রেপ্তার তিন

সংশোধনাগারে বসেই গোরু চুরির ছক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ওদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছিল। কেউ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত, কাউকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে চুরির ঘটনায়। পুলিশের হাতে পাকড়াও হওয়ার পর জলপাইগুড়ি জেলা সংশোধনাগারে ঠাঁই হয় প্রত্যেকের। সেখানে একে অপরের সঙ্গে পরিচয়। ধরা পড়েছে বটে, তবে ভবিষ্যৎ চিন্তাও তো রয়েছে। ছাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে কীভাবে দিন কাটবে? সংসার চালানোর টাকা আসবেই বা কোথা থেকে? সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ওরা গোরু চুরির ছক কষে ফেলেছিল। তারপর পরিকল্পনামতো একে একে সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শুরু হয় নতুন কারবার। এ যাত্রাও অবশ্য লম্বা হল না।

শুক্রবার রাতে কাওয়াখালির রাস্তা দিয়ে চটহাট মোড় পর্যন্ত একটি মডিফাই করা গাড়ির (পিকআপ ভ্যানকে মডিফাই করা হয়েছে। সেটার খোপের ভেতরে গোরু রাখা যায়) পিছুধাওয়া করে অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে শাহাজাদ আলি শিকারপুর, গুড্ডু যাদব রাজগঞ্জের বাবুপাড়া এবং শংকর মাহাতো কাওয়াখালির বিধানপল্লির বাসিন্দা। চুরি করা দুটো গোরু গাড়িটি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিন ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ।

তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চতুর্থ সদস্যের পরিচয় জানতে পেরেছেন। তার বাড়ি আমবাড়িতে। পকসো মামলায় বছরখানেক আগে ওই ব্যক্তির ঠাঁই হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা সংশোধানাগারে। গোরু চুরিতে ব্যবহৃত গাড়িটি ওই চতুর্থজনের। গোরু চুরির পর সেগুলো কোথায় বিক্রি হবে, নিয়ে যাওয়া হবে কোন পথে, ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি সবকিছু সে দেখাশোনা করত।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। জানা গেল, চুরি করা গোরুগুলো স্থানীয় হাটের পাশাপাশি পাচার করা হত অসমে। রাত গভীর হতেই ধৃত তিনজন বিশেষ গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত চুরির উদ্দেশ্যে। খোলা জায়গায় থাকা গোরুগুলো ছিল টার্গেট। কখনও পরিবহণনগর, কখনও কাওয়াখালি এলাকা থেকে চুরি করত অভিযুক্তরা। দিনকয়েক আগে পরিবহণনগরের আশপাশের বাসিন্দারা এব্যাপারে মাটিগাড়া থানায় একটি গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগানো হয়। রাতে টহলদারির সময় পুলিশ সন্দেহভাজন গাড়িটি দেখতে পায়। এরপরই পিছুধাওয়া করে যাবতীয় রহস্যের পর্দা ফাঁস হয়।

'ক্যাচ কট কট'

- বিভিন্ন অভিযোগে ধৃত চারজন সংশোধনাগারে বসে ফন্দি আঁটে
- একে একে ছাড়া পাওয়ার পর কারবার শুরু
- খোলা জায়গায় থাকা গোরুগুলোকে টার্গেট করত চোরেরা
- রাতে বিশেষভাবে তৈরি গাড়ি নিয়ে বেরোত তিনজন
- ওরা প্রত্যেকে ধৃত, চতুর্থজনের খোঁজ চলছে

ধৃত তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জানুয়ারি : তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে শনিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত তরুণ চটহাটের বাসিন্দা। অভিযোগ, গত ৩ নভেম্বর ওই তরুণ তার শ্যালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এরপর পরিবারের তরফে ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপরেই গা ঢাকা দেয় তরুণ। সে এলাকায় ফিরতেই গোপন সূত্রে খবর যায় পুলিশের কাছে। তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্কুল ক্রীড়া

চোপড়া, ২৫ জানুয়ারি : চোপড়া নর্থ সার্কেলের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল শনিবার। সোনাপুর, চোপড়া এবং হাপতিয়াগছ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প সহ একাধিক ইভেন্ট ছিল প্রতিযোগিতায়। ২৯ জানুয়ারি সদর চোপড়ায় সার্কেল স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আর্জি জানাতে লম্বা লাইন

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৫ জানুয়ারি : মাঝে মাঝে খুললেও তা কাজে আসছিল না। যে কারণে বলা যায় প্রায় এক বছর ধরে বন্ধ ছিল পোর্টাল। ফলে দুয়ারে সরকার শিবির নতুন করে চালু হতেই ভিড় জমালেন মহিলারা। সকলেই নাম তুলতে চান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে। ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, দু'দিনে শিবিরে এই প্রকল্পে আবেদন জমা পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পোর্টালে সমস্যা চলছিল। মাঝে কয়েকবার ঠিক হলেও সেভাবে কাজ করা যায়নি। তাই এবারের দুয়ারে সরকার শিবিরে এই প্রকল্পে মহিলাদের অনেক আবেদন জমা পড়ছে।'

রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে ইসলামপুর ব্লকেও শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর ব্লকে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৬২টি শিবির সম্পূর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে চারটি মূল শিবির এবং বাকি ৫৮টি বুথস্তর ও মোবাইল শিবির। শিবিরগুলিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আবেদনের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো। পাশাপাশি গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে যেসব মোবাইল শিবির করা হচ্ছে, সেখানেও মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আবেদন করছেন। এই আগ্রহের মূলে যে দীর্ঘদিনের পোর্টাল সমস্যা, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, পোর্টাল সমস্যার জন্য যাঁদের ২৫ বছর হয়ে গিয়েছিল, তাঁরাও আবেদন করতে পারছিলেন না। এবার তাঁরা শিবিরের লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন।

পণ্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যমুনারানি সরকার বলেন, 'প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য মহিলাদের বয়স ২৫ বছর হতে হয়। পোর্টালে সমস্যা থাকার কারণে ২৫ বছর বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আবেদন করতে পারছিলেন না অনেক মহিলা। যা নিয়ে অনেকে আমাদের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তবে এবার দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদন করার সুযোগ পেয়ে তাঁরা সেখানে ভিড় করছেন।'

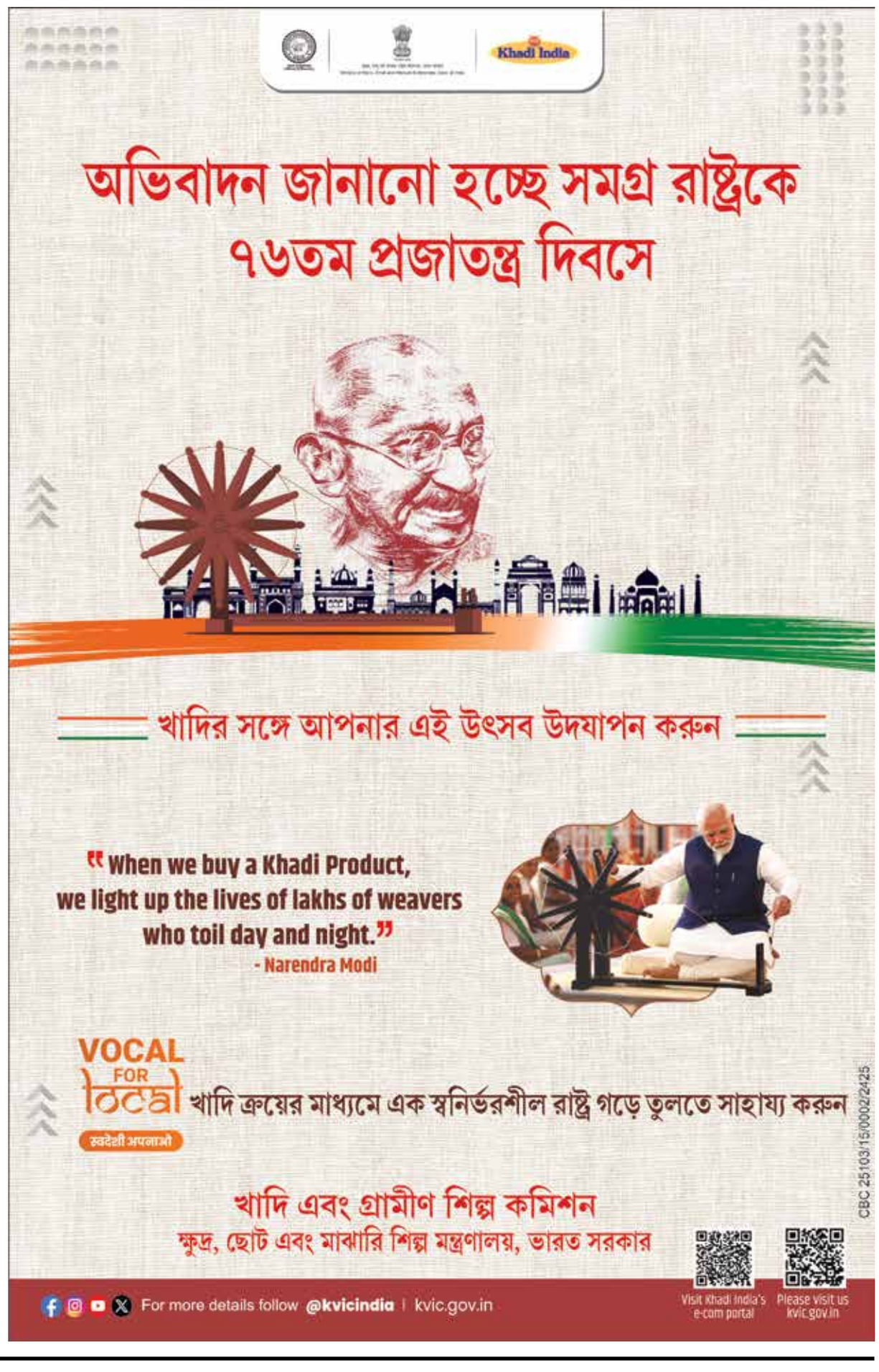

সাজ্জাক কাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি এপিডিআরের

‘এনকাউন্টার নয়, পরিকল্পিত খুন’

অরুণ ঝা ও আশরাফুল হক

কিচকটোলা (গোয়ালপোখর), ২৫ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়া শুটআউটে মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমের ‘এনকাউন্টার’ আসলে পরিকল্পনামাফিক ‘খুন’। এমনই দাবি করল মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস (এপিডিআর)। শনিবার এপিডিআরের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কিচকটোলা সীমান্তে আসে। তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলেন। এদিন ছোট সোহার গ্রামে সাজ্জাকের বাড়িতেও যান সংগঠনটির সদস্যরা। তাঁরা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ রাজ্য

কিচকটোলায় এনকাউন্টারস্থলে এপিডিআরের প্রতিনিধিদল। শনিবার।

পুলিশের ডিজি’র ‘চারগুণ গুলি চালাব’ মন্তব্য টেনে আনেন। যদিও এপ্রসঙ্গে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস স্পষ্ট বলছেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্তকিছু হয়েছে।’

পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল সাজ্জাক। সেই ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য। এরপর ডিজি’র হুঁশিয়ারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তার। সাজ্জাকের ‘এনকাউন্টারের’ দিনই এপিডিআর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এদিনও শেরওয়ানি নদীর কিচকটোলা সেতুতে দাঁড়িয়ে এপিডিআরের প্রতিনিধিদল সরব হয়।

সংগঠনের সহ সম্পাদক আলতাফের প্রতিক্রিয়া, ‘ঘটনাস্থল ঘুরে আমাদের মনে হচ্ছে, সাজ্জাককে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। সেতু থেকে এত দূরে সাজ্জাকের শরীর লক্ষ্য করে সঠিক নিশানা নিয়েও প্রশ্ন আছে।’ আলতাফের যুক্তি, ‘যত বড় অপরাধী হোক না কেন, বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেই তার সাজা হওয়া উচিত। পরিবারের সদস্যরা সাজ্জাকের এমন মৃত্যু মানতে পারছেন না। পুলিশ অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে। এই এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’

সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়শ্রী পাল বলেছেন, ‘একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। পুলিশ চাইলেই সাজ্জাককে ধরতে পারত। আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।’ এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির অপর সদস্য মিঠুন মণ্ডলও।

তবে বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাকের পুলিশকর্মীদের গুলি করে চম্পট দেওয়ার বিষয়ে এপিডিআরের সদস্যরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এপ্রসঙ্গে তাঁরা নীরব কেন, সাধারণ মানুষ এই প্রশ্ন তুলছে।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের বক্তব্য, ‘অনেকে অনেক কথাই বলবে। সিআইডি ঘটনার তদন্ত করছে। আমরা সুপ্রিম কোর্ট এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্ত পদক্ষেপ করেছি।’

তথ্য সহায়তা : বরুণ মজুমদার

নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় পুলিশ সুপার। শনিবার।

পাঞ্জিপাড়া কাণ্ড আই ওপেনার

‘লোকাল সোর্স’ বাড়ানোর নির্দেশ পুলিশ সুপারের

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৫ জানুয়ারি : পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি এবং তারপর ‘এনকাউন্টার’-এর ঘটনা নিয়ে চর্চা অব্যাহত। ওই ঘটনা পুলিশের জন্য একরকম ‘আই ওপেনার’। কাজে গাফিলতির জন্য চার পুলিশকর্মীকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হয়। দেখা যায়, অভিযুক্তদের ধরতে সহযোগী হয় ‘লোকাল সোর্স’। সমস্তটা দেখে ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসেছে ইসলামপুর পুলিশ। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নজরদারি বাড়াতে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামে গিয়ে নীচুতলার পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছেন পুলিশ সুপার।

শনিবার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছেন ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি কীভাবে নিজ নিজ জায়গায় আরও বেশি করে নজরদারি বাড়ানো যায়, পুলিশকর্মীদের সেই বার্তা দিয়েছেন তিনি।

পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় পুলিশের গাফিলতির বিষয়টি সামনে এসেছিল। একজন বাংলাদেশ থেকে এল। তারপর অপরাধ করে ধরা পড়ার পর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে গেল। সেই আগ্নেয়াস্ত্রের শিকার হল খোদ পুলিশ। এতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, পুলিশের কি তাহলে ‘লোকাল সোর্স’-এর অভাব? তারা আগাম খবর পেল না কেন? ‘এনকাউন্টার’-এ মৃত সাজ্জাক যদি অনায়াসে এই কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাহলে পুলিশের নিজের নিরাপত্তার দায় কে নেবে? প্রশ্নগুলি যে এবার গুরুত্ব পেয়েছে, তারই প্রমাণ মিলল ইসলামপুরে উর্দিধারীদের সক্রিয়তা দেখে।

এমনিতে ইসলামপুরের একদিকে রয়েছে বাংলাদেশ, অন্যদিকে বিহার। ইসলামপুরে অপরাধ করে বিহারে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এর আগেও শোনা গিয়েছে। তবে এবার পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় বাংলাদেশির যোগ থাকায় পুলিশের কপালে চিন্তার ভাঁজ স্পষ্ট। তাই নীচুতলার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজখবর এবং এলাকার পরিস্থিতির দিকে আরও বেশি নজর দিতে চাইছেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা।

সক্রিয়তার বার্তা

- পাঞ্জিপাড়ার ঘটনায় পুলিশের গাফিলতির বিষয়টি সামনে আসে
- প্রশ্ন ওঠে, পুলিশের কি ‘লোকাল সোর্স’-এর অভাব
- ওই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসে ইসলামপুর পুলিশ
- সিভিক ভলান্টিয়ারদের এলাকায় আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তা

পুলিশ সুপারের কথায়, ‘এই কর্মসূচি আমাদের আগে থেকেই ছিল। তবে পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার পর আমরা বেশি করে সিভিক ভলান্টিয়ার স্তরে যোগাযোগ বাড়াচ্ছি। কারণ তাঁরা স্থানীয় লোক। তাঁদের কাছে এলাকার বিভিন্ন তথ্য থাকে। পুলিশের লোক হিসেবে তাঁরা যাতে সেইসব তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, সেই বিষয়ে বলা হয়েছে। নতুন কেউ ওপার থেকে এখানে চলে এলে সিভিকরাই আমাদের জানাতে পারবেন।’ এদিন ইসলামপুর, পণ্ডিতপোঁতা-১, মাটিকুন্ডা-১ এবং গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ সুপার।

প্রসূতির দেহ ময়নাতদন্তে চরম হয়রানির শিকার পরিবার

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : প্রসূতির মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করাতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হতে হল পরিবারকে। অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও পুলিশের সমন্বয়ের অভাবের জন্য এই হয়রানি হতে হয়েছে পরিবারকে। শনিবার প্রথমে মৃতার পরিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে ময়নাতদন্তের জন্য আবেদন জানাতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাদের জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা ময়নাতদন্তের আবেদন নিতে অস্বীকার করলে পরিবার জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়। সেখান থেকেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গ থেকে স্থানান্তরিত করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করালে হয়তো প্রসূতিকে বাঁচানো যেত, সেই আক্ষেপ করছে মাতব্বর পরিবার। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হোক কিংবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দুই জায়গার চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে যে সান্ত্বনা রায়ের (২৭) মৃত্যু হয়েছে, সেই অভিযোগ তুলেছেন স্বামী উত্তম মাতব্বর। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সান্ত্বনা রায়ের পরিবার সরব হয়েছেন। জলপাইগুড়িতে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁকে নিষিদ্ধ করা স্যালাইন ও ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পোর্টেবল ডায়ালসিসি মেশিন না থাকায় ভেন্টিলেশনে তাঁর মৃত্যু হয়। উত্তম বলেন, ‘পরিকাঠামোর অভাব থাকায় ২৭ দিন লড়াই করে স্ত্রীকে মৃত্যুর কাছে হেরে যেতে হল। কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে যাতে স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করা যায় সেই জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে আবেদন করেছিলাম। উত্তরবঙ্গে থাকার জন্য হয়তো স্ত্রীকে নিয়ে যেতে বিশেষ কোনও সুবিধা পেলাম না। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও পাইনি।’ এদিন বিজেপির তরফে মৃতার পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের মানুষ বলেই কি সান্ত্বনা রায়কে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল না? মেডিকেলে পোর্টেবল ডায়ালিসিস নেই, এটা খুবই দুঃখজনক। খেলা, মেলায় রাজ্য সরকার টাকা খরচ করছে। কিন্তু মেডিকেল থেকে ১৪ লক্ষ টাকা ডায়ালিসিস মেশিন চেয়ে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা মঞ্জুর হল না। এটা সমাজের জন্য লজ্জার।’

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘যেহেতু শিলিগুড়িতে মারা গিয়েছেন সেক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত ওখানেই হবে। বাকি আইনি সহায়তা যা লাগবে আমরা এখান থেকে করে দেব।’

টুকি।। পুণ্ডিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন হাসিতা রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৈকুণ্ঠপুরে ধৃত দুই তরুণ

ভুয়ো নথিতে বিএসএফে যোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ভুয়ো নথি দাখিল করে বিএসএফের চাকরিতে যোগ দিতে এসে ধরা পড়ে গেল দুই তরুণ। বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ না মেলায় নথি যাচাই করেই নাম ভাঁড়িয়ে ওই তরুণ চাকরি করতে এসেছে সন্দেহ হয় বিএসএফের বৈকুণ্ঠপুরের আধিকারিকদের। জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে আসে আসল ঘটনা। যথারীতি ওই দুজনকে ভক্তিনগর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। শনিবার আদালতের মাধ্যমে দুজনকে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়ে চক্রের মূল মাথার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের ফতেহাবাদের একটি চক্রের যোগ পেয়েছে বিএসএফ। গোটা ঘটনায় বিএসএফের কনস্টেবল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও চক্র সক্রিয় থাকার প্রমাণ মিলল।

নথি দাখিল করলেই চাকরি সুনিশ্চিত, ধারণা ছিল রাজস্থানের বাসিন্দা রামু ও মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা জিতেন্দ্র সিংয়ের। সরকারি চাকরির জন্য ভুয়ো নথি তৈরিতে ওই চক্রটিকে রামু ১০ লক্ষ এবং জিতেন্দ্র ১২ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরে থাকা বিএসএফের ট্রেনিং সেন্টারে যাবতীয় পরীক্ষার সামনাসামনি হতেই তাদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু কী করে রামু এবং জিতেন্দ্র এখানে নিয়োগপত্র নিয়ে এল? বিএসএফ সূত্রে খবর, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাসিন্দা অজয় সিংকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। ওই নিয়োগপত্র অনুসারে তাঁর শুক্রবার এখানে আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। তাঁর পরিবর্তে ভুয়ো নিয়োগপত্র ও নথি নিয়ে ওই দুজন চলে আসে। একজনের পরিবর্তে দুজন আসায় বিএসএফ আধিকারিকদের সন্দেহ হয়। তারপরই আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। বেরিয়ে পড়ে আসল ঘটনা। এদিকে, পুলিশ রামু ও জিতেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে বিএসএফের নিয়োগপত্র ও তার যাবতীয় নথি কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই চক্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে অজয়। তার ভিত্তিতে ভুয়ো নথি তৈরি করে চক্রটি। এই চক্রের দুই মাথার নাম রবিন ও মহেন্দ্র সিং বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ।

নাম ভাঁড়িয়ে

- কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ভুয়ো নথি, নিয়োগপত্র
- নাম ভাঁড়িয়ে বিএসএফে যোগ দেওয়ার চেষ্টা দুই তরুণের
- নথি যাচাইয়ের সময় সামনে আসে আসল ঘটনা
- দুজনকে হেপাজতে নিয়ে চক্রের মাথা ধরতে তদন্ত শুরু পুলিশের

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে দুজন অজয় সিং পরিচয় দিয়ে ট্রেনিং সেন্টারে যাবতীয় নথি জমা করে। বায়োমেট্রিক পরীক্ষার সময় বিএসএফ আধিকারিকদের নজরে আসে অজয়ের বায়োমেট্রিক রেকর্ডের সঙ্গে ওই দুজনের বায়োমেট্রিক তথ্য মিলছে না। এরপর জিজ্ঞাসাবাদের সময় দুজন বুঝতে পারে, তারা পরস্পরকে না চিনলেও উত্তরপ্রদেশের ফতেহাবাদের ওই চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে রামু জানায়, ওই চক্রের সদস্য রবিনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। রবিনের সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা রফা হয়। জীতেন্দ্র জানায়, তার সঙ্গে মহেন্দ্র সিংয়ের যোগাযোগ হয়। রফা হয় ১২ লক্ষ টাকায়। টাকা দেওয়ার পরেই হাতে আসে যাবতীয় নথি। অজয় কেন তাঁর নিয়োগপত্র এবং শিক্ষাগত সংশাপত্র ওই চক্রের কাছে বিক্রি করল, তাও তদন্ত করছে পুলিশ।

সীমান্তে সতর্কতায় গ্রামবাসীকে গুরুত্ব

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জানুয়ারি : সতর্কতার বিষয়টি শুধুমাত্র সীমান্তরক্ষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়। এমনটাই মনে করছে বিএসএফ। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো হাটখোলায় গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করেছে বিএসএফ। সূত্রের দাবি, গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি বিএসএফের জওয়ানরা তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

ফাঁসিদেওয়ার উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ শুরু করেছিল বিএসএফ। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর বাধায় সে কাজ থমকে গিয়েছে। এরই মাঝে বেশ কয়েকটি এলাকায় কাঁটাতার কেটে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে বলে খবর। ফাঁসিদেওয়া থানায় এ নিয়ে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছে বিএসএফ। আর এতেই স্পষ্ট হচ্ছে, ওপারের দুষ্কৃতীরা বারবার এপারে আসার চেষ্টা করে চলেছে। সে কারণে সীমান্তে কাঁটাতারে কাচের বোতল ঝুলিয়ে দিচ্ছে বিএসএফ।

গত ১৭ জানুয়ারি এবং ১৮ ডিসেম্বর ফাঁসিদেওয়ার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়। তার আগেও একাধিকবার এই চেষ্টা হয়েছে। এদেশে চলে এলে স্থানীয় গ্রামেই আশ্রয় নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিএসএফ। তাই গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের সদা সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সন্দেহজনক কাউকে গ্রামে ঘুরতে দেখলে কিংবা অস্বাভাবিক গতিবিধি নজরে পড়লেই সরাসরি কর্তব্যরত জওয়ানদের খবর দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে বৈঠকে। স্থানীয় বাসিন্দা অজিত সিংহ বলেছেন, ‘বিএসএফকে সবরকমভাবেই সহায়তা করছি আমরা।’

পুরোনো হাটখোলায় এমনিতে পথবাতি কম। তাই অন্ধকারও বেশি। ফলে সবসময় নজর রাখাও মুশকিল বলে বিএসএফকে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। বিএসএফের তরফেও এ ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের গতিশীলতা নিয়ে হাজি হালিমা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দু’দিনের কর্মশালা শনিবার শেষ হল। এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষাবিদরা অংশ নিয়েছিলেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জেতা সংকীর্তায়ন, ভারতীয় চা পর্ষদের ডেপুটি ডিরেক্টর সুবীর হাজরা, ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের নেতা বিজয়গোপাল চক্রবর্তী সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। এই কর্মশালায় উত্তরবঙ্গের পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

রিসর্টে নজর

লাটাগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে কড়া নজরদারি চলছে লাটাগুড়িতে। প্রজাতন্ত্র দিবসে যে কোনওরকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। লাটাগুড়ির প্রবেশের বিভিন্ন পথে চলাচলকারী সমস্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলছে নাকা চেকিং। প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়েও তল্লাশি চলছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রদীপ রোশন দেশমুখ জানান, লাটাগুড়ির সমস্ত রিসর্টে বিশেষ নজরদারি রয়েছে।

রাস্তা যেন মরণফাঁদ

মহনন্দা নদী লাগোয়া রাস্তার ছবিটি তুলেছেন বাপ্পা রায়। শনিবার শিলিগুড়ির মহাকালপল্লিতে।

জাতীয় ভোটার দিবস পালন

বাগডোগরা, ২৫ জানুয়ারি : মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হল। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, এই উপলক্ষ্যে এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়েছে। ভোটারদের শপথবাক্য পাঠ, এপিক ডাউনলোড করানোর পাশাপাশি ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়া ৩ জন বিএলও এবং ৩ জন সুপারভাইজারকে পুরস্কৃত করা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নির্মাল্য ঘোষ সহ অন্যরা। এই কর্মসূচিকে ঘিরে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে স্পেশাল ডিউটিতে সিস্বা। শনিবার শিলিগুড়িতে।

স্টেশন, টার্মিনাসে তল্লাশি সিস্বার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : এ সিস্বা কিন্তু রণবীর সিং নয়। তবে এনার্জিতে ভরপুর ঠিক যেন কোনও অ্যাকশন সিনেমার নায়কের মতোই। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ডগ স্কোয়াডের সদস্য সিস্বাকে শনিবার সকাল থেকেই ডিউটিতে ব্যস্ত দেখা গেল। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে স্পেশাল ডিউটি। কনস্টেবল সৌমেন তালুকদারের সঙ্গেই কখনও সে ছুটে গেল সেবক রোডের শপিং মলে। কখনও আবার ছুটল বিধান মার্কেটে। শুধু মার্কেটগুলোতে তল্লাশি চালালেই তো হবে না। টার্মিনাস, রেলস্টেশনও রয়েছে। গ্লুকোজ, বিস্কুট খেয়ে তারজন্য থাকা আলাদা গাড়িতে করে সিস্বা চলল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর নিরাপত্তার বিষয়টা সুনিশ্চিত করে সে যখন পুলিশলাইনে ফিরছে, তখনও তারমধ্যে ক্লান্তির ছিটেফোঁটা নেই।

ল্যাব্রাডর প্রজাতির সারমেয় সিস্বা পুলিশ কমিশনারেটে ডগ স্কোয়াডে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে গত বছরের লোকসভা ভোটের সময় থেকে। ব্যারাকপুরে ট্রেনিং শেষ করে এটাই তার প্রথম পোস্টিং। আর প্রথম পোস্টিংয়েই কর্তাদের মন জয় করে নিয়েছে ওই সারমেয়। শুধু শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারাই নন, ব্যারাকপুরে ট্রেনিংয়ের সময় সেখানে থাকা আধিকারিকদের মন জয় করে নিয়েছিল এই সিস্বা। তার এই নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল লটারি করে। সার্ভিস বুকেও রয়েছে সেই নাম।

কথায় কথায় জানা গেল সিস্বার ডায়েটও। সকালে মেনু বলতে ভাত-মাংস, ডিম। বেশি গরমের দিনে দুপুরের দিকে স্পেশাল রিফ্রেশমেন্ট হিসেবে থাকে আইসক্রিম কিংবা দই। বিকেলে আবার ভাত-মাংস, ডিম। তবে প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর ওয়ার্কআউট মাস্ট। বৃষ্টির দিনে ছুটি থাকলেও অন্যদিনে ওয়ার্কআউট করতেই হবে। আর প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবসে যে একটু বাড়তি চাপ থাকে, সেটা বলাই বাহুল্য।

এদিন যেমন সকাল থেকেই সে নিজের ডিউটিতে নেমে পড়েছিল পুলিশকর্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে। সকালেই জংশন হয়ে সেবক রোডের বিভিন্ন মহলে ঘোরে। তারপর চলে যায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায়। এরপর দুপুরের দিকে বিধান মার্কেটে। সেবক রোডের একটি মলে সিস্বাকে ডিউটি করতে মুগ্ধ চোখে দেখছিল বছর দশেকের অভিষেক রায়। সিস্বাও যে একজন পুলিশ, সেকথা জানতে পেরে চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ লেগেছিল অনেকক্ষণ ধরে।

আবেদনই সার, আজও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৫ জানুয়ারি : সকাল থেকেই দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে ভিড়। একে একে জমা পড়ছে আবেদন। হঠাৎ লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেখানে হাজির দম্পতি। চাকুলিয়ার ঢাকনিয়ার বাসিন্দা মহম্মদ জালালউদ্দিনের বয়স ৮০। স্ত্রী বিবি শাহরবানু ৭৫ ছুঁইছুঁই। জালালউদ্দিন এসেই একটু থেমে থেমে বললেন, ‘আমার ফর্মটা একটু পূরণ করে দেবেন?’ হাতে নিয়ে দেখা গেল সেটি বার্ধক্যভাতার ফর্ম। এর আগে অনেকবার আবেদন জানিয়েছেন দম্পতি। কিন্তু একবারও ভাতা মেলেনি।

জালালউদ্দিনের মতো অনেকেই শনিবার বেলন হাইস্কুলে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে এসেছিলেন। কারও বয়স ৭০, কারও ৮০। বহুবার আবেদন জানিয়েও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা। ঠিক কী কারণে, সেটাও তাঁদের কাছে অজানা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েছেন। ঠিকমতো হাঁটতে পারেন না। তবুও মনের মধ্যে আশা রয়েছে, তাঁরা ভাতা পাবেন। তাই তো আবার চলে এসেছিলেন ক্যাম্পে। প্রত্যেকবারের মতো এবারেও তাঁরা প্রশ্ন তুলে দিলেন, ‘এই বয়সে না পেলে আর কবে ভাতা মিলবে?’

রাজ্য সরকার বার্ধক্যভাতা দেওয়ার বিষয়টি জোরদার প্রচার করলেও বাস্তব ছবিটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। অভিযোগও উঠছে, যাঁরা ভাতা পেয়েছেন, তাঁরা শাসকদল ঘনিষ্ঠ। অথচ যাঁদের পাওয়ার কথা, তাঁরা বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন। ভাতা না পেয়ে এই মানুষগুলো বারবার গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া কিছুই জোটেনি।

এ ব্যাপারে গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধরকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, ‘তাঁদের আগে এরকম সমস্যা কেন হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা চাই এধরনের অসহায় মানুষগুলো বার্ধক্যভাতা পাক। সেইজন্য সব রকম সহযোগিতার চেষ্টা করছি।’ বিডিও আশ্বাস দিলেও প্রশ্ন থেকেই যায়, সমস্যাটা ঠিক কোথায়। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় খামতি থেকে যাচ্ছে কি? নাকি অন্য কিছু? উত্তর পাওয়া যায়নি।

> আমরা চাই এধরনের অসহায় মানুষগুলো বার্ধক্য ভাতা পাক। সেইজন্য সব রকম সহযোগিতার চেষ্টা করছি।
>
> **সুজয় ধর,** বিডিও

ভাতার আশায় দুয়ারে সরকারের শিবিরে বৃদ্ধ দম্পতি। শনিবার বেলন হাইস্কুলে।

এদিন ক্যাম্পে এসেছিলেন ৮২ বছরের উমর আলি এবং তাঁর স্ত্রী ৭৩ বছরের দেফুর। বহুবার আবেদন জানিয়েও তাঁরা বার্ধক্যভাতা পাননি। উমর বলেন, ‘এতদিন ভিক্ষা করে কোনওমতে সংসার চলছিল। এখন শরীর আরও ভেঙে গিয়েছে। মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা চাইতেও যেতে পারি না। বার্ধক্যভাতার জন্য অনেক ঘুরেছি। কিন্তু পাইনি।’ সরকার-প্রশাসন কি এই মানুষগুলোর কথা ভাবছে না? নাকি তাঁরা বাতিলের খাতায়? উত্তর সময়ই বলবে।

রংদার রোববার

৯ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ নয়

আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশজুড়ে নানা চর্চা। কতটা এগোল দেশ, এই প্রশ্নটাই বারবার উঠে আসে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের ভাবনার ফারাক কতটা? কতটা ফারাক ধনী ও দরিদ্রের, এই প্রশ্নটাও ওঠে বিভিন্ন প্রান্তে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রচ্ছদে সেই প্রসঙ্গ।

১০
ছোটগল্প
বিমল দেবনাথ

১১
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : আশিস সরকার, তিস্তা, অনৈতা রক্ষিত, অনিতা সূত্রধর ও সম্পা পাল

ভারত বনাম ইন্ডিয়া

রবীন্দ্রনাথের গোরা, বিভূতিভূষণের পুঁইমাচা এবং

জয়ন্ত ঘোষাল

ঠিক কোন ভৌগোলিক সীমানায় ইন্ডিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর ভারত শুরু হচ্ছে? ঠিক জানি না। বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভূগোলের মন আছে। অথবা মনের ভূগোল। নীললোহিত একবার প্রত্যন্ত থেকে প্রত্যন্ততর গ্রাম খুঁজতে বেরিয়েছিল। দিকশূন্যপুরে। যেখানে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে মানুষ থাকবে। সত্যিকারের ভয়ংকর একটা গরিব গ্রাম। যেমনটা মৃণাল সেন বা শ্যাম বেনেগলের ছবিতে একসময় দেখা যেত দুর্ভিক্ষ পীড়িত এক গ্রাম। নীললোহিত সেই গ্রাম খুঁজতে গিয়েও দিশেহারা হয়ে যায়।

গরিব সেই প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যেও রয়েছে জোতদার, জমিদার। বস্তিতে গরিব মানুষ আছে। অথচ দেখছি সেখানেও ডিশ অ্যান্টেনা। কলকাতা পার্ক সার্কাসের এই জুগ্গিঝুপড়ির মধ্যে ডিশ অ্যান্টেনা দেখে মনে প্রশ্ন জাগে — এটা ভারত না ইন্ডিয়া?

এখন মনে হয় ভারত আর ইন্ডিয়ার বিভাজনটা অর্থনৈতিক বিভাজন নয়। শুধু অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে শ্রেণিতত্ত্বের বিষয় নয়। অর্থনীতির চেয়েও সংস্কৃতি ভারত আর ইন্ডিয়ার ধারণার মধ্যে লুকিয়ে আছে। নেহরু যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেইসময় তাঁর চারপাশে ছিল শিক্ষিত, উদার, অভিজাত এক ভারতীয় এলিট সমাজ। পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা তাঁরা শিক্ষিত। সেইসময় যাঁরা খাটো ধুতি পরতেন, হয়তো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির কোনও প্রবীণ শিক্ষক। মাথায় টিকি। অনেক সময় হয়তো মঙ্গলবার সংকট মোচনের মন্দিরে পুজো দিয়ে মাথায় বা কপালে একটা গেরুয়া তিলক কেটে ক্লাস নিতে আসেন। এহেন জনসমাজকে অভিজাত শিক্ষিতসমাজ মনে করতেন, এঁরা পিছিয়ে পড়া মানুষ। এঁরা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। এঁরা যথার্থ আধুনিক ভারতীয় হয়ে উঠতে পারছেন না। এই সংঘাতটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ইংলিশ মিডিয়াম বনাম হিন্দি মিডিয়ামের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে।

আজ সনাতন হিন্দুধর্ম আর তথাকথিত সেকুলারিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত অনভিপ্রেত। আসলে, ভারতীয় সনাতনী হিন্দুসমাজ কোনও কাউন্টার ন্যারেটিভ নয়। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের আখ্যান নয়। আসলে সনাতন ভারত, হিন্দুধর্মের ভারত আর ইন্ডিয়ার মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। ভারত নামক আইডিয়াটি একটা বহুত্ববাদী আইডিয়া।

ভারত নামটি 'ভরত' রাজার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে। হিন্দু ইন্ডিয়া সিন্ধু সভ্যতার অতীত প্রেক্ষাপটকে সবসময় মনে করায়। তবু এই ইন্ডিয়া আর ভারতের ঝগড়া ক্রমশ ডালপালা মেলে বিস্তার লাভ করে। ভুলভাবে দেখার জন্য। রাজনৈতিক দলের আচরণ সবসময় ভোটকেন্দ্রিক। তাই প্রতিটি দল তার নিজস্ব একটা ভোটব্যাংক তৈরি করতে উদ্যত। সেটা তার কেন্দ্র। ভোগবাদের অর্থনীতির ভাষায় উপভোক্তা তৈরি করা। আর এই উপভোক্তাবাদ ইন্ডিয়া আর ভারতকে আলাদা করতে শিখিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প মনে পড়ছে। ইলাহাবাদ নগরীতে একটি স্কুল। সেই স্কুলে এসেছেন এক ইনস্পেকটর। তিনি ছাত্রদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন — তোমরা 'রিভার' কাকে বলে জানো? দেখি কেমন ইংরেজি শিখেছো? তো ছাত্ররা উত্তর দিতে সক্ষম হল। উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল রিভার হচ্ছে টেমস রাইজিং মিসিসিপি। তখন ইনস্পেকটর আবার প্রশ্ন করলেন নদীর উদাহরণ দাও। এবার তারা মাথা চুলকোচ্ছে। নদী কাহাকে বলে তাহা তো তারা জানে না। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর তীরে বসিয়া সে বালক বলিল, সে নদী কাহাকে বলে জানে না। যদিও সে রিভার কাকে বলে জানে।

গোরা উপন্যাসে বিনয় গোরাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ?

গোরা বুকে হাত দিয়া কহিল, 'আমার এইখানকার কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে, তোমার মার্শম্যান সাহেবের হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার মধ্যে নয়।...' এরপর গোরা ব্যাখ্যা করছেন, 'আমি পথ ভুলতে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমাদের সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে – সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ–ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, কর্মে পূর্ণ সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই। আছে কেবল চারিদিকের এই মিথ্যেটা?... এই যেখানে আমরা পড়ছি, শুনছি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা-পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কী যে করছি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই জাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য ব'লে ঠাউরেছি ব'লেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান বলে মিথ্যে কর্মকে কর্ম ব'লে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছি– এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনোরকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরছি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে- পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না।'

এরপর দশের পাতায়

ওই ভেসে আসে বালিকা কণ্ঠের কান্না

তাপস সিংহ

এই 'ইন্ডিয়া'কে চিনি না, এই 'ভারত'কেও চিনতে চাই না!

এই 'ইন্ডিয়া' দৌড়ায় 'বন্দে ভারত'কে নিয়ে, পিছনে পড়ে থাকে জেনারেল ক্লাসে লাইন দেওয়া আমআদমি। তাঁরা ভারতে থাকেন। তাঁরা ঠিক জানেন না, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' কাকে বলে। 'ইন্ডিয়া' যখন স্বপ্ন দেখে বুলেট ট্রেনের, 'ভারত'-এর অনেকেই তখন দুঃস্বপ্ন দেখে, আজকের রাতটা কাটলে কাল সকালে হাঁড়িতে দেওয়ার মতো চাল থাকবে কি না।

এই ভারত লুকিয়ে থাকে গ্রামে-গ্রামান্তরে, এই ভারতের অস্তিত্ব প্রান্তিক মানুষ- আদিবাসী, বনবাসী, মূলবাসীদের মধ্যে। আর তার বাইরেও পড়ে রয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই এই আধুনিক সমাজে যাঁদের কার্যত কোনও অস্তিত্ব নেই, সেই অগণন প্রান্তবাসী। ডিজিটাল ইন্ডিয়া এসেছে ঠিকই, কিন্তু এসেছে সমাজের সেই আলোকিত অংশের মধ্যে, যারা 'ওটিপি জেনারেট' করিয়ে তাদের জীবনযাত্রা মখমল-মসৃণ করতে সমর্থ।

এখানেই অনেকে রে-রে করে এসে বলবেন, কে বলল? এই যে কোটি কোটি মানুষ দিন-রাত এক করে মোবাইলে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে? যে কোনও পেশার মানুষই তো ফোন কলের থেকেও মোবাইল ডেটা কিনতে বেশি আগ্রহী। আর্থিকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকা মানুষজনও তো সংসার খরচের মধ্যে ইন্টারনেট ডেটা কেনাকেও জুড়ে নিয়েছেন! তাহলে?

এখানেই লুকিয়ে রয়েছে আসল প্রশ্নটা। মোবাইল থেকে যাঁরা দিনভর মুখ তুলতে পারেন না, তাঁদের অধিকাংশই কি দৈনন্দিন জরুরি প্রয়োজনে তার ব্যবহার করেন? নাকি বিনোদনের নিজস্ব 'স্পেস' খুঁজতে গিয়ে তাঁরা আসলে ডুবে যাচ্ছেন আরও একাকিত্বে? আর যারা কৈশোর ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেই তাদের অনেকে কি নিষিদ্ধ আনন্দের অজানা কন্দরে হারিয়ে যাচ্ছে না? তারা কি প্রকৃত অর্থে সমাজের আলোকিত অংশের শরিক?

আমরা বুঝতেও পারি না, বিপণনের নিত্যনতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে চলেছে। এ ভবজগতের সব কিছুই আসলে পণ্য। বিকিকিনির বাজার নিয়ত খুঁজে নিচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা। সর্বগ্রাসী এই বাজার জানে, কীভাবে ভোগবাদী বিশ্ব তৈরি করতে হয়। এই একটি ব্যাপারেই 'ইন্ডিয়া' আর 'ভারত'-এর মিল।

মাত্র কয়েকদিন আগেই আলাপ হয়েছিল রাজা নামে এক তরুণের সঙ্গে। সে আদপে জয়ন্তীর ছেলে। তবে জয়ন্তী নয়, তার সঙ্গে আলাপ ডুয়ার্সের অন্য প্রান্তে। রুটির টানে ঘর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয়েছে অন্যত্র। শুধু রাজাই নয়, তার মতো আরও অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে জয়ন্তী ছেড়ে যেতে হয়েছে অন্যত্র। রাজা এখন ডুয়ার্সের একটি রিসর্টে কাজ নিয়েছে। সময়-সুযোগ পেলে বাড়িতে ঘুরে আসে। এই রাজারা আদপে 'ভারত'-এর বাসিন্দা। 'ইন্ডিয়া'র লোকেরা তাদের রিসর্টে বেড়াতে এলে সে ও তারই মতো অন্য তরুণরা তাঁদের ফাইফরমাশ খাটায় ব্যস্ত থাকে।

এ বারেও ডুয়ার্সের আনাচকানাচ ঘোরার সময় কয়েক বছর আগের এক স্মৃতি ঝলসে উঠল। সেসময়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বন্ধ চা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাগানের শ্রমিকরা কেমন আছেন, কীভাবে কালাতিপাত করছেন, সেটা দেখাই মূল উদ্দেশ্য। বড় একটি প্রতিবেদন তৈরি করে পাঠকের কাছে তা পৌঁছে দেওয়াই দায়িত্ব।

সাতসকালে একটি বন্ধ কারখানার শ্রমিক লাইনে পা দেওয়া মাত্রই লাইনের একটি ঘর থেকে বালিকা কণ্ঠের কান্নামেশা চিৎকার ভেসে এল...পরমুহূর্তেই সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে গেল রাগার্ত মহিলা কণ্ঠ : ''আর করবি কোনও দিন? আর চুরি করবি? চুরি করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব!'' সঙ্গে মারের আওয়াজ আর বালিকার ওই আর্তচিৎকার। এক ছুটে সে বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, ছেঁড়া ইজের পরা সে মেয়ে বাড়ির দাওয়ায় কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ''আর কখনও খাব না। খুব খিদে পাচ্ছিল যে! আর মেরো না, খাব না।''

তাকে এ ভাবে মারের কারণ জিজ্ঞেস করায় অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে ওই মহিলা বলতে থাকেন, ''মারব না তো কি আদর করব? ভোরের বেলা ওকে মুড়ি-জল খাইয়ে বাইরে কাজের ধান্দায় গিয়েছিলাম। পাইনি। এসে দেখি, ও সন্ধ্যায় রুটি চিবোচ্ছে। আমার আরও বাচ্চারা আছে। ও খেয়ে নিলে ওদের কী দেব?''

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। শুধু হাতজোড় করে ওই মহিলাকে বলেছিলাম, ''অতটুকু শিশু। ওকে এ ভাবে মারবেন না।'' দেখলাম, ভয়ংকর ক্রোধ সহসা অশ্রুজলে পরিণত হল মায়ের! অস্ফুটে সেই মা শুধু বলতে পেরেছিলেন, ''মারতে চাই না, জানেন। আসলে মারি নিজেকে। তিনটে বাচ্চার পেটে দু'বেলা খাবার দিতে পারি না। মরতে পারি না ওদের কথা ভেবেই।''

একেই কি বলে ভারত-দর্শন? জানা নেই। দুপুরবেলায় মিনি ট্রাকে করে বাগানের কয়েকটি মেয়েকে বাইরে যেতে দেখে সঙ্গী তরুণের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ওরা কোথায় যাচ্ছে? সেই সঙ্গী বলেছিল, ভুটানের জয়গাঁ বর্ডারে, কাজে। রাতে আবার ফিরে আসবে। তার কথায় ইঙ্গিত ছিল, বন্ধ চা বাগানেও জীবন থেমে থাকতে পারে না। তাকে প্রবহমান থাকতেই হবে যে!

এ-ও তো আমার ভারতবর্ষ। আমার ভারত। প্রাবন্ধিক তথা চিন্তক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''পৌরাণিক ও গ্রাম্য দেবদেবীরা যে টিকে আছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু টিকে থাকাই কি শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ? ধর্মের পাশাপাশি টিকে আছে অসীম দারিদ্র্য, হাঁচি-টিকটিকি নিয়ে অদ্ভুত সব কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার। বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার জায়গা দখল করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র, চরক-শুশ্রুত-এর আয়ুর্বেদ-এর বদলে গুরুর পা-ধোয়া জল।''

'ইন্ডিয়া' নিজেও কি এ ব্যাপারে 'ভারত'-এর থেকে আলাদা?

ছোট শহরের আত্মাকে অনুভবের চেষ্টা

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

''উই, দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া...।''

''ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত, শ্যাল বি আ ইউনিয়ন অফ স্টেটস।'' ধারা-১, ভারতীয় সংবিধান।

প্রথম লাইনটি আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রয়েছে। দ্বিতীয়টি ধারা- ১-এ আছে, যেটি আমাদের সংবিধানের প্রাণপুরুষ বা প্রণেতা ডঃ বিআর আম্বেদকর নিজে লিখেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের সংবিধান যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশের নাম এই ইন্ডিয়া না ভারত থাকবে, সেই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এইচভি কামাথ, শেঠ গোবিন্দদাস, কমলাপতি ত্রিপাঠী বা গোবিন্দবল্লভ পন্থরা কোন নামটা রাখা হবে তা নিয়ে অনেক উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক করেছিলেন।

এবং আশ্চর্যের বিষয়, আজকের বিজেপি যতই 'ভারত' নামটি নিয়ে এগোতে চাক, সংবিধান সভায় কিন্তু কংগ্রেসের নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠী বা গোবিন্দবল্লভ পন্থরাই বেশি সরব ছিলেন 'ভারত' নাম রাখার জন্য। এমনকি তাঁরা বৈদিক উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, 'ভারত' নামটা কত প্রাচীন। তাঁরা বায়ুপুরাণের সেই বিখ্যাত শ্লোকটির কথা বলছিলেন, যে শ্লোকে 'ভারত' নামে কোন 'বর্ষ'-ভূখণ্ডের কথা বলা হবে, আর 'ভারতী' বলে কাদের বোঝানো হবে, সেই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ওই সংবিধান সভাতেই আবার এইচভি কামাথ, দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন যে, যদি শুধু ভারত বলে আমাদের দেশকে বোঝানো হয়, তাহলে হিন্দিভাষীরা কি নিজের ভাষাকে ভারতী বলতে রাজি হবে? এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকার দরকার নেই, যে ভারত এবং ইন্ডিয়া নিয়ে বিতর্কটা পুরোনো। এবং আম্বেদকর নিজে সেই বিতর্কের কথা জানতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই যে আরও একটি প্রজাতন্ত্র দিবস আসছে, তাতে আমরা সত্যি সত্যি ওই ''উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া'' শব্দবন্ধকে কতটা অর্জন করতে পারব? তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে এই নাম নিয়ে টানাপোড়েন, বা আসলে ভারত আর তার খোঁজকে।

ভারত না ইন্ডিয়া, এই দুই টানাপোড়েনের মাঝে আসলে কি আমরা কখনও উপলব্ধির চেষ্টা করেছি, এই ১৪০ কোটির দেশের অন্তরাত্মাকে? অধুনা বাতিল হয়ে যাওয়া, কিন্তু একসময় ভারতীয় অর্থনীতিতে সাড়া ফেলে দেওয়া প্যান্টালুনস বা বিগ বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কিশোর বিয়ানি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'ইট হ্যাপেনড ইন ইন্ডিয়া'-তে দেখিয়েছিলেন, যে আসলে আমাদের এই একটি দেশের মধ্যে লুকিয়ে আছে কত দেশ। অর্থাৎ শুধুমাত্র শহুরে এলিট, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরের বাইরে আসলে দেশের কোথায় লুকিয়ে আছে শক্তি! অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে ভারতবর্ষের টিয়ার-টু বা টিয়ার-থ্রি যে শহরগুলি, অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে যে বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি লুকিয়ে আছে, কিশোর বিয়ানি তারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কোনও সন্দেহ নেই যে, আজকের ভারতবর্ষে এই যে এত খুচরো বিপণনের বহুজাতিক সংস্থাগুলি আসছে, তারা এই অঙ্ক কষেই আসছে।

আম্বেদকর সংবিধান সভায় বা সংবিধান তৈরির সময় বারবার যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন তা হচ্ছে যে, ভারত যে একটি প্রজাতন্ত্র, তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হবে। কিন্তু সত্যিই কি দেশের সবার কাছে সব জিনিস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে? সবার কাছে সমস্ত সুযোগসুবিধা যাবে? বোধহয় নামকরণের যাবতীয় বিতর্কের বাইরে প্রজাতন্ত্রের আসল রূপ লুকিয়ে আছে আম্বেদকরের এই চিন্তাভাবনায়, বা আজকের অর্থনীতিকে একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যে।

যদি আমরা নামের বিতর্কের বাইরে এক বৃহৎ অর্থে ভারত-আত্মার সন্ধান করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব এদেশের মানস কোথায় লুকিয়ে আছে ।

একটি সহজ উদাহরণ দিই। গত কয়েকদিন ধরেই যা সংবাদের শিরোনামে রয়েছে, কলকাতা বিমানবন্দরে নতুন চালু হওয়া উড়ান টি শপ একেবারে হিট। হিট, কারণ সেখানে মাত্র ১০ টাকায় চা পাওয়া যায়। ভারতীয় সংসদের লোকজন বিমানবন্দরে সস্তায় চা পাওয়া যায় না বলে হইহট্টগোল শুরু করার পর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এই যে কলকাতা বিমানবন্দরে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে সস্তায় একটি খাবারের আউটলেট বা 'উড়ান' চালু করেছে, তা যাত্রীদের মধ্যে একেবারে হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছে। তাহলে যে বিমানবন্দর বা বিমানযাত্রীদের আমরা 'এলিট' বা 'আরবান' বলে ধরি, তাঁরাও সস্তার দশ টাকার চায়ের দোকানে ভিড় করেন? পরিসংখ্যান কিন্তু তাই বলছে।

এটি সত্যি কথা যে, দক্ষিণ ভারত কোনওদিন নাম হিসেবে 'ভারত'-এর সঙ্গে নিজেদের আইডেন্টিফাই করতে পারে না। যেহেতু হিন্দির প্রতি তাদের তীব্র বীতরাগ, তাই তারা সবসময় 'ইন্ডিয়া' নামটির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট বোধ করে। সাম্প্রতিককালে যখনই বিজেপি দক্ষিণ ভারতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বা শুধুমাত্র 'ভারত' বলে রেফার করেছে, তখনই কী তীব্র প্রতিবাদ এসেছে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, এমনকি বিজেপির নিজের দলের ভিতর থেকেও! তাই নামবিতর্ক হয়তো চলবে, কিন্তু একইসঙ্গে দেশের অর্থনীতি যত বড় হওয়ার পথে পা বাড়াবে, তত হয়তো ভারতবর্ষের বা দেশের ছোট ছোট শহরগুলির আত্মাকে সন্ধান করার চেষ্টা শুরু হবে।

এরপর দশের পাতায়

ছোটগল্প

কনকচাঁপা

বিমল দেবনাথ
আঁকা : অভি

১

সে আসছে। পারুলের দম ফেলার সময় নেই। দার্জিলিং মেল ঢুকল বলে। এনজেপি থেকে আসতে আর কতক্ষণ! পারুলের বকবক চলছে অনেকক্ষণ ধরে- আমার হয়েছে এক কাজের লোক। না, না, কাজের লোক বলা যাবে না; বলতে হবে গৃহকর্ম সহকারী। ঢং! সহকারী যদি হবে কাজের সময় কেন পাওয়া যাবে না? সাতসকালে এসএমএস- 'দিদি আজ আসব না'। পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছিস, তাও মনে দয়ামায়া নেই! কালকে জেনে গেলি বাবুর মামাতো বোন এই প্রথম বাড়িতে আসবে! একটু ভালোমন্দ রান্না করব। হাতে হাতে একটু সাহায্য করবে, না তিনি আসবেন না। বলা নেই কওয়া নেই, পেয়েছে এক এসএমএস, তারপর সেই প্যাঁচার মতো মুখ করে 'সরি'। নিকুচি করি তোর সরি। এবার ওকে ছাড়ব। দূর করে দেব। এমনিতে সবাই বলে ননদ-বৌদির সম্পর্ক নাকি আদায় কাঁচকলায় হয়। তারপর আবার তুতো বোন। কোনও দিন কি কাউকে এই সংসার নিয়ে কিছু বলতে দিয়েছি। জান কয়লা করে সংসার ধরে রেখেছি। সিদ্ধার্থের মনে হল, কথা নয়, কতগুলো বাসনকোসন মেঝেতে পড়ল।

বিয়ের সময় পারুল এমন ছিল না। সে তখন প্রিয়ংবদা। বাড়ির ছোট্ট বাগানে কনকচাঁপা গাছের চারাটা লাগানোর পর পারুল যেন আস্তে আস্তে কেমন হয়ে গেল। গাছটা বাড়ে পারুলের কথা বলাও বাড়তে থাকে। একমাত্র ছেলে শুভ্র চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেলে পারুলের বকবক আরও বেড়ে যায়। ছেলে যতদিন ঘরে ছিল পারুলের সময় কেটে যেত শুভ্র'র সঙ্গে। ছেলে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে ওদের আড্ডার বিষয়। কলেজ, গার্লফ্রেন্ড, লিভটুগেদার, অফিস, পরকীয়া আরও কত কী গসিপ। আড্ডার কোন কথার কোন বীজ শরীরের রক্তমাংস খেয়ে বড় হয়ে ওঠে, কে জানে! এখন শুভ্র নেই পারুলের, শুধু বকবক আছে। সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া তেমন কোনও কথা নেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে। দাম্পত্যের গরম তরল নিঃসরণ বন্ধ অনেক কাল। সেসব জমে বরফ। ভদ্রলোক বাড়ির ক্ষয়রোগ বোঝা যায় না বাইরের রংবাহারে। সংসারটা চলছে সুশৃঙ্খল ঘড়ির মতো। শুধু টিকটিক শব্দ। কী সুন্দর দত্ত বাড়ি!

মোবাইলের অ্যাপ বলছে দার্জিলিং মেল এক ঘণ্টা দেরিতে চলছে। সচরাচর দেরি করে না। সিদ্ধার্থ কথাটা চেপে গেল। তা না হলে আর এক কাণ্ড শুরু করত পারুল। সব কাজকর্ম ফেলে ফোনে চাঁপার মা'কে ধরত। তারপর চলত তাকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে নিজের কপাল পর্যন্ত। -আমার কপাল খারাপ, তা নাহলে কাজের সময় কাজের লোক আসে না... এই করেই গেলাম, কোনও দিন ভাগ্যের সাহায্য পেলাম না... ইত্যাদি ইত্যাদি। সিদ্ধার্থ আবার কপাল-টপালে বিশ্বাস করে না। মনে মনে ভাবে ভালোই হয়েছে, চাঁপার মা আসেনি। পারুল কাজের ঘোরে ট্রেনের সময়টা ভুলে থাকবে। সিদ্ধার্থ আগ বাড়িয়ে বলে- আমি কি কিছু সাহায্য করব? জ্বলে ওঠে পারুল- কোনওদিন তো সুনাম করলে না। এখন বোনের কাছে বদনাম করবে। কী যে বোন জানি না, নিজের বোন বাদ দিয়ে মামাতো বোন নিয়ে পড়ে থাকে। তারপর যে কথাগুলো বলল সেগুলো মনে রাখতে না চাইলেও লেগে থাকে। সিদ্ধার্থ কথা না বাড়িয়ে চলে যায় দক্ষিণের বারান্দায়।

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় দক্ষিণ দিকে অনেকটা জমি ছেড়ে বাড়ি করেছিল সিদ্ধার্থ। বোসবাবুর বাড়ির উত্তরেও অনেকটা ফাঁকা। সিদ্ধার্থের দক্ষিণের বারান্দাটা খুব প্রিয়। দাঁড়ালে কিছুটা সবুজ দেখে। নিজের হাতে লাগানো গাছে বসন্ত আসে, পাতা ঝরে, পাতা গজায়। পাখি ডাকে, বাসা বাঁধে। বেশি ভালো লাগে চিরহরিৎ কনকচাঁপা গাছটা দেখলে। আবেশে যখন সিগারেট টানছিল, বাঁ হাতটা চলে যায় বাঁ থাইয়ের পোড়া দাগটাতে। অতীত কথা বলে ওঠে। ষোড়শীর কথা মনে পড়ে। জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ি যাওয়া তখন নেশা। মামার বাড়ি গেলে সেখানে দেখা হত তার সঙ্গে। তিস্তাপাড়ে খেলত, হাতে হাত নিয়ে হাঁটত, বাগানে গাছপাকা কলা ছিঁড়ে ছুলে দু'দিকে দুজনে লাগাত ঠোঁট, নাকে নাক লাগার আগে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে যেত ষোড়শী... কী এক টানে যেন জোড়া লেগে থাকত। এই টান মৌমাছির মধু খাওয়ার মতো নয়। এই টান যেন আলো আর গাছের ডগার। তখন অবশ্য এত গূঢ় কথা ওরা জানত না। থাইয়ের পোড়া দাগের কথাটা মনে হলে এখনও মনে পড়ে সেদিনের কথা। ষোড়শী আবদার করে বেল পোড়া খাবে। বেলকাঁটায় চামড়া চিরে বেল পেড়ে আনে সিদ্ধার্থ। বাগানে বসে বেল পোড়াতে ঘটে বিপত্তি। বেল ফুটে সিদ্ধার্থের থাইয়ে লেগে অনেকটা পুড়ে গেল। ষোড়শীর কী কান্না! ভয় নেই, লজ্জা নেই, মামিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে- সিদ্ধার্থের কী হবে? সিদ্ধার্থ কি হাঁটতে পারবে?

সিদ্ধার্থের হাঁটা বন্ধ হল না। স্বর পালটে গেল। ষোড়শীর লজ্জা বেড়ে গেল। আগের মতো হাত আর ধরা হয় না। শুধু অপলক দেখে থাকত একে অপরের দিকে। দুটো মানুষ যেন একটা পাখির ডানা। উড়তে থাকে অনন্ত আকাশে। আকাশে ঝড় ওঠে, সে ঝড়ের গাছের ডালপালা ভাঙে, ঘর ভাঙে সেসব জানে সিদ্ধার্থ। অসময়ে মামা গেল সেই শোকে মামিও চলে গেল। মামার বাড়িটা না থাকলেও টান ছিল জুবিলি পার্ক, তিস্তার। ছিল লাটাগুড়ির জঙ্গল, মহাকালথানের। থান থেকে ফিরে গিয়ে ষোড়শী যে নিজের স্থান ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে সেটা বুঝতে পারেনি সিদ্ধার্থ। ডানা ভাঙা পাখির মতো পড়েছিল কত দিন। তারপর কালের নিয়মে চাকরি হল বিয়ে হল, জীবনে পারুল এল, শুভ্র হল।

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় দক্ষিণ দিকে অনেকটা জমি ছেড়ে বাড়ি করেছিল সিদ্ধার্থ। বোসবাবুর বাড়ির উত্তরেও অনেকটা ফাঁকা। সিদ্ধার্থের দক্ষিণের বারান্দাটা খুব প্রিয়। দাঁড়ালে কিছুটা সবুজ দেখে। নিজের হাতে লাগানো গাছে বসন্ত আসে, পাতা ঝরে, পাতা গজায়। পাখি ডাকে, বাসা বাঁধে। বেশি ভালো লাগে চিরহরিৎ কনকচাঁপা গাছটা দেখলে।

২

ডোর বেল বাজল। পারুল চেঁচিয়ে বলল- দ্যাখো তো চাঁপার মা এল কি না। -না সে আসেনি। পার্সেল এসেছে। -কার। -শুভ্রর। -কে পাঠাল। -ওর পিসি। সিদ্ধার্থের বিয়ের পর আবার খবরাখবর রাখতে শুরু করে ষোড়শী। প্রতি বছর নিয়ম করে শুভ্রর জন্মদিনের আগে একটা গিফট পার্সেলে এসে যায়। সে পার্সেল শুভ্রর হলেও কথা বলে সিদ্ধার্থের সঙ্গে। সিদ্ধার্থ কথা বলার জন্য বোবা হয়ে যায়। সেবার শুভ্র'র প্রথম বছরের জন্মদিন। অনেকদিন পর আবার চলে গেল গরুমারায়। পথে জিপসি থামল মহাকালথানে। বানধাইন মুন্ডাকে একা দেখে অবাক সিদ্ধার্থ। পারুলকে দেখে বানধাইনের চোখ শুকনো পাতা। একবার পারুলকে দেখে একবার সিদ্ধার্থকে। পারুল কিছু বলার আগে সিদ্ধার্থ বলে- ভাবি, মাটি আসেনি।

মাটি মুন্ডা ঠিক কবে থেকে মহাকালথানে বসতে শুরু করেছিল তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। দর্শনার্থীদের দেওয়া দক্ষিণার লোভ তাকে চা বাগান থেকে এখানে টেনে আনে। তবে বহুকাল হয়ে গেছে। প্রথমে একাই আসত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসতে শুরু করে বৌ বানধাইনকে। সিদ্ধার্থ মাটির কাছে শুনত বনের কথা, বনের হাতি বাঘের কথা। একদিন মাটি বলেছিল- জঙ্গলে সাপ, বাঘ, বাইসন, হাতি কত কী আছে। তবু সারাদিন চুপ করে বসে থাকি কখন মানুষ আসবে পুজো দিতে। - তোমার ভয় করে না? -ভয় কীসের বাবু, পেটের আগুন চিতার আগুন থেকে বেশি জ্বলে। মহাকাল তো ভগবান। ভগবানের পা পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। মাটি মুন্ডার কথাগুলো শুনে অবাক সিদ্ধার্থ। সাদাকালো লম্বা চুল দাড়ির মানুষটাকে সন্ন্যাসী মনে হয়। জীবনযুদ্ধে মানুষ কত কী হয়! অনেকে মাটিকে মহাকালের পুরোহিত মনে করে। সিদ্ধার্থ কথা না বাড়িয়ে থানের শাল আর চিকরাশি গাছ দুটো দেখতে থাকে। -মাটি এই গাছ দুটো কত পুরোনো? জানিনা বাবু। - তোমরাও এই গাছের মতো অনেক দিন বেঁচে থাকবে। - আমরা গাছ নই বাবু। দেশলাইটা তো দাও... পারুলের কথায় সিদ্ধার্থের ভাবনা কেটে যায়। দেখে বানধাইনের শুকনো চোখ ভিজে উঠেছে। দেশলাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করে- মাটি'র কী হয়েছে? - একদিন পুজোর অনেক চাল কলা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। জঙ্গলের মধ্যে দেখা হয় মহাকালের। মানুষটাকে এমন করে ধাক্কা মারল যে বুকের দুটি হাড় ভেঙে গেল।... তুই তো কতদিন আসিস না। কোনও কথাই জানিস না। বাড়িতে পড়ে থেকে থেকে মরে গেল মানুষটা। জঙ্গলে মহাকাল মারলে সরকার দেখে না। কেউ দেখল না। সেই দিন তুই কত কথা বলছিলি... মাটির জন্য সিদ্ধার্থের দলাপাকানো কষ্ট আতঙ্কে বাতাস হয়ে বেরিয়ে গেল। পারুল মহাকালকে প্রণাম করে। এখন মহাকাল অনেক শিলায় বিরাজমান। কে যেন শাল চিকরাশির পাশে লাগিয়েছে একটা রুদ্রাক্ষ গাছ। গাছের তলে দিন-দিন বাড়ছে শিলার সংখ্যা। ধূপ, মোমবাতি, তেল সিঁদুর দিতে পারুলের সময় লাগে। শিলার সিঁদুর সিঁথি ও শাঁখাতে লাগালে চমকে ওঠে সিদ্ধার্থ। পারুল বানধাইনের দিকে তাকালে সিদ্ধার্থ কথা বলে ব্যস্ত রাখে বানধাইনকে- বনটা এখন অনেক পাতলা। অন্ধকার ছায়া ঘন ভয় ভয় ভাবটা আর নেই। গাছের তলে মহাকাল শিলার সংখ্যা বেড়েছে, দক্ষিণাও বেড়েছে নিশ্চয়ই। - না বাবু, এখন কেউ বেশি পয়সা দেয় না।

ঝোরার উত্তর পাড়ে বনের ভেতর হাতিপাইলা গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো হাতির পায়ের মতো। নামটা বলেছিল মাটি। কত হাতি কত মানুষের কাম, প্রেম, ভালোবাসা দেখেছে সে। সিদ্ধার্থ পরে জেনেছে গাছটাকে কেউ কনকচাঁপা, কেউ ডিনার প্লেটও বলে। "আমরা গাছ নই বাবু" কথাটা মনে পড়তে হুহু করে ওঠে মন। কনকচাঁপা গাছটা আবার সিদ্ধার্থের মনে ঝড় তোলে। বানধাইনকে বলে একটা চারা তুলে দিতে। বানধাইন একটা চারাগাছ হাতে তুলে দিলে অমলিন হাসি ঝরে পড়ে সিদ্ধার্থের। গাইড কালো মুখ করে বসে থাকে। সিদ্ধার্থের হাসি দেখে পারুল আঁচল কোমরে গুঁজে উঠে পড়ে গাড়িতে। পারুলের ভঙ্গি যেন বলে- 'একেই বলে ঘর জ্বালানি পর ভোলানি'। সিদ্ধার্থ গাইডকে বলে- আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের অফিসারকে বলে নেব। সিদ্ধার্থ গাড়িতে উঠে হাঁফ ছাড়ে। ফিরে দেখে বানধাইনের মুখব্যাদানে যেন উপহাস ঝরে।

৩

একটার পর একটা সিগারেট টানতে টানতে সিদ্ধার্থ দেখে কনকচাঁপা গাছটাকে। দোতলা ছাড়িয়ে গেছে। সারা বছর সবুজ থাকে। পাতা ঝরে পাতা গজায়। সবুজের মধ্যে কত হলুদ কালো রং। বসন্ত এলে পাঁচ পাপড়ির সুগন্ধী সাদা ফুল ফোটে। গন্ধে ম-ম করে বাড়ির চত্বর। আজ যেন শীতে বসন্ত নেমেছে। পুরো বাড়ির অলিন্দে অলিন্দে যেন কনকচাঁপার গন্ধ। মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। হাতিপাইলার পাতাগুলো চকচক করছে। সিদ্ধার্থ আজ অনেকটা রাম খেয়ে ফেলেছে একা একা। শখে না শোকে সে নিজেও জানে না। পারুলের কর্কশ শাসানি আর ষোড়শীর বরফশীতল চাহনি, কোনও কিছুই থামাতে পারেনি তাকে। সিদ্ধার্থের বুকের ভেতর খুব ব্যথা। সত্য কথাটা সাহস করে প্রথম দিন বলে দিলে মিথ্যার জাল বড় হত না। কথা লুকোনোর কষ্ট কর্কট রোগের মতো শরীর ছেড়ে সংসারে পড়েছে। কনকচাঁপা কি ওর সংসারে কর্কট রোগের কারণ? ব্যথায় দমবন্ধ হয়ে আসছে সিদ্ধার্থের। পারুল কি বুঝতে পারেনি সিদ্ধার্থ বিছানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

কত রাত সে এইভাবে একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কনকচাঁপার সঙ্গে কথা বলেছে। পারুল কি কোনও দিন জেগে ওঠেনি? নাকি সে জেগে ছিল বলে আস্তে আস্তে ঘুমের দেশে চলে যাচ্ছে। বাড়ছে বোবায় ধরা মানুষের মতো বকবক। কনকচাঁপা তুমিও কি ঘুমোচ্ছ? কতদিন পর তোমাকে দেখলাম। তোমাকে খুব ছুঁতে ইচ্ছা করছে... একবার। মনে আছে সেবার বনের ভেতর চুমু খেতে গেলে তুমি বলেছিলে বিয়ের আগে সে সব হয় না। আমি মহাকাল শিলা থেকে সিঁদুর তুলে নিয়ে তোমার কপালে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সাক্ষী ছিল পুরোহিত মাটি ও তার বৌ বানধাইন। বলেছিলাম ষোড়শী আজ থেকে তুমি আমার কনকচাঁপা। আরও কত কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ও মাটিকে। তারপর গভীর বনের ভেতর কত চুমু খেয়েছিলাম। তোমার নরম শরীরটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠছিল। তুমি একটাও চুমু দাওনি। বলেছিলে আমি নাকি লোভী, কামুক। তুমি তো প্রেমিক, কীভাবে এমন ঘুমোও? ষোড়শী আমার বুকে খুব ব্যথা করছে। একবার এসে শেষ বারের মতো জড়িয়ে ধরো। এতে পাপ কীসের। সবাই যা জানে সে তো সত্য নয়। তুমি তো আমার প্রথম প্রেম। তুমিই তো আমার প্রথম গোপন স্পর্শ। একথা জানে না কেউ। জানে না সেও। নাকি জানে বলে সরে গেছে আস্তে আস্তে। মেয়েরা কি জানে না আস্তে সরে যাওয়াতে তীক্ষ্ণ ধার থাকে। মনকে ক্ষতবিক্ষত করে। তার চেয়ে বড় ভালো হত ঝড় তুলে কাচের তাজমহল ভেঙে দিলে। আমি তো এমনিতেই ভেঙে গেছি পারুল। আমি তো...

৪

সিদ্ধার্থ হঠাৎ পড়ে যায় বারান্দায়। শুভ্র... বলে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে পারুল। পেছন থেকে পারুলের কাঁধে হাত রাখে মিস ষোড়শী। বলে- আমি আছি পারুল, ভয় পেও না। আমি ষোড়শী নই, আমি কনকচাঁপা। গাছ হয়ে গেছি সেই কবেই।

রবীন্দ্রনাথের গোরা, বিভূতিভূষণের পুঁইমাচা

নয়ের পাতার পর

নিজের সুদীর্ঘ মননজীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই "লক্ষ্মীর বন্দর", "পূর্ণস্বরূপ" ভারতবর্ষের ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাকে ভালোবেসেছিলেন। আবার এই দেশের অগণিত মূঢ়, ম্লান মানুষকে এই ''পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষে" পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আর তাই ঘরে-বাইরে উপন্যাসের মাস্টার মশাইয়ের মুখ দিয়ে তিনি প্রশ্ন করিয়েছিলেন—" দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো।"

আসলে জাতি, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতা কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ নেই। বিরোধ বাধলে ইন্ডিয়া আর ভারতের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

একদা ভারতবর্ষে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি। ছোট-ছোট ছোট-ছোট গ্রাম। স্বয়ং শাসিত। সেই ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। ব্রিটিশ শাসককুল এল। সেই সুশীতল জলে যেন উত্তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করল। জলটাও টগবগ করে ফুটতে লাগল। তার ফলে গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তনের মুখে এল। রেল চালু হল। ডাক-তার ব্যবস্থা চালু হল। সংবাদপত্র এল। কী দ্রুত পরিবর্তন হল। স্বাধীনতা এল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চলে গেল। সামন্ততন্ত্রের বদলে জন্ম নিল পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশ হল। তারপরে ১৯৯১ সালে আবার একটা ঝড় এল। আর্থিক উদারবাদের ঝড়। বাজার অর্থনীতির ঝড়। উপভোক্তাবাদের ঝড়। মধ্যবিত্ত সমাজ আরও বিকশিত হল। পঁচিশ-ত্রিশ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত হয়ে উঠল। তাদের উচ্চাশা-প্রত্যাশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হল। বিজ্ঞাপন শিল্প এল। আর এইসবের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের পতন আর বিজেপির উত্থান। অন্য আঞ্চলিক দলগুলির বিকাশ। সে হল রাজনৈতিক ইতিহাস। এসবের মধ্যে ইন্ডিয়া আর ভারত যেন সমান্তরালভাবে এগোতে থাকল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 'পুঁইমাচা' গল্পটির কথা মনে পড়ছে। সেই গল্পের ক্ষেন্তি তার ছোট বোনকে নিয়ে একটা শীর্ণকায় পুঁইচারা ভাঙা পাঁচিলের ধারে ছোট খোলা জমিতে পুঁতছিল। তাতে রোজ জল ঢেলে ছিল। তারপরে অধিক মাত্রায় ভোজনপটু ক্ষেন্তি যখন অনেক পুঁইশাকের জন্ম হল, তখন চলে গেল শহরাঞ্চলের একটা বাড়িতে। তার বিয়ে হল। পাত্রটির দ্বিতীয় বিবাহ। সংগতিসম্পন্ন। সিমেন্ট-চুন আর ইটের ব্যবসা আছে। কিন্তু সেখানে নিগৃহীতা হল। তারপরে বসন্ত রোগে ক্ষেন্তি মারা গেল। কিন্তু ক্ষেন্তি চলে যাবার পরেও সেই বাড়ির পুঁইমাচাতে অজস্র পুঁইশাক জন্মাল। সবুজ ডগাগুলো সুপুষ্ট। শুধু পুঁইমাচা দিয়ে উপচে পড়ছে ক্ষেন্তির স্মৃতি। পুঁইগাছের প্রতি ভালোবাসার আড়ালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বাৎসল্যের যে সকরুণ চিত্র সে ছিল ভারতের কাহিনী। বিভূতিভূষণের লেখা ভারতের কাহিনী। আজ ইন্ডিয়াতে সেদিনের ক্ষেন্তিরাও বাবাকে ড্যাডি বলে ডাকছে।

ছোট শহরের আত্মাকে

নয়ের পাতার পর

'পপুলার কালচার' দিয়ে যদি বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব বলিউড ইদানীংকালে বারবার ছোট শহরগুলির গল্প বলার চেষ্টা করেছে। কখনও সেটা এসেছে 'বারেলি কি বারফি' নামক সিনেমার নাম দিয়ে, কখনও বা উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের ছোট ছোট শহরগুলির প্রেম, ভালোবাসার গল্প উঠে এসেছে 'বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া'বা 'লাপতা লেডিজ'-এ। আসলে বাজার যেখানে সেখানেই তো মানুষ, বা উলটোটা, মানুষ যেখানে, সেখানেই তো বাজার! আর এই বাজারই আজকের ভারত বা ইন্ডিয়ার মূলকথা।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

বিপাশা সাহা, বিএ প্রথম বর্ষ, মালদা কলেজ।

সুস্মিতা দাস, চতুর্থ শ্রেণি, সারদা শিশুতীর্থ, বেলাকোবা।

দেবরাজ দাস, চতুর্থ শ্রেণি, ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

অস্মিতা সরকার, দ্বিতীয় শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

সপ্তাহের সেরা ছবি

কীর্তন চলছে এক আশ্রমে। আবেগমথিত শ্রোতারা। বৃন্দাবনে এক সন্ধ্যায়। - গার্ডিয়ানের সৌজন্যে

কবিতা

আগুনের সাথে কথা বলতে বলতে
আশিস সরকার

আগুনের সাথে কথা বলতে বলতে ঝুমা দিব্যি
চলে গেল হেমন্তের দুপুরে -

জ্যোৎস্নায় সরু করিডরে একলা রাত জাগছে
লোকটা -
চরাচর ডুবে আছে বিষণ্ণ নৈঃশব্দ্যের অন্তঃস্থলে
জেগে আছে লোকটা সারা রাত
ভাষাহীন চোখে দুটো নির্বিকার তাকিয়ে আছে
শূন্যের নিভৃতে
পৃথিবীর দূর থেকে সমুদ্রের অলৌকিক বাতাসে
ঝুমার চুলের সুরভি ছুঁয়ে গেল জ্যোৎস্নার করিডর
জেগে আছে লোকটা একা যেমন চাঁদ জেগে থাকে
সারারাত রাতভোর

আলো জাগছে ধীরে ধীরে সান্ত্বনার মতো -
পাখিরা জীবনের খবর জানায় রাত জাগা -
লোকটাকে ভালোবেসে
দীর্ঘ ভালোবাসার ঝুমার চুলের বিনীত সুরভি জেগে
থাকে হৃদয়ের অমল বাতাসে।

জেগে ওঠে জীবন - পাখিদের কলতানে।

মন : ট্রায়াল ভার্সান
তিস্তা

মন আসলে একটা ট্রায়াল ভার্সান।
৩০ দিনের মেয়াদ।
তারপরই "সাবস্ক্রাইব নাও" পপ-আপ।

মন ভাবে,
এই অ্যাপের ফুল ভার্সান কি আদৌ আছে?
মাঝে মাঝে কেউ তাকে ইনস্টল করে,
কিন্তু ব্যবহার শেষ হলে আনইনস্টল করে দেয়।
"ফ্রি ট্রায়াল এক্সপায়ার্ড"

মন ভাবে,
কেন আমাকে কখনও কেউ
কিনতে চায় না?
শেষমেশ মন তার কোনায় বসে থাকে -
একটা আনফিনিশড কোডের মতো,
যার লাইসেন্স চিরকাল এক্সপায়ার।

খিদে
অনৈতা রক্ষিত

পায়েসের বাটির সাদাটুকু তুলে রাখি
আধ সেদ্ধ চালের দায় মাথা পেতে নেয়
বাজেয়াপ্ত খিদে পুলির গায়ে সূক্ষ্ম কাজ -
ওদের লুকোনো হাড়গোড়

উনুন অথবা পেট, হার মানা ধাতে নেই

পায়েসের বাটি অসার হয়
মশারি আগলে বসে থাকে রাস্তা

যানবাহনই স্বাদ বদলের ধিক্কার

দুধ সাদা চোখেও ঝলকানি দেখি
গায়ে গতরে খেটে ছিনিয়ে নিই
নিরীহ খিদের রাত!

শীতকাল ও অ্যালেন শোলীর গল্প
সম্পা পাল

শীতকাল থেকে শীৎকার চলে গেলে
পড়ে থাকে শহরের ব্যর্থ ডিভাইডার।
আমি বদলে ফেলি একটার পর একটা বিছানার চাদর।
বিশ্বাস করো আমার রক্তে কোনও দ্রোহ ছিল না।

তুমি বল জলের ক্ষয় মাপতে নেই।
সুতরাং স্রোত একটি অপচয়!
বইতে পারলে ভালো নইলে দাহকাজ।
মহানন্দা থেকে মাঝাবাড়ি- শিলিগুড়ি জানে শব্দ খোঁজা পাখির অন্ধ নিয়তি!

এই যে বিধান রোড হয়ে রোজ রোজ বাড়ি ফিরি,
কী পেয়েছি বলতে পারো?
শীতকাল পেরিয়ে যাওয়া ব্যাক স্টেজ!

জানিনা তোমার অ্যালেন শোলীর গল্পে শীতকাল ঠিক কতটা ভালো!

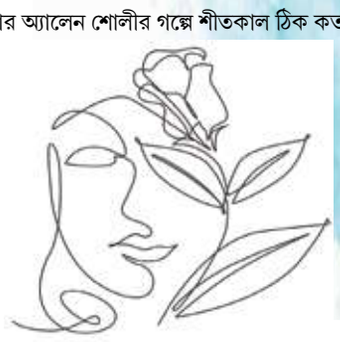

বুকে আমার নকশিকাঁথার মাঠ
অনিতা সূত্রধর

বুকে আমার আছে একটি
নকশিকাঁথার মাঠ,
রুপাই সাজুর প্রেম বিরহের
হাজারো অভিঘাত।

এক নয়নে রুপাই আমার
বাঁশিতে সুর ধরে,
আর নয়নে সাজুর ব্যথা
অশ্রু হয়ে ঝরে।

বেবুঝ বাঁশির হাজারো সুর
হরেক কথা বলে,
বুকের মাঝে অশ্রুধারা
নদী হয়ে চলে।

রুপাই সাজুর করুণ ব্যথা
ভাসায় অশ্রু জলে,
আমার বুকে নদীর ধারা
নিত্য বয়ে চলে।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

মূলাজোড়ের দেবী ব্রহ্মময়ী

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ৩১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মিকী প্রতিভা' নৃত্যনাট্যে আমরা দেখি দেবী কালীর স্থলে দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মেতেছেন ডাকাত সর্দার। বাংলার নবজাগরণের অংশ রূপে রবীন্দ্রনাথের পরিবারকে আমরা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে দেখি। সংগীতে, নৃত্যে, ব্রাহ্ম নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে, আধুনিক নারীর উত্থানে এই পরিবারের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর পরিবারের উত্থান আমাদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে যে ব্রাহ্মসমাজের সূচনা হয়েছিল তার উত্তরাধিকারী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাবনায়। এই পরিবর্তিত ধারণারই অনুসরণকারী ছিলেন এই ঠাকুর পরিবার। ব্রাহ্ম পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে দেবদেবী ভাবনার খুব বেশি অনুসারী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশেষত, তাঁকে দেবী কালী প্রসঙ্গে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়নি। কিন্তু এই পরিবারের মধ্যেই সূচনা হয়েছিল কালী আরাধনার একটি ধারা। যে ধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল শ্যামনগরের মূলাজোড় ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ির। আজ আমরা এই মন্দিরের কাহিনী, তার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করব।

মূলাজোড়ে যে কালী বিরাজিতা তিনি গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। আমরা গোপীমোহন ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বিষয়ে একটু চোখ বুলিয়ে নেব। এই ঠাকুর পরিবার আদতে ছিলেন কুশারী উপাধিধারী। কুশারীরা হলেন মূলত উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে আগত ভট্টনারায়ণের পুত্র দীনু কুশারীর বংশজাত। অর্থাৎ এঁদের উৎপত্তি বাংলার বাইরে। পরবর্তীকালে এঁরা চারিদিকে ছড়িয়ে গেলেও খুলনার পিঠাভোগের কুশারী বংশোদ্ভূত ঠাকুররাই কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন।

শোনা যায় খুলনার পিঠাভোগে কুশারী পরিবারের মহেশ্বর ও তাঁর ছেলে পঞ্চানন কুশারী জ্ঞাতি কলহের কারণে খুলনা ত্যাগ করে তৎকালের গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসেন। গোবিন্দপুর পরবর্তীতে কলকাতা হয়ে উঠলেও তখন ছিল একটি গ্রাম মাত্র। প্রথমত, তাঁরা গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করে জাহাজের ব্যবসায় জড়িত হন। ব্রাহ্মণ বংশ বলে সকলে তাঁদের 'ঠাকুরমশাই' নামে ডাকতে শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসন কায়েম হলে এই পরিবার নিজেদের 'ঠাকুর' পদবিতে চিহ্নিত করতে থাকেন। এই হল ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তির মূল ইতিহাস।

পঞ্চানন কুশারীর দুই ছেলে ছিল, জয়রাম আর রামসন্তোষ। কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর ইংরেজদের অধীনে আসার পর ১৭০৭ সালে প্রথম জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। জরিপের কাজে দুইজন আমিনের বা তদারকির জন্য বিশেষ পদ প্রয়োজন হলে পঞ্চানন কুশারীর অনুরোধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টর শেল্ডন সাহেব তাঁর দুই পুত্রকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন। জয়রাম ও রামসন্তোষ সেই কাজে অত্যন্ত যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার দক্ষিণে ৩৮টি গ্রাম কেনে। সেই গ্রামগুলির জরিপের কাজও লাভ করেন এই দুই ভাই। জমি জরিপের আমিনের পদেই এই বংশ ধীরে ধীরে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন।

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেন পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম। তাঁর চার পুত্র আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম। একটি কন্যা ছিলেন, নাম ছিল সিদ্ধেশ্বরী। আবার এই চারজনের মধ্যে তৃতীয় পুত্র দর্পনারায়ণের ছেলের নাম গোপীমোহন। ১৮০৯ সালে মতান্তরে ১৮১২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বা ৩১ বৈশাখ, মূলাজোড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন গোপীমোহন ঠাকুর। গোপীমোহনের ছয় ছেলে এক মেয়ে। এই ছয় ছেলে হলেন সূর্যকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও হরকুমার ঠাকুর এবং একমাত্র কন্যা ব্রহ্মময়ী। এই ব্রহ্মময়ীর নামেই কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পিছনে জড়িয়ে আছে এক করুণ ইতিহাসের অধ্যায়।

পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন কৌলীন্যপ্রথার জন্য নয় বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দিতে হত। এই প্রথাকে বলা হত গৌরীদান। ঠাকুর পরিবার এর ব্যতিক্রম ছিল না। শোনা যায় গোপীমোহন ঠাকুরের একমাত্র মেয়ে ব্রহ্মময়ীর বিয়ে স্থির হয়েছিল আট বছর বয়সে। বিবাহের দিন জোড়াসাঁকোর নতুনবাজার গঙ্গার ঘাটে কিংবা পাথুরিয়াঘাটার ঘাটে গোপীমোহনের কন্যা ব্রহ্মময়ীকে পালকি করে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তখন, পর্দানশিন সমাজ, গঙ্গার ঘাটে পালকি করে নিয়ে গিয়ে পালকি থেকে নেমে গঙ্গায় স্নান করতে যেত না মেয়েরা। তাঁদের স্নান করানোর জন্য পালকি শুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হত। পালকির মধ্য থেকেই স্নান করতেন মেয়েরা। ব্রহ্মময়ীকেও সেই রকমভাবে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে পালকি শুদ্ধ ডুবিয়ে দিলেন পালকিবাহকেরা। পালকি সহ ডুব দিলেন ব্রহ্মময়ী। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পালকিবাহকেরা পালকিকে উঠিয়ে আর ব্রহ্মময়ীকে দেখতে পেলেন না। নদীর জলে অনেক খুঁজেও মেয়েকে খুঁজে পেলেন না গোপীমোহন। তিনি কন্যাকে হারিয়ে একেবারে অসুস্থ ও উন্মাদপ্রায় হয়ে গেলেন।

এইভাবে দশ-পনেরো দিন অতিক্রান্ত হল। একদিন গোপীমোহন স্বপ্ন দেখলেন কন্যা ব্রহ্মময়ী তাঁকে বলছেন, 'আমাকে মাতৃরূপে মূলাজোড় গ্রামে পাবে। সেই মাতৃরূপেই প্রতিষ্ঠা করো, কন্যারূপে আমাকে আর পাবে না।' দ্বিতীয় মতে, স্বপ্নে ব্রহ্মময়ী বলেছিলেন, 'বাবা, আমি মূলাজোড়ে আছি। আমাকে তুমি মূর্তি রূপে পাবে।'

এই স্বপ্ন দেখে দেবীর আদেশ পেয়েছেন মনে করে গোপীমোহন ঠাকুর গঙ্গার পথে ঘুরতে ঘুরতে মূলাজোড়ে উপস্থিত হলেন। তখন সেই অঞ্চলে ছিল গভীর জঙ্গল। গোপীমোহন দেখলেন সেই মূলাজোড়ের গঙ্গার তীরে একটি দেবীমূর্তি বিরাজিত হয়ে রয়েছেন আর তার পায়ের তলায় শায়িত শিব। কেবল তাই নয়, সেখানেই তিনি ব্রহ্মময়ীর দেহ খুঁজে পান। আবার দ্বিতীয় মতে, বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে গোপীমোহন দেখেছিলেন একটি কালো পাথর নদীর জলে অর্ধপ্রোথিত হয়ে রয়েছে। গোপীমোহন সেই পাথর দিয়ে দেবী মূর্তি গঠন করিয়েছিলেন।

এই ধারণার কোনটি সঠিক তা আমরা জানি না। তবে আমাদের মনে হয় গোপীমোহন একটি মূর্তিকেই গঙ্গার ঘাটে অতি সাধারণভাবে পূজিত হতে দেখেছিলেন। কারণ আমরা এই মন্দিরের বিষয়ে আলোচনা করলে দেখব এই ধারণা সত্য হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে। শোনা যায় মূর্তি দেখে গোপীমোহন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, এই দেবী পূর্বে দক্ষিণমুখী ছিলেন।

একবার শাক্তসাধক রামপ্রসাদ গঙ্গা দিয়ে হালিশহরে তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। এই সময় তাঁর কণ্ঠজাত সুখস্রাবী সুরে মুগ্ধ হয়ে দেবী পশ্চিমমুখী হয়ে উঠেছিলেন। যদিও গোপীমোহনের কন্যার সঙ্গে এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার কাহিনী জড়িয়ে গিয়েছে তবু বলা হয় মন্দিরের চারিদিক ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মূর্তির কোনও পরিবর্তন করেননি গোপীমোহন। মন্দিরের কাঠামোয় নাকি পরিবর্তন আনেননি। কেবল মন্দিরের দ্বারদেশে দুটি শ্বেতপাথর নির্মিত সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু লোককথা অনুযায়ী একটা মতে গোপীমোহন মূলাজোড়ে এসে দেবীকে দেখতে পেয়ে সেই স্থানে এসে নতুনভাবে বিরাট মন্দির স্থাপন করলেন। এই নবনির্মিত মন্দির হল নবরত্ন মন্দির। মূল দেবীর নাম গোপীমোহন নিজের মেয়ের নাম ব্রহ্মময়ীর নামে রেখেছিলেন। তাই দেবী তখন থেকে দেবী ব্রহ্মময়ী নামে পরিচিতা হতে লাগলেন। দেবীপূজার জন্য আরামবাগ থেকে পণ্ডিত আনা হয়েছিল। এর সঙ্গে প্রায় একশো বছরের প্রাচীন গোপালজিউ-এর মূর্তি পাথুরিয়াঘাটায় গৃহদেবতা রূপে পূজিত হতেন। তিনিও এই মন্দির চত্বরে পৃথক মন্দিরে স্থানলাভ করলেন।

আমরা দেখি দেবী মন্দির স্থাপনার জন্য চারপাশের বহু জমি কিনে নিয়েছিলেন গোপীমোহন। তখন তাঁরা বিশাল জমিদার। অর্থের কোনও অভাব নেই। গোপীমোহন অনেক পরিমাণ জমি কিনে সেই জমিতে তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত বিষয় সম্পত্তিকে তিনি দেবী ব্রহ্মময়ী দেবোত্তর সম্পত্তির অধীন করে গিয়েছিলেন। সেই জমিতে এখন বিরাট বাজার, আর সেই বাজার থেকে যে ভাড়া আসে সেই ভাড়ার অর্থ থেকে দেবীর খরচ নির্বাহ করা হয়। সেটাই হল দেবী মন্দির চালনার প্রধান উপায়।

দেবীর সেবায়েত প্রথম হয়েছিলেন চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মন্দিরের বাম ও ডান দিকে ছয়টি করে শিব মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন গোপীমোহন। কিন্তু এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পরলোকগমন করেন। তখন ১৮১৮ সাল, এর পর মন্দিরের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রসন্নকুমার ও হরকুমারের ওপর। হরকুমার মূলাজোড়ে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন এবং বাইরের দিকে আরও তিনটি অতিরিক্ত শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়। এগুলি নাকি তৎকালীন বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য। এই তিন শিবলিঙ্গের নাম আনন্দশংকর, গোপীশংকর এবং হরশংকর। আর দ্বাদশ শিবলিঙ্গের নাম হরকুমার দিয়েছিলেন, মহাকালেশ্বর, কেদারনাথ, সোমনাথ, ওঁকারেশ্বর, মল্লিকার্জুন, ভীমশংকর, কাশী বিশ্বনাথ, ত্র্যম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর এবং ঘৃষ্ণেশ্বর-দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের নাম অনুসারে। শিব মন্দিরগুলির মধ্যে দশটি আটচালা, দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এখানে একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ বা বাণলিঙ্গের মন্দিরও বর্তমান। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আমলে মূলাজোড় কালীবাড়ির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কালী মন্দিরের সামনে নাটমন্দির তিনিই স্থাপন করেন।

এই সময় তাঁরা মন্দিরের পাশে মূলাজোড় দাতব্য চিকিৎসালয় করেছিলেন। তার পাশেই ছিল মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ। লোকমতে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নাকি এই কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকুমারের জীবনকালের সঙ্গে এটি মেলে না। আমরা আগেই বলেছি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ বেশ কিছু কালী মন্দিরের দেখা আমরা পাই। যারা কোনও না কোনওভাবে এই মন্দিরের সঙ্গে নিজেদের সাদৃশ্যকে প্রচার করতে আগ্রহী। গোপীমোহনের প্রতিষ্ঠিত মূলাজোড়ের মন্দির তাদেরই মধ্যে একটি। শোনা যায় রানি রাসমণি নাকি এই মূলাজোড় দেবী মন্দির খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি প্রায়ই এখানে আসতেন শান্তির খোঁজে। এই মন্দিরের প্রভাব তাঁর ওপর এতটাই গভীর ছিল যে পরবর্তীতে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির গঠনের সময় তিনি দেবী মন্দিরটি মূলাজোড় নবরত্ন দেবী মন্দিরের আদলে গড়ে তুলেছিলেন।

> **একদিন গোপীমোহন স্বপ্ন দেখলেন কন্যা ব্রহ্মময়ী তাঁকে বলছেন, 'আমাকে মাতৃরূপে মূলাজোড় গ্রামে পাবে। সেই মাতৃরূপেই প্রতিষ্ঠা করো, কন্যারূপে আমাকে আর পাবে না।' দ্বিতীয় মতে, স্বপ্নে ব্রহ্মময়ী বলেছিলেন, 'বাবা, আমি মূলাজোড়ে আছি। আমাকে তুমি মূর্তি রূপে পাবে।'এই স্বপ্ন দেখে দেবীর আদেশ পেয়েছেন মনে করে গোপীমোহন ঠাকুর গঙ্গার পথে ঘুরতে ঘুরতে মূলাজোড়ে উপস্থিত হলেন।**

দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে দেবী ব্রহ্মময়ীর সাদৃশ্যও সকলকে অভিভূত করে। এই মন্দিরে দেবী মন্দিরের দুইপাশে ছয়টি ছয়টি করে মোট বারোটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরেও আমরা দ্বাদশ শিব মন্দিরের দেখা পাই। এই শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গগুলির প্রত্যেকটির এক একটি নাম খোদাই করা ছিল। মন্দিরের গায়ে চিহ্নিত নামগুলি এখন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে যেতে একেবারেই মুছে গিয়েছে। সঙ্গে আছে একটি রাধামাধব গোপাল মন্দিরও। আশ্চর্যের ব্যাপার এই মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যেই একটি বহু প্রাচীন কালো রঙের বিষ্ণু মূর্তির দেখা পাওয়া যায়। এই মূর্তি কোথা থেকে এল তা কেউ জানেন না। বলা হয় মূর্তি প্রথম থেকেই মন্দিরে ছিল, গোপীমোহন তা প্রতিষ্ঠা করেন মাত্র। তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে মন্দির নিশ্চয়ই পাল যুগের সমসাময়িক হবে। কারণ মূর্তির গঠন এমনই বলে মনে হয়। যদিও কালী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার আগেই রাধামাধবের মন্দির চোখে পড়বে। তবে তা খুব বেশি প্রাচীন নয়। মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরেকটি বিষয় খুব প্রণিধানযোগ্য তা হল মন্দিরের দেবী বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রধান উৎসব হয় ১ পৌষ থেকে ১ মাঘ পর্যন্ত। এই এক মাস এই মন্দির চত্বরে বিরাট মেলা বসে। এই মেলার সময় দেবীকে যাঁরা পুজো দিতে আসেন তাঁরা পুজোর ডালায় জোড়া মুলো রাখেন। দেবী জোড়া মুলো দিয়ে পূজিত হন বলে মূলাজোড়ের কালী নামে তিনি প্রতিষ্ঠিতা। আমরা সাধারণভাবে পৌষকালীকে মুলো দিয়ে পুজো করি।

এর সঙ্গে গোপীমোহন-এর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী কালীর কী সম্বন্ধ তা ঠিক নির্ণয় করা গেল না। এই দেবী আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আমরা জানি, মনে হয় তিনি হয়তো বা পৌষকালীরূপে বিরাজিত ছিলেন। গোপীমোহন সেই দেবীকেই স্বপ্নাদেশ লাভের পর ব্রহ্মময়ী কালীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে নতুন মন্দির ঠাকুর পরবারেরই প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে বিশ্বকবির পূর্বপুরুষ গোপীমোহন ঠাকুর দেবীকে নিয়ে একটি গান রচনা করে গিয়েছেন। গান রচনায় তিনি কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। যে গানের কথা তাঁর কালীভক্তির উদাহরণ রূপে চিহ্নিত করা যায়। মন্দিরের গায়ে কালো পাথরের ফলকে এই গানটি মুদ্রিত রয়েছে। আমরা সেই গানটিকে তুলে ধরলাম।

(রাগিনী গৌড়,সব্যঙ্গ।)
" শিবে শবাসনা লোল রসনা,
ভীষণা দিগ্বসনা বিকট দর্শনা।
লজ্জারূপা নাহি লজ্জা,
মেয়ে হয়ে রণসজ্জা।
রুধির মগনা।
সভয়া অভয়া বরে
সতী নিজ পতি পরে
একি বিবেচনা!
কহিছে গোপীমোহনে
ঐরূপ জাগে মনে
কালী ত্রিনয়না।।

মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রসন্নকুমার প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে বরাদ্দ করেন।

জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমলে সাধক বামাখ্যাপা মূলাজোড় কালী মন্দিরে আসেন এবং এখানে কিছুদিন সাধনা করেছিলেন বলে কথিত আছে। তখন মূলাজোড়ের প্রধান পুরোহিত ছিলেন চন্দ্রনাথের পুত্র রামনাথ মুখোপাধ্যায়। রামনাথ ব্যামাখ্যাপার সংস্পর্শে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। ব্যামাখ্যাপা দীনদরিদ্র মানুষের সেবা করার জন্য জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আদেশ দেন। সেই সময় থেকে মূলাজোড়ে এলাহি ভোগের ব্যবস্থা করা হতে থাকে। যার ফলে দুঃখী দরিদ্র মানুষ মন্দিরে গেলেই অন্ন পেতেন।

এখন আর সেদিন নেই। এই মূলাজোড় গ্রাম কিন্তু খুবই ঐতিহ্যবাহী। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এই মূলাজোড়ে বসেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। লর্ড ডালহৌসির আমলে রেলপথ প্রতিষ্ঠার সময় মূলাজোড় স্টেশনের নাম রাখেন শ্যামনগর। কিন্তু এখনও প্রাচীন সাহিত্যে এবং এই দেবালয়ের ইতিহাসে মূলাজোড় নামটি সংযুক্ত হয়ে রয়েছে।

অর্থ সংবাদ

সুদ কমার আগে লগ্নি করুন এফডিতে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিগত কয়েক মাস লাগাতার পতন চলছে শেয়ার বাজারে। লগ্নি সুরক্ষিত করতে অনেকেই এখন ভাবছেন নিরাপদ লগ্নির কথা। সেক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি)। দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে যা দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। এখন বিভিন্ন ব্যাংকে ৮ শতাংশেরও বেশি সুদ পাওয়া যাচ্ছে এফডিতে। আগামী দিনে রিজার্ভ ব্যাংক রেপো রেট কমালে এই হার কমতে পারে। এই কথা বিবেচনা করলে এফডি করার আদর্শ সময় এখনই।

ফিক্সড ডিপোজিট করার আগে কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে লগ্নিকারীদের—

■ পোস্ট অফিস, সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক, এনবিএফসি-তে ফিক্সড ডিপোজিট করা যায়।

■ ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ সাধারণত ৭ দিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হয়।

■ কিউমুলেটিভ এফডিতে সুদ পুনরায় বিনিয়োগ করা যায়। নন কিউমুলেটিভ এফডিতে নিয়মিত সুদের পে আউট পাওয়া যায়।

■ প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সাধারণ এফডির তুলনায় বেশি সুদ পাওয়া যায়।

■ সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফ্লেক্সি এফডি করা যায় অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স একটা সীমার বেশি হলে অতিরিক্ত তহবিল এফডি অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হয়।

■ এফডিকে বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া যায়।

■ মেয়াদ শেষের আগে এফডি থেকে টাকা তুলে নিলে জরিমানা দিতে হয়।

■ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, সমাজ, সমিতি, ট্রাস্ট, একক মালিকানা বা পার্টনারশিপ ফার্মও এফডি করতে পারে।

■ এফডিতে প্রাপ্ত সুদ অন্য উৎস থেকে আয় হিসেবে করযোগ্য। আপনার মোট আয়ের সঙ্গে এই সুদ যোগ হবে এবং প্রযোজ্য স্ল্যাব অনুযায়ী আয়কর দিতে হবে।

■ এফডিতে অর্জিত সুদের ওপর টিডিএস দিতে হয়। কোনও অর্থবর্ষে ৪০ হাজার টাকার বেশি সুদ পেলে টিডিএস কাটা হয়। প্রবীণদের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক ৫০ হাজার।

■ ট্যাক্স সেভার 'এফডি'-তে আয়কর আইনের ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়। তবে তা পুরোনো কর কাঠামোয় প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ লগ্নির অঙ্ক ১.৫ লক্ষ টাকা এবং লক-ইন পিরিয়ড ৫ বছর।

■ এফডি ডিপোজিট ইনসুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন দ্বারা বিমাকৃত করা হয়।

পোস্ট অফিস, ব্যাংক এবং এনবিএফসি-তে ফিক্সড ডিপোজিট করার আগে কে কেমন সুদ দিচ্ছে তা পর্যালোচনা করাও জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়। মেয়াদ এবং সুদের হার পর্যালোচনা করার আগে লগ্নিকারীর আর্থিক লক্ষ্যও নির্ধারণ করা জরুরি।

পোস্ট অফিস

অনেকেই ব্যাংকের তুলনায় পোস্ট অফিসে লেনদেন করায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে পোস্ট অফিসে সুদের হার বেসরকারি এবং এনবিএফসির তুলনায় সাধারণত কমই হয়।

মেয়াদ	সুদের হার (%)
১ বছর	৬.৯
১-২ বছর	৭.০

মেয়াদ	সুদের হার (%)
২-৩ বছর	৭.১
৩-৫ বছর	৭.৫

বেসরকারি ব্যাংক

সাধারণত পোস্ট অফিস বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তুলনায় এফডিতে বেশি সুদ দেয় দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলি। তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি মেয়াদের জন্য ৮ শতাংশেরও বেশি সুদ দেয় কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক। দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকের সর্বোচ্চ সুদের এফডিগুলি—

ব্যাংক	মেয়াদ	সুদের হার (%)
আইসিআইসিআই ব্যাংক	১ বছর ৩ মাস - ২ বছর	৭.২৫
এইচডিএফসি ব্যাংক	৫৫ মাস	৭.৪০
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক	৪০০-৫০০ দিন	৭.৯০
ইন্ডাস ইন্ড ব্যাংক	১ বছর ৫ মাস -১ বছর ৬ মাস	৭.৯৯
আরবিএল ব্যাংক	৫০০ দিন	৮.০০
বন্ধন ব্যাংক	১ বছর	৮.০৫
ডিসিবি ব্যাংক	১৯-২০ মাস	৮.০৫

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

এফডি-তে প্রাপ্ত সুদের বিচারে পোস্ট অফিস বা বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি। দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক নিরাপত্তা বিচার করলে অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এখনও অনেকের কাছে প্রথম পছন্দ। বিশেষ কিছু মেয়াদের ক্ষেত্রে ভালো সুদ দিচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক—

ব্যাংক	মেয়াদ	সুদের হার
এসবিআই	৪৪৪দিন	৭.২৫ শতাংশ
পিএনবি	৪০০দিন	৭.২৫ শতাংশ
ব্যাংক অফ বরোদা	৪০০ দিন	৭.৩০ শতাংশ
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া	৪০০ দিন	৭.৩০ শতাংশ
ইন্ডিয়ান ব্যাংক	৪০০ দিন	৭.৩০ শতাংশ
ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র	৩৩৩ দিন	৭.৩৫ শতাংশ
কানারা ব্যাংক	৩-৫ বছর	৭.৪০ শতাংশ

স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক

ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে স্মল ফিন্যান্স ব্যাংকগুলি। কয়েকটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক তো ৯ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দেয়। যাঁরা উঁচু রিটার্ন পেতে চান তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে দেশের স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক।

ব্যাংক	মেয়াদ	সুদের হার শতাংশ
ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	১০০১ দিন	৯
নর্থ-ইস্ট স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৫৪৬ দিন	৯
সূর্যোদয় স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	২-৩ বছর	৮.৬
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	২-৩ বছর	৮.৫
ইকুইটাস স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	৮৮৮ দিন	৮.২৫
জানা স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	১-৩ বছর	৮.২৫
উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	১ বছর	৮.২৫
এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক	১৮ মাস	৮.০

করোনা পরবর্তী সময়ে মূল্যবৃদ্ধির হার রুখতে লাগাতার রেপো রেট বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে রেপো রেট ৬.৫ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির হার এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এর পাশাপাশি জিডিপি বৃদ্ধির হার কমছে। তাই আগামী দিনে রেপো রেট কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে শীর্ষ ব্যাংক। বিভিন্ন মহলের অনুমান, চলতি বছরে ০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত রেপো রেট কমানো হতে পারে। রেপো রেট কমলে এফডিতেও সুদের হার আগামী দিনে কমবে। তাই হাতে লগ্নিযোগ্য তহবিল থাকলে বেশি রিটার্ন পেতে এফডি-তে লগ্নির এখনই আদর্শ সময়।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বাজেটের আগে প্রত্যাশামতোই অস্থির হয়েছে শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহের পাঁচটি লেনদেনের দিনে ওঠানামার ধারা বজায় রাখলেও সপ্তাহ শেষে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি সূচক সেনসেক্স ও নিফটির অবস্থানে। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৪২৮.৮৭ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৭৬,১৯০.৪৬ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি পৌঁছেছে ২৩,০৯২.২০ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় নিফটি নেমেছে ১১১ পয়েন্ট। ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ততদিন শেয়ার বাজারে বড় অঙ্কের ওঠানামা দেখা যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত বড় অঙ্কের লোকসানের মুখে লগ্নিকারীদের ফেলতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতার নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল তৃতীয় কোয়ার্টারে বিভিন্ন সংস্থার খারাপ ফল, বেশ কয়েকটি সংস্থার শেয়ারদরে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির লাগাতার শেয়ার বিক্রি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতি, বাজেট ঘিরে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সারির যে কোনও সংস্থার ফল প্রত্যাশিত না হলেও বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রবণতা বাড়ছে। লার্জ ক্যাপ শেয়ারগুলির তুলনায় বেশি পড়ছে মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারের দাম। বিগত বছরের অক্টোবর থেকে টানা শেয়ার বিক্রি করে চলেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। চলতি জানুয়ারিতেই বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি ৬৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে। যার প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। ২০ জানুয়ারি শপথ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর চড়া শুল্কনীতি নিয়েও আশঙ্কা বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারগুলিতে এর প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি এবারের বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। তার কতটা পূরণ হবে, তা নিয়েও সন্দিহান লগ্নিকারীরা। সব মিলিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে চরম অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে।

আগামী শনিবার বাজেটের দিন লেনদেন হবে শেয়ার বাজারে। সব মিলিয়ে আগামী সপ্তাহের ৬ দিনই শেয়ার বাজার খোলা থাকবে। এই ছয়দিন শেয়ার বাজারে বড় অঙ্কের উত্থান-পতন হতে পারে। ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এই দিনগুলি সামাল দিতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি না করে কম দামে গুণগত মানের ভালো শেয়ার কেনা যেতে পারে। এককালীন লগ্নি না করে লগ্নি করতে হবে ধাপে ধাপে। এই মুহূর্তে মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারে নয়, নজর দিতে হবে লার্জ ক্যাপ শেয়ারে। শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালে এই লার্জ ক্যাপ শেয়ার বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **ইরকন ইন্ট :** বর্তমান মূল্য-২০৫.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫২/১৭৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৯০-২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৩২২, টার্গেট-৩১৫।

■ **আইওসি :** বর্তমান মূল্য-১২৮.২৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৭/১২১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮১১১৯, টার্গেট-১৬৮।

■ **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৯৮.৩৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮/৯০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৭৮৪, টার্গেট-১৫৬।

■ **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৫৬.৫১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ৩৪৫/২২৩, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৮-২৪৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২২৬৯৬, টার্গেট-৩১০।

■ **আইসিআইসিআই ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১২০৯.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৬২/৯৮৫, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৫৩৭৬৮, টার্গেট-১৪৫০।

■ **এসজেভিএন :** বর্তমান মূল্য-৯৫.৪৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০/৯০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৫১৩, টার্গেট-১৪২।

■ **জিও ফিন্যান্সিয়াল :** বর্তমান মূল্য-২৪৪.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৫/২৪০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৩০-২৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৫৩০৬, টার্গেট-৩২০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : টিভিএস মোটর

সেক্টর : অটোমোবাইল ● **বর্তমান মূল্য :** ২২৭০ ● **এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন :** ২৯৫৮/১৮৭৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১,০৭,৮৭৮ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১৬৩.৩২ ● ডিভিডেন্ড ইল্ড : ০.৩৫ ● **ইপিএস :** ৩৯.৭২ ● **পিই :** ৫৭.১৭ ● **পিবি :** ১৩.৯১ ● **আরওসিই :** ১৪.৭ শতাংশ ● **আরওই :** ২৬.৬ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৮৫০

একনজরে

■ টিভিএস মোটর টু হুইলার এবং থ্রি হুইলার ছাড়াও তাদের যন্ত্রাংশও তৈরি করে।

■ স্কুটার, মোটরসাইকেল, মফেড এবং অটো তৈরির পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক অটো তৈরি করে।

■ সংস্থার জনপ্রিয় মডেলগুলির মধ্যে অন্যতম হল জুপিটার, এনটর্ক, জেস্ট, আপাচি, রেইডার, রেডিয়ন, কিং ইত্যাদি।

■ দেশে তিনটি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার- হোসুর (তামিলনাড়ু), মাইসোর (কর্ণাটক) এবং নলাগড় (হিমাচলপ্রদেশ)। দেশের বাইরে ইন্দোনেশিয়াতেও এই সংস্থার কারখানা আছে।

■ ইভি তৈরির পাশাপাশি তা আগামী দিনে আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

■ দেশের বাইরে রপ্তানিও বাড়াচ্ছে এই সংস্থা। যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার সেগুলি হল-নাইজিরিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, ইথিওপিয়া, গিনি, ইউএই, কেনিয়া, কঙ্গো ইত্যাদি।

■ বছরে ৫৫ লক্ষ টু হুইলার এবং ২ লক্ষ থ্রি হুইলার নির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে এই সংস্থার।

■ আগামী দিনে ইভি এবং তেল সাশ্রয়কারী বেশ কয়েকটি মডেল আনার পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

■ ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমাচ্ছে এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে ১৮.২ শতাংশ হারে মুনাফা বাড়িয়েছে টিভিএস মোটর।

■ এই সংস্থা নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়।

■ ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আয় ১৩.৭৮ শতাংশ বেড়ে ২১৩০১.৬৮ কোটি টাকা এবং মুনাফা ৪৫.০৮ শতাংশ বেড়ে ৫৬০.৪৯ কোটি টাকা হয়েছিল। তৃতীয় কোয়ার্টারেও ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।

■ সাম্প্রতিক সংশোধনে সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে ২০ শতাংশেরও বেশি নেমে এসেছে এই সংস্থার শেয়ারদর।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

পতন ঠেকানো যাচ্ছে না শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

একদিকে আমেরিকার শেয়ার বাজারে উন্মাদনা তুঙ্গে, অন্যদিকে দিনের পর দিন ভারতীয় শেয়ার বাজারে সংশোধন চলছে। এমনিতে এই বছর সেনসেক্সে পতন হয়েছে ২.৪৯ শতাংশ এবং নিফটিতে ২.৩৪ শতাংশ। মনে হতেই পারে সংশোধন কোথায়। কিন্তু বৃহত্তর বাজারে বিভিন্ন শেয়ারে কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসে যা পতন এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। যেমন - নিউজেন সফটওয়্যার ৩৪.৭ শতাংশ, এজিস লজিস্টিক্স ৩৪.৮৯ শতাংশ, আইটিআই ৪১.৯ শতাংশ, কল্যাণ জুয়েলার্স ৪২.৩২ শতাংশ, অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেড ৩৩.৩৬ শতাংশ (ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে তার ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছিল অ্যাঞ্জেল)। টেকনো ইলেক্ট্রিক বিগত এক মাসে ৩৫.৪৬ শতাংশ, কেইসি ইন্টারন্যাশনাল ৩২.৮৯ শতাংশ, নেটওয়ার্ক ১৮ ৩১.৭৮ শতাংশ, সায়েন্ট লিমিটেড ৩১.৩৮ শতাংশ, গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ৩১.১৪ শতাংশ, মোতিলাল অসওয়াল ৩০.৫৬ শতাংশ, স্টারলিং অ্যান্ড উইলসন ২৯ শতাংশ, স্যালে হোটেলস ২৭.২৭ শতাংশ, ট্রেন্ট ২৬.৭৩ শতাংশ, জোম্যাটো ২৬.০৬ শতাংশ প্রভৃতি ছোট, মাঝারি, বড় সব ধরনের শেয়ারেই পতন চলে এসেছে।

অসংখ্য শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে। আদানি উইলমার, অ্যাডভান্সড এনজাইম, অ্যাপোলো টায়ারস, অ্যাক্সিস ব্যাংক, বাজাজ হোল্ডিং, বালাজি অ্যামাইনস, সেরা স্যানিটারি, চেন্নাই পেট্রো, সায়েন্ট, জে কর্প, কানসাই নেরোল্যাক, লা ওপালা আরজি, আরআর কেবল, স্যানোফি ইন্ডিয়া, সোনা বিএলডব্লিউ, টাটা টেকনলজি, ওয়ারি এনার্জি—এরা সবাই বিনিয়োগকারীদের চিন্তা বাড়িয়েছে। এমন অবস্থায় যে কোম্পানিগুলি তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল ভালো করেছে, তাতে হয় কিছুটা বৃদ্ধি আসছে নতুবা অত্যধিক পতন থেকে বেঁচে যাচ্ছে। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের মনের মতো ফলাফল না হলেই তাতে বিক্রির চাপ বেড়ে যাচ্ছে। তেজস নেটওয়ার্ক, স্পন্দনা স্ফূর্তি, আদিত্য বিড়লা রিটেল, ক্রেডিট অ্যাক্সিস গ্রামীণ, আরবিএল ব্যাংক, র‍্যালিস ইন্ডিয়া, সাসকেন টেকনলজি ভালো করতে পারেনি এবং তাতে জোরদার সংশোধন এসেছে। এমনিতেই

মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি এবং স্মল ফিন্যান্স ব্যাংকগুলির অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না বিগত কয়েকমাস ধরে। এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের পর বিভিন্ন স্টক পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। গ্রস এবং নেট এনপিএ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেভেনিউ করেছে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে চলে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, এদের হাল ফিরতে বেশ খানিকটা সময় আরও লেগে যেতে পারে।

শুক্রবার আইটি কোম্পানি সায়েন্ট বিভিন্ন কারণে ২৩ শতাংশের ওপর পতন দেখে। ডিসেম্বর কোয়ার্টারে মোট লাভ কমে যাওয়া, তাদের সিইও কার্তিকেয়ন নটরাজনের পদত্যাগ, মার্জিন গাইডেন্সের ক্ষেত্রে কোনও সদর্থক দিশা দেখাতে না পারার ফলে বিনিয়োগকারীরা হতাশ হয়ে এই কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করেছেন। এক নয়, একাধিক কারণে ভারতের শেয়ার বাজারে পতন অব্যাহত। প্রথমত, এফআইআইরা জানুয়ারি মাসে বিপুল পরিমাণে শেয়ার বিক্রি করেছেন। এখনও পর্যন্ত তারা মোট বিক্রি করেছেন ৬৯,০৮০.১৪ কোটি টাকার শেয়ার। আমেরিকার বাজারে যে উদ্দীপনা চলছে তারই অংশীদার হতে এই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতে শেয়ার বিক্রি করে সেই দেশে বিনিয়োগ করতে ছুটেছেন। যদিও ডলার শুক্রবার বেশ কিছুটা দুর্বল হয়েছে, তথাপি কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই ডলার ৩৬ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৪ জানুয়ারি ২০২৪-এ প্রতি ডলার ট্রেড করছিল ৮৩.১০ টাকায়। ডলার ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়ায় তাতে ভারতে মোট আমদানির খরচ দারুণভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

যেটা বিনিয়োগকারীদের দারুণ ভাবাচ্ছে তা হল বিভিন্ন কোম্পানির হতাশাজনক ত্রৈমাসিক ফলাফল এবং তাদের চড়া দাম। কয়েকশো শেয়ারে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পতন এলেও এখনও বহু সেক্টরের বিভিন্ন শেয়ারের দাম কিন্তু বিনিয়োগকারীদের স্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারেনি। খেয়াল করলে বোঝা যাবে, যে সেক্টরগুলি বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য দারুণ সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তারা কিন্তু গত কয়েকমাস ধরেই থমকে গিয়েছে। রেলওয়েজ, ডিফেন্স, পিএসইউ ব্যাংক এসবগুলিই এখন বিনিয়োগকারীদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনের সপ্তাহটিতে শেয়ার বাজারে যে দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেতে পারে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আইটি এবং এফএমসিজি বাদ দিলে গড়ে সব সেক্টরেই পতন আসে শুক্রবার। কেন্দ্রীয় বাজেটের জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে মানুষ। একটু এদিক-ওদিক হলেই বাজারের মেজাজ খারাপ হতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

Sunetra'z
Vision Redefined
AN UNIT OF MAYA SANYAL CLINIC AND NURSING HOME
বিনামূল্যে চোখের ওষুধ
চোখের পর্দার পরীক্ষা
চোখের ছানি অপারেশনেরও ব্যবস্থা আছে
মাত্র ১ টাকায় চশমার ফ্রেম
T&C
DR. AMITABHA CHAKRABORTY
Doctor is an Experienced Phaco Surgeon and Medical Retina Specialist
Ashrampara, Near Pakurtala, More, Siliguri
9002280804/7031532499

সামলালেন গৌতম, সঙ্গীরা লেটলতিফ

টক টু মেয়রের সেঞ্চুরিতে গা-ছাড়া ভাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : প্রথম দিন থেকে মেয়র গৌতম দেব কার্যত একা হাতে পুরনিগম সামলাচ্ছেন। কোন দপ্তরে কী কাজ চলছে, কোথায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে হবে কিংবা কোথায় সৌন্দর্যায়ন প্রয়োজন ইত্যাদি সবকিছু তাঁর নখদর্পণে। তাই প্রথম থেকে টক টু মেয়র কর্মসূচিতে আধিকারিকদের নিয়ে নিজেই বসেন তিনি। সেখানে বাকি কোনও মেয়র পারিষদের প্রয়োজন হয়নি। তবে, ১০০তম এপিসোডে সমস্ত মেয়র পারিষদ ও দলীয় কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বিরোধীদের উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিরোধীরা দলীয় নীতিতে অনড় থেকে আসেননি। যদিও ডেপুটি মেয়র থেকে শাসকদলের মেয়র পারিষদ এবং অন্য কাউন্সিলাররা এলেন অনুষ্ঠান শুরুর অনেক পরে। কেউ আবার পান চিবোতে চিবোতে দুপুর ১২টার পরে পুরনিগমে পা রাখলেন। এসব দেখে সেখানে উপস্থিত পুরনিগমের কর্মীদের একাংশ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, বোর্ডের অনুষ্ঠান নিয়ে মেয়র পারিষদ বা কাউন্সিলারদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এজন্য সবাই বলেন, গৌতম দেব একা বোর্ড চালাচ্ছেন। বাকিরা উপলক্ষ্য মাত্র।

মেয়র অবশ্য বলেছেন, 'প্রত্যেক মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কেউ এসেছেন, কেউ আসেননি। তবে আমি মনে করি, রাজনৈতিক লড়াইয়ের অনেক জায়গা রয়েছে। তবে, প্রশাসনিক স্তরে ৪৭ জন কাউন্সিলার সমান। উন্নয়নে শামিল হওয়ার দায়িত্ব রয়েছে সকলের।'

টক টু মেয়রের ১০০তম এপিসোড উপলক্ষ্যে এদিন পুরনিগমে আলাদা প্যান্ডেল তৈরি করে এলইডি স্ক্রিন লাগিয়ে বড় আকারে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। দর্শকাসনে যেটুকু ভিড় ছিল, তারমধ্যে শাসকদলের কাউন্সিলার, নেতা-নেত্রী ও পুরনিগমের কর্মীদের উপস্থিতি ছিল বেশি। অনুষ্ঠান চলাকালীন পুরনিগমের সমস্ত বিভাগ প্রায় জনশূন্য দেখা গিয়েছে। তবে, বিরোধী কাউন্সিলারদের দেখা মেলেনি।

নির্ধারিত সময় বেলা ১১টায় পুরনিগমে পৌঁছে মঞ্চে উঠে ফোন ধরেন মেয়র। পরপর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বাসিন্দারা ফোন করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানান। দর্শকাসনের প্রথম সারিতে তখন চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, বিমান তপাদার সহ জোড়াফুল শিবিরের গুটিকয়েক নেতা-নেত্রী। পেছনের দিকে চেয়ারগুলোতে পুরকর্মীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। অথচ বিরোধীরা তো বটেই, ডেপুটি মেয়র থেকে মেয়র পারিষদ, শাসকদলের অধিকাংশ কাউন্সিলারের দেখা মেলেনি।

১১.৩৫ মিনিটে ২ নম্বর বরো চেয়ারম্যান মহম্মদ আলম হেলতেদুলতে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'কে গাড়ি থেকে নেমে অনুষ্ঠানস্থলে চেয়ারে বসতে দেখা গেল। ঘড়ির কাঁটায় যখন পৌনে ১২টা, তখন শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ পৌঁছান। তাঁর ঠিক পরে এলেন পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। তখনও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অনুপস্থিত।

অবশেষে ১১.৫৭ মিনিটে ডেপুটি মেয়র পুরনিগমের বাইরে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন। একেবারে শেষমুহূর্তে পৌঁছান অপর মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো। এসব নিয়ে কানাঘুষোর শেষ নেই। পুরকর্মীদের কেউ কেউ তো বলছেন, সরকারি অনুষ্ঠানে শাসকদলের দায়িত্বপ্রাপ্তরা যদি এভাবে গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে চলেন, তাহলে পুরনিগম কীভাবে চলছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অনুষ্ঠানের নাম টক টু মেয়র হওয়ায় পুরো কৃতিত্ব গৌতম নেবেন, সেটা ভেবে বাকিরা এদিন সময়ে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েও গা-ছাড়া ভাব নিয়েছিলেন কি না, রয়েছে সেই প্রশ্নও। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'সকালে হোয়াটসঅ্যাপে আমন্ত্রণ এসেছিল। ১০০তম এপিসোড হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে না। মেয়রের ঘর ঝাঁ চকচকে হয়েছে বটে, তবে শহরের রাস্তাঘাট থেকে নিকাশি ব্যবস্থা- সব বেহাল। যানজট আর পানীয় জল নিয়ে নাকাল মানুষ। কৃতিত্ব না নিয়ে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া উচিত।'

সিপিএমের কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলাম অবশ্য কোনও আমন্ত্রণ পাননি বলে দাবি করলেন। তবে সমালোচনা করতে ছাড়েননি, 'বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাস্তা হচ্ছে। অথচ মেয়র সবকিছু তাঁর কৃতিত্ব বলে দাবি করছেন। মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়লেই মেয়র আধিকারিকদের ওপর দায় চাপান।'

তাঁর অভিযোগ, 'বামফ্রন্ট এই শহরকে একটা পরিকল্পিত শহরের রূপ দিয়েছিল, কিন্তু এই সরকার আসার পর থেকে শিলিগুড়ির সঙ্গে বঞ্চনা ছাড়া কিছু হয়নি।'

আর.জী. বস্ত্র বিপনী
WINTER SALE
BUY 1 30% | BUY 3 50% | BUY 2 40%
Ph. 9832591949
*Conditions Apply

হেলতে-দুলতে

- ১০০তম এপিসোডে সব মেয়র পারিষদ ও দলীয় কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বিরোধীদের আমন্ত্রণ
- ১১টায় মেয়র পৌঁছানোর পর অনুষ্ঠান শুরু হলেও ডেপুটি থেকে মেয়র পারিষদ, শাসকদলের অধিকাংশ কাউন্সিলারের দেখা মেলেনি
- তারপর এক-এক করে আসেন মেয়র পারিষদরা
- ১১.৫৭ মিনিটে ডেপুটি মেয়র আসেন অনুষ্ঠানস্থলে
- বিরোধীদের কেউ আসেননি, তাঁদের দাবি, গৌতম কৃতিত্ব নিলেও বাস্তবে কাজ হয়নি

টক টু মেয়র কর্মসূচির শততম এপিসোডের অনুষ্ঠান মঞ্চে মেয়র গৌতম দেবকে সংবর্ধনা। শনিবার। ছবি : তপন দাস

খেলা নয়, স্থায়ী সমাধানের দিকে তাকিয়ে শিলিগুড়ি

শহরে উচ্ছেদে লুকোচুরি

ফুটপাথ থেকে দখল সরাতে পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযান উপরে ১, ২। উচ্ছেদের আগে ফুটপাথে সারিসারি দোকান ৩। উচ্ছেদের পর ফের পসরা সাজানোর তোড়জোড় ৪। শনিবার। ছবি : তপন দাস

ফুটপাথ দখলমুক্ত করে সুন্দর শহর গড়ে তোলাই নাকি পুরনিগমের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাঝেমধ্যে অভিযান চলে। অভিযানের পর ঘণ্টাখানেকের বিরতি দিয়ে ফুটপাথ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। শহরে জাঁকজমকপূর্ণ এই লুকোচুরির খেলায় স্থানীয় মানুষের ভূমিকা নীরব দর্শকের, আলোকপাত করলেন শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ফুটপাথ দখল করে অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযানকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন পুরনিগমের কর্মীরা। যদিও অভিযান শেষ হওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আগাম খবর পেয়ে লুকিয়ে রাখা সামগ্রী ফের ফুটপাথে সাজিয়ে বসে পড়েন ব্যবসায়ীদের একটা অংশ। শনিবার হাসপাতাল মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত রাস্তার ফুটপাথ দখল করে বসা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে এরকমই নানা ছবি নজরে পড়ল। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'আমাদের এই উচ্ছেদ অভিযান লাগাতার চলবে। শহরকে দখলমুক্ত করে সুন্দর শহর গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

হাসপাতাল মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত ফুটপাথজুড়ে দখলদারির সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ভোর থেকেই টেবিল পেতে ফুল থেকে শুরু করে নানা ধরনের সামগ্রী বিক্রি করে থাকেন ব্যবসায়ীরা। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার ছাউনিও খাটিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার এই দখলদারির বিরুদ্ধেই বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নামে পুরনিগম।

অভিযানে নেমে ব্যবসায়ীদের সাজিয়ে রাখা টেবিল থেকে শুরু করে সামগ্রী সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন পুরকর্মীরা। আর এখানেই শুরু হয় উত্তাপ। হাসপাতাল মোড়ে এই টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন পুরকর্মীরা। এরমধ্যেই দেখা যায়, রাস্তার ধারে একটি গাছের বেদিতেও ছাউনি দিয়ে ফুলের দোকান বানিয়ে নিয়েছেন এক তরুণ। ওই ছাউনিও টেনে খুলে নেওয়া হয়। সুব্রত বিশ্বাস নামের ওই তরুণকে বলতে শোনা যায়, 'আমার সব মাল নিয়ে চলে গিয়েছে। আমি তো ফুটপাথ দখল করে বসিনি।'

এরমধ্যেই ফুটপাথ দখল করে বসা ব্যবসায়ীরা উচ্ছেদ অভিযান হতে দেখে আদালত চত্বরে ঢুকে পড়েন। এরপর ফুটপাথে থাকা মালপত্র আনতে গেলে দুই পক্ষের বচসায় উত্তাপ বাড়তে থাকে। যদিও প্রচুর পরিমাণে পুলিশ থাকায় পরিস্থিতি বেশিদূর এগোয়নি। এরমধ্যেই গীতা নামের এক ব্যবসায়ী বলে ওঠেন, 'আমার টেবিল ওরা উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া না হলে আমাদের ওপর এধরনের অভিযান মানব না।' তবে ব্যবসায়ীদের একটা অংশ উচ্ছেদের আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই কিছু সামগ্রী লুকিয়েও ফেলেছিলেন।

এদিন অভিযান শেষের ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই এক ব্যবসায়ীকে দেখা যায়, একটি দোকানের ভেতর লুকিয়ে রাখা ব্যাগ বের করে সেখান থেকে ফের সামগ্রী ফুটপাথে সাজিয়ে বসার তোড়জোড় শুরু করেছেন। প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'কিছু সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেগুলোই নিয়ে বসলাম। এখন আর কোথায় যাব।' সবমিলিয়ে, অভিযান শেষের ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আগের পরিস্থিতিতে ফিরতে শুরু করে হাসপাতাল মোড় থেকে কোর্ট মোড়।

উত্তরবঙ্গে রোগনির্ণয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
NABL Accredited Laboratory (Pathology Division)
Vide Certificate Number MC- 6976
আশ্রমপাড়া, পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি
ফোন : 9051032483 / 9474090952
www.bsdcslg.com B S Diagnostic Bsdc

আগাম খবর

- হাসপাতাল মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত অবৈধ দখল সরাতে উচ্ছেদ অভিযান চলে
- ব্যবসায়ীদের একটা আংশ এই উচ্ছেদ অভিযানের খবর আগাম পেয়ে গিয়েছিলেন
- হাসপাতাল চত্বরে অভিযান শুরু হতেই কিছু সামগ্রী লুকিয়ে ফেলেন ব্যবসায়ীরা
- আধঘণ্টা পর ব্যবসায়ীদের লুকিয়ে রাখা সামগ্রী ফুটপাথে সাজাতে দেখা যায়

> আমাদের এই উচ্ছেদ অভিযান লাগাতার চলবে। শহরকে দখলমুক্ত করে সুন্দর শহর গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।
>
> - রঞ্জন সরকার, ডেপুটি মেয়র

পার্ক থেকে লোহা, ইট চুরি

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : শহরে বেশ কয়েকটি পার্ক এবং আইল্যান্ড থেকে লোহার সামগ্রী এবং ইট চুরির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি এই ধরনের অভিযোগ বেশি করে আসতে শুরু করেছে। চুরি হচ্ছে মূলত রাতে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি, দেশবন্ধুপাড়া, মহানন্দা সেতুর কাছে থাকা পার্ক থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরির অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও কাওয়াখালি, নৌকাঘাট এলাকায় থাকা আইল্যান্ড থেকে ইট, লোহা চুরির ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকটি পার্কের বেঞ্চের অংশও চুরি হচ্ছে বলে খবর।

কারা চুরি করছে? বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, নেশাগ্রস্ত তরুণরা রাতে চুরি করে চম্পট দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে? পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে এ প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'আমরা নাগরিক সম্পদ রক্ষার জন্য সচেষ্ট। চুরির বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ পেট্রলিং আরও বাড়ানো হবে। রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে। পার্কগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

সবই হচ্ছে, হবে। কিন্তু কবে হবে, কেউ জানে না। এদিকে চুরির বিষয়টিতে বিরক্ত শহরবাসী। মহানন্দা সেতুর কাছে দোকান রয়েছে নীলাভ ঘোষালের। বললেন, 'চুরি তো আর আজকে থেকে হচ্ছে না। প্রশাসনের তো জানা আছে কারা চুরি করে।' তারপর তাঁর খেদোক্তি, 'প্রশাসন নিজেই তো চোর। অন্যের চুরি কী করে ধরবে!'

ডিজেল কলোনির বাসিন্দা দীপক সরকার অবশ্য অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি এনেছেন। তাঁর কথায়, 'এত তরুণ বেকার। চাকরি খুঁজে বেড়ায়। সেইসব বেকারদের সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগানো যেতে পারে। তাতে তাদেরও রোজগারের পথ প্রশস্ত হয়।'

চুরি করা সামগ্রী নিয়ে কী করে নেশাগ্রস্ত তরুণরা? বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঝংকার মোড়ের কাছে স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীদের সেইসব সামগ্রী বিক্রি করা হয়।

তিনরঙা পসরা

পসরায় তেরঙা। শনিবার শিলিগুড়িতে তোলা সংবাদচিত্র।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : ২৪ ঘণ্টা আগেই যেন তিনরঙা শহর। শহরের বাণিজ্যিককেন্দ্রগুলি তো বটেই, পাড়ার দোকানগুলিরও রং পালটে গিয়েছে। একটা সময় প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজকে কেন্দ্র করে শহরের ভিড়টা জমাট বাঁধত কলেজ মাঠে। এখানে যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিত, তারা নিজেদের সাজিয়ে তুলত তেরঙায়। কিন্তু এখন ২৬ জানুয়ারি বিভিন্ন পাড়াতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। ফলে ব্যাপ্তি ঘটেছে প্রজাতন্ত্র দিবসের। বিক্রি বাড়ছে বিভিন্ন জিনিসের। এছাড়াও ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি, ভিডিও ভাগ করে নিতেও বাড়তি কেনাকাটা করছেন অনেকেই।

> প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য বিকোচ্ছে হেয়ার ব্যান্ড, মালা, ওড়না, টিকলি, কানের দুল, চুলের গার্টারও।

আর এই আগ্রহকে ব্যবসায়িক স্বার্থে লাগাতে তৎপর ব্যবসায়ীরা। যে কারণে এখন বাজারে মিলছে তিনরঙা ওড়নাও। এই ওড়না গায়ে দিয়ে একটা দিন ছবি শেয়ার করার জন্য হকার্স কর্নারে একটি দোকান থেকে ৫০ টাকায় ওড়না কিনে নেয় শ্রেয়া দাস। একটু ভালো মানের বিক্রি হচ্ছে ১০০-১৫০ টাকায়। ওড়না বিক্রি করার ফাঁকে রিনা পাল বললেন, 'একদিনের জন্য ৫০ টাকায় ওড়না কিনে নিচ্ছেন অনেকেই। এখনও পর্যন্ত অনেকগুলো বিক্রি করে ফেলেছি। রবিবার আরও কিছু বিক্রি হতে পারে। তবে যা বিক্রি হয়েছে এখনও তাতে খুশি।' ওড়নার পাশাপাশি তিনরঙা চুড়ির দিকে নজরও পড়েছে ছোট থেকে বড়, সকলের। প্রজাতন্ত্র দিবসে নাচের অনুষ্ঠান রয়েছে ছোট্ট অনন্যার। মায়ের সঙ্গে এসেছিল কেনাকাটা করতে। মাথার ফুল, হাতের ব্যান্ড কেনার পর চুড়ি দেখে বায়না জুড়ে দিয়েছিল। ৫০ টাকা খরচ করে তার মা মহাবীরস্থান থেকে কিনলেন এক ডজন চুড়ি। এখানে গলার মালা-কানের দুল-টিকলি-হাতের ব্যান্ড মিলিয়ে একটি সেট বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকায়। তা কিনতেও ভিড় যথেষ্ট। আলাদা দামে বিকোচ্ছে ব্যাচ, গালের স্টিকার।

আবার স্কুটি, মোটরবাইক বা গাড়িতে পতাকা লাগাতেও শুরু হয়েছে পতাকা কেনা। বাড়িতে লাগানোর জন্যও কম বিক্রি হচ্ছে না কাপড়ের জাতীয় পতাকা। বড় পতাকাগুলি মহাবীরস্থানে বিক্রি হচ্ছে সাইজ অনুযায়ী ১২০, ১৫০, ১৮০, ২০০ টাকায়। সুভাষপল্লির একটি দোকানে টেবিলে রাখার জন্য পাইপ লাগানো ছোট পতাকাগুলি বিক্রি হচ্ছে ৬০-৮০ টাকায়। মার্কেটগুলিতে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে স্টিকারের বক্স। তিন রঙের স্টিকারগুলির কোনওটায় লেখা 'জয় হো', আবার কোনওটায় লেখা 'আই লাভ মাই ইন্ডিয়া'। ছোট বোনের জন্য হেয়ার ব্যান্ড আর নিজের জন্য চুলের গার্টার ও ব্যাজ কিনতে কিনতে তনুশ্রী হালদার বললেন, 'সকালে কলেজে অনুষ্ঠান রয়েছে, সেখানে যাব। তিনরঙা ওড়না কিনেছি সাদা চুড়িদার দিয়ে পরব বলে।'

জীবেশের চিকিৎসা

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সমস্যায় শনিবার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের। এদিন সকালে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে সেই অস্ত্রোপচার করা হয়। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, অশোক ভট্টাচার্য সহ অনেকেই এদিন জীবেশকে দেখতে নার্সিংহোমে যান। শুক্রবার সিপিএমের জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

প্রয়াত নেতা

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : কিষান কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির নেতা কিশোর দত্ত মারা গেলেন। শনিবার সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকার।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!
SHINE & ESSENCE
DENTAL CLINIC
৪০% ছাড়
দিচ্ছে প্রতিটি পরিষেবায়
এই ছাড় পাওয়া যাবে আগামী সরস্বতী পূজা পর্যন্ত
যোগাযোগ করুন: 9749634869, 9382140359, 9332516446

LEGACY OF 20 YEARS
শিলিগুড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ড
We Teach, We Care
Bright Academy
www.worldofbright.com
TODDLERS TO STD. V
ENROLL NOW
PUNJABIPARA
98320-95334 / 0353-2640467
www.worldofbright.com

অমানবিক ছয় কুকুরছানার মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার ছয়টি কুকুরছানার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দেশবন্ধুপাড়া এলাকায়। এলাকার ভারতী সংঘের পিছন দিকের রাস্তায় একটি কুকুর নয়টি বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল। স্থানীয় এক মহিলা ওই বাচ্চাগুলোর ওপর নিয়মিত নজরদারি শুরু করেন। যদিও এদিন সকালে হঠাৎ করেই দেখা যায়, চারটি কুকুরছানা মৃত অবস্থায় রয়েছে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে আরও দুটি কুকুরছানা মারা যায়। বাকি কুকুরছানার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন অ্যানিমাল হেল্পলাইনের সম্পাদক প্রিয়া রুদ্র।

যদিও কী কারণে ওই কুকুরছানাগুলোর মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ধন্দ তৈরি হয়েছে। প্রিয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ওই মহিলার প্রাথমিক অনুমান, কেউ খাবারে বিষ মিশিয়ে ওই কুকুরছানাগুলোকে মেরেছে। গোটা এই ঘটনায় ফের শহরের অমানবিক দিক ফুটে উঠেছে।

স্থানীয় ওই মহিলা বলেন, 'শুক্রবার রাতে এক ব্যক্তি ওই কুকুর ও তার ছানাদের ভাত-মাংস খেতে দিয়ে যায়। এরপর রাতে মা কুকুরটি বমি করে। সকালে উঠে দেখি চারটি কুকুরছানা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপরই আমি প্রিয়া রুদ্রকে খবর দিই।' প্রিয়া আসার পর শুরু হয় বাকি কুকুরছানার চিকিৎসা।

প্রিয়া বলেন, 'শুক্রবার রাতে যে ব্যক্তি ওই কুকুরগুলোকে খেতে দিয়েছিলেন, তিনি প্রতিদিনই পাড়ায় কুকুরদের খেতে দেন। শুক্রবার তিনি পিকনিকে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেঁচে যাওয়া খাবার কুকুরদের খেতে দিয়েছিলেন।' তাহলে কে কীভাবে বিষ খাওয়াল ওই কুকুরদের তা নিয়ে ইতিমধ্যেই পাড়ায় গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। প্রিয়াদের সংগঠন ও ওই মহিলা শিলিগুড়ি থানার পুলিশকে শনিবার রাতে বিষয়টি জানিয়েছেন। ঘটনাতে এলাকাতেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ বিশ্বাস বলেন, 'সারমেয়দের নিয়ে এখন এত সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। এরপরেও এধরনের নৃশংস ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যে এই ঘৃণ্য কাজ করেছে, তার ছবি প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন।'

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় প্ল্যান্ট

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আরও একটি প্ল্যান্ট বসাতে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। দ্বিতীয় প্ল্যান্টটির জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে ফেলতে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)-র সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি টেন্ডার করা হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

বর্তমানে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে একটি প্রসেসিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিদিন ১৮০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন আবর্জনাকে প্রসেস করা হয়। কিন্তু যেহেতু শহর থেকে প্রত্যেকদিন ৩৭০ মেট্রিক টন আবর্জনা পাওয়া যায়, ফলে সম্পূর্ণভাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় প্ল্যান্টটি তৈরি না হলে যে এখানে দিন-দিন আবর্জনা আরও বাড়বে স্বীকার করে নিচ্ছেন পুরকর্তারা। পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'গোটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডকে দ্রুত আবর্জনামুক্ত করতে দ্বিতীয় প্ল্যান্টের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুডার সঙ্গে ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে। আশা করছি সমস্ত কাজ করতে বেশিদিন লাগবে না।' তবে অনেকেই মনে করেন, এমন আশ্বাস একাধিকবার শোনা গিয়েছে।

SIP এর মাধ্যমে প্রতিমাসে সঞ্চয় করুন।
PRABIN AGARWAL
Empowering Investments
CALL-9647855333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor
Mutual Fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully.

ছুটির দিনে শিবিরে বিতর্ক

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জানুয়ারি : জাতীয় ছুটির দিনে স্কুল থেকে কলেজ, সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, সবই ছুটি থাকে। কিন্তু ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার দুয়ারে সরকারের শিবির বসবে। প্রজাতন্ত্র দিবসে স্থানীয় মিলনপল্লি জুনিয়ার গার্লস স্কুলে শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছে। ছুটির দিনে এই আয়োজন নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস অবশ্য ছুটির দিনে সরকারি কর্মচারীদের কাজ করানোর বিষয়ে কোনও দোষ দেখছেন না। তাঁর মন্তব্য, 'গোটা দার্জিলিং জেলায় ২৬ জানুয়ারি দুয়ারে সরকারের শিবির বসবে, শুধুমাত্র ফাঁসিদেওয়ায় নয়। সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্থানীয় প্রশাসন চাইলে যে কোনও দিনেই শিবির করতে পারে। ছুটির দিনে আরও অনেক উপভোক্তা শিবিরে আসতে পারবেন ভেবে এই উদ্যোগ নিয়েছি।'

বিডিও'র সাফাই, ছুটির দিনে যেমন মানুষ ঘুরতে যান। তেমনই ক্যাম্পে এসে নিজেদের কাজ করে যেতে পারবেন। তাঁর কথায়, 'বিধাননগরে যে শিবিরটি করা হচ্ছে, সেটি খুবই ছোট। ওইদিনের ক্যাম্পে যে কর্মীরা কাজ করবেন, তাঁদের আমরা আলাদা করে একদিন ছুটি চাইলেই দিতে পারি।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, জাতীয় ছুটির দিন কীভাবে রাজ্য সরকারের কর্মসূচির জন্য কর্মচারীদের ছুটি কেড়ে তাঁদের কাজে লাগানো হতে পারে?

এদিকে, ২৬ জানুয়ারির এই শিবির সম্পর্কে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরাই জানেন। ছুটির দিনে কেন কাজ করতে হবে, তা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও, প্রকাশ্যে কিংবা সংবাদমাধ্যমের সামনে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। এক কর্মীর কথায়, 'আমরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী নাকি ব্রিটিশদের গোলাম তা ভুলে গিয়েছি।'

ব্রাউন সুগারের ২ মূল চক্রী ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : খাতায়-কলমে রাকিব শেখ ও মুস্তাব শেখ দিনমজুর। যদিও বেশ কয়েক মাস ধরেই রেল পুলিশের কর্তাদের কাছে খবর আসছিল, ওই দুজনই নিয়মিত ব্রাউন সুগার পাচার করছে। এখানকার মাদক পাচারের সিন্ডিকেটে তারাই মাস্টারমাইন্ড। এর আগে পুলিশ বারবার অভিযান চালিয়েও তাদের ধরতে পারেনি। কোনওভাবে আঁচ পেয়ে পুলিশ ধরার আগেই তারা কোনও না কোনও স্টেশনে নেমে পালিয়ে যেত। যদিও শুক্রবার রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ওই দুই মাদক পাচারকারী। তাদের ব্যাগ ঘেঁটে বাজেয়াপ্ত করা হল ৫২০ গ্রাম ব্রাউন সুগারও। এই কারবারে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে তদন্ত করছে রেল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনে পাচারের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকমাস ধরেই রাকিব ও মুস্তাব মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্র মারফত এসআরপি কুঁয়রভূষণ সিংয়ের কাছে খবর আসে, ওই দুই মাদক পাচারকারী ডাউন নওগাঁ এক্সপ্রেসের জেনারেল বগিতে মালদা যাচ্ছে। এরপরই শিলিগুড়ি জিআরপির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপকে (এসওজি) এ ব্যাপারে তথ্য দেওয়া হয়। তারপরই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দেয় ওই টিম। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি আত্রেয়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও এনজেপি জিআরপির আইসি প্রেমাশিস চট্টরাজের নেতৃত্বে শুরু হয় পরিকল্পনা। এসওজি সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশের একটি টিম আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে ওঠে। এরপর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসতেই তাদের পাকড়াও করা হয়। ধৃতরা কালিয়াচকে ওই মাদক সরবরাহ করতে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

বাড়ল এভারেস্টের 'দাম'

মহার্ঘ পর্বতারোহণ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : এবার থেকে এভারেস্ট যাত্রা আরও মহার্ঘ। এক ধাক্কায় ৩৬ শতাংশ কর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেপাল। আর তাতেই বাংলার পর্বতারোহীদের মাথায় হাত। কীভাবে বাড়তি টাকা জোগাড় হবে বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। অনেকেই এবার সাধ থাকলেও বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রাখতে পারবেন না। কারণটা যে আর্থিক সেটা মেনে নিচ্ছেন এভারেস্টজয়ী দেবাশিস বিশ্বাস, মলয় মুখোপাধ্যায় সহ অনেকেই। নেপালের পথে হেঁটে ভারত কেন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

এভারেস্টে পাড়ি দেওয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে পারমিট ফি বাড়িয়েছে নেপাল সরকার। মার্চ থেকে মে মাসের ক্ষেত্রে এতদিন নেওয়া হত ১১ হাজার মার্কিন ডলার। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫ হাজার। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের ক্ষেত্রে নেওয়া হত ৫৫০০, এখন নেওয়া হবে ৭৫০০ মার্কিন ডলার। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং জুন থেকে অগাস্টের ক্ষেত্রে দর ছিল ২৭৫০। বর্তমানে করা হয়েছে ৩৭৫০ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাই চিন্তার কারণ বাংলার পর্বতারোহীদের।

এভারেস্ট জয়ী দেবাশিসের কথায়, 'অস্বাভাবিকভাবে এভারেস্ট দামি হয়ে গিয়েছে। যাঁরা এভারেস্ট জয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁদের কাছে এটা বড় ধাক্কা।' শুধু ভারতীয় বা বাংলার পর্বতারোহীই নয়, এতে ইউরোপ, আমেরিকা থেকে আসা পর্বতারোহীরাও সমস্যায় পড়বেন বলে মনে করছেন অনেকে। মলয় বলেন, 'অনেকের ধারণা বিদেশিদের কাছে প্রচুর টাকা। কিন্তু শৃঙ্গ জয় করতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের মতো বিদেশিদেরও অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে।' যেহেতু শৃঙ্গ জয়ের ক্ষেত্রে তেমনভাবে স্পনসর পাওয়া যায় না, তাই নেপালের এমন সিদ্ধান্ত নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল বলে মনে করেন তিনি। গত বছর এভারেস্টে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রায় ২০-২২ লক্ষ টাকা খরচ হত। এখন পারমিট ফি বাড়ায় সেই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে ২৮-৩০ লক্ষ টাকা।

এই আবহে নানা ধরনের তত্ত্বও সামনে আসছে। কেউ কেউ তো এমনও বলে দিচ্ছেন, এভারেস্টকে 'বিক্রি' করে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য নেপাল এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে ভারত কেন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দিচ্ছে না, সে প্রশ্ন তুলছেন পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের দেশে প্রাচুর্যের অভাব নেই। কিন্তু সংগঠিতভাবে এখানকার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে কোনও ভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে না। পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটালে ভারতও প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবে।' নেপালের এমন সিদ্ধান্তে এভারেস্টে আগামীদিনে ভিড় কমে যাবে বলেও মনে করছেন সত্যরূপ।

শুধু নেপাল নয়, তিব্বতও প্রতিটি শৃঙ্গের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করেছে। আগে সঙ্গে থাকা শেরপার জন্য কোনও টাকা লাগত না। কিন্তু নতুন নিয়মে পর্বতরোহীকে অর্থ গুনতে হবে শেরপার জন্যেও। যে কারণে দেবাশিস বললেন, 'আর্থিক বাধা সব পথেই।'

পারমিট ফি কী ছিল, কী হল

মার্চ-মে
আগে নেওয়া হত : ১১ হাজার
এখন থেকে নেওয়া হবে : ১৫ হাজার

সেপ্টেম্বর-নভেম্বর
আগে নেওয়া হত : ৫,৫০০
এখন থেকে নেওয়া হবে : ৭,৫০০

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং জুন থেকে অগাস্ট
আগে নেওয়া হত : ২,৭৫০
এখন থেকে নেওয়া হবে : ৩,৭৫০

** সব হিসেব মার্কিন ডলারে*

কদম কদম বাড়ায়ে যা... প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বর্ডার রিট্রিটে। শনিবার অটারিতে ভারত-পাক সীমান্তে।

খেলার মাঠে গুলি কাণ্ডে অভিযুক্তরা অধরা

মালদা, ২৫ জানুয়ারি : মানিকচকে ভলিবল প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গুলি ছোড়ার ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তদের শনাক্ত করে ফেলেছে। তবে ঘটনার একদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের কাউকে গ্রেপ্তার না করায় বিরোধী রাজনৈতিক দল পুলিশ ও শাসকদলের সমালোচনা শুরু করেছে। ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে পুলিশের বক্তব্যেও।

নেতাজির জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি মানিকচক থানার নুরপুরে টিপটপ ক্লাবের ব্যানারে একটি ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধন করেন তৃণমূলের মালদা জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা স্থানীয় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের জামাই সৌম্যদীপ সরকার। তৃণমূলের জেলা ও স্থানীয় একাধিক নেতা ছাড়াও ছিলেন মানিকচক থানার কয়েকজন আধিকারিক।

শৌর্য দেখাতে তাদের সামনেই গুলি ছোড়া হয়। এর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি) পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পুলিশ সুপার জানিয়েছিলেন, বন্দুকগুলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত হলেও ঘটনাটি বেআইনি। তাই বন্দুকগুলো সিজ করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে লাইসেন্স পাওয়া এই চার মালিকের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। যাঁরা হলেন, নুরপুর পাঠানপাড়ার চার অধিবাসী মনসুর আহমেদ খান, মহম্মদ আমিনুল রহমান খান, আলকামা খান চৌধুরী ও মহম্মদ বকতাওয়ার খান।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পাওয়া ছবির সূত্র ধরে জানা গিয়েছিল, যাঁরা বন্দুক হাতে গুলি ছুড়েছেন তাঁরা হলেন নীতি খান, ইমরান খান, আবদুল্লাহ খান ও টিটিল খান। অথচ শুক্রবার বিকেলে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'যে ব্যক্তিরা গুলি চালিয়েছেন, ভিডিও ফুটেজ দেখার পর তাদের শনাক্ত করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বৈধ নথিপত্র পেশ করার জন্য তাঁদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। সেগুলো হাতে পাওয়া গেলে যাচাইয়ের জন্য জেলা শাসকের দপ্তরে পাঠানো হবে।' যদিও তিনি শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে চাননি। বরং বলেছেন, এরা এবং লাইসেন্স হোল্ডাররা যদি আলাদা হন, তাহলে বন্দুকের আসল মালিকদেরও তদন্তের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ সুপার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উপস্থিত পুলিশকর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর বক্তব্য, 'ঘটনাটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিশ তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই বন্দুকগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং অভিযুক্তদেরও শনাক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থাও নেবে।'

অন্তহীন উদ্বেগ

প্রথম পাতার পর

পর্যটনের নামে উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনভূমিতেও যা হচ্ছে তা জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যের স্থায়ী ক্ষতি করছে। জঙ্গলে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বদলে সিদ্ধান্ত নিক বনকর্তা, পরিবেশ, জীববিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞরা।'

উত্তরবঙ্গে বনরক্ষী, আধিকারিক সহ অর্ধেকেরও বেশি পদ যে দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে সেকথা অস্বীকার করেননি বনকর্তারা। নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক বনকর্মীদের নিয়ে বনরক্ষায় রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন কর্তারা। নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় আদৌ জঙ্গলে এখন আর কোনও নজরদারি থাকবে কি না তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

বনকর্তারা অবশ্য এসব নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। কিছু বলতে চাননি বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাও। বন দপ্তর মাত্রাতিরিক্ত ফি চাওয়ায় তাদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে ভরা সভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

ফি নিয়ে আপত্তির কথা বললেও তাঁরা যে বনাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণহীন যাতায়াত চান না তা স্পষ্ট করেছেন আলিপুরদুয়ার নেচার ক্যাম্পের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার। তাঁর বক্তব্য, 'নিয়ন্ত্রণ না রাখলে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল রক্ষা করা যাবে না। বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষাকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এবং বনবাসীদের সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েই একটি বিধি তৈরি জরুরি। তবে যাই হোক না কেন জঙ্গলে প্রবেশে বিধিনিষেধ রাখতেই হবে।'

বক্সা গেটে ফি-এর প্রসঙ্গ তুলে সমাজমাধ্যমে 'হিরো' হয়ে গিয়েছিলেন সুমন। নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশ নিয়ে তিনি অবশ্য এখনই গেল গেল রব তোলার পক্ষপাতী নন। তাঁর ব্যাখ্যা, 'পর্যটনের কথা ভেবেই যা বলার বলেছিলাম। তবে নিয়ন্ত্রণ তোলার বিষয়টি সাময়িক। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্যাবিনেট বৈঠক করে ওই বিষয়ে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা চালু করা হবে। তখন নিশ্চয়ই একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বন ও পর্যটন উভয়ের স্বার্থরক্ষা করেই কাজ হবে।'

নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার জন্য বন দপ্তরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সুমন। তাঁর কথা, 'মুখ্যমন্ত্রী ফি না নেওয়ার কথা বলেছেন। জঙ্গল সুরক্ষায় আপস করতে বলেননি। বনকর্তারা বক্সায় নজরদারি বন্ধ করে দিয়ে নিজেরাই বিতর্ক তৈরি করছেন।'

বনে প্রবেশে কার্যত নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সমর্থন করছেন না পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। যেভাবে সংরক্ষিত বনভূমির দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হল তাতে উত্তরবঙ্গের বনভূমি ইতিহাস হয়ে যাবে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথা, 'পর্যটন পর্যটন করে ইতিমধ্যেই উত্তরের বনভূমির সর্বনাশ হয়েছে। এবার অবাধ যাতায়াত হওয়ায় সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে গরুমারা, জলদাপাড়া, বক্সার মতো বনভূমিগুলি। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা দরকার।'

বক্সার গেটে অতিরিক্ত প্রবেশমূল্য নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের সমাজকর্মী রাতুল বিশ্বাস সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। রাতুলের বক্তব্য, 'ফি কমুক সেটা চেয়েছি। তবে বনাঞ্চল অবাধ ফুর্তির মুক্তাঞ্চল হোক তা চাইনি। বন, বন্যপ্রাণ ও পর্যটন বাঁচাতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার।'

শিলিগুড়ির নগেন্দ্রনাথের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কীসের জন্য এমন স্বীকৃতি ঠিক বুঝতে পারছি না।' তবে এই সম্মান ১০ বছর আগে স্ট্রোকের শিকার হওয়া ৭৩ বছরের নগেন্দ্রনাথের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ করে তুলেছে। তরতাজা তরুণের মতোই বললেন, 'একটা সময় সাধ হলেও ভীতির কারণে মহাভারত লেখার কাজ শুরু করতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হয় সেটা লিখতে পারব।' জলপাইগুড়ির বোদাপাড়ায় জন্ম নেওয়া নগেন্দ্রনাথ একটা সময় দু-চোখ মেলে করতোয়ার প্রবাহ দেখেছেন। এই করতোয়ার পথ ধরেই পঞ্চপাণ্ডব বিরাটনগর গিয়েছিলেন। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে বললেন, 'এবার মহাভারতটা লিখতেই হবে।'

এখন শিবমন্দিরের চৈতন্যপুর এলাকায় থাকলেও একটা সময় পাথরঘাটার শচীন্দ্রনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন। অভাবের তাড়নায় তাঁকে নিয়ে তাঁর মা ভাগ্যেশ্বরীদেবী জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি চলে এসেছিলেন। শচীন্দ্রনাথের মহানুভবতায় নগেন্দ্রনাথের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। একটা সময় পড়াশোনার ইতি ঘটবে বলে যে ছেলেটা মন খারাপ করে বসে থাকত, শচীন্দ্রনাথ সেই নগেন্দ্রনাথকে ভুবনজোত প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। পরবর্তীতে মাটিগাড়ার হরসুন্দর উচ্চবিদ্যালয় এবং শিলিগুড়ি কলেজ। শিলিগুড়ি কলেজে বাংলা নিয়ে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা দেওয়ার পরই যে স্কুলে প্রাথমিকে পড়তেন, সেই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি। চাকরি করার ফাঁকে নগেন্দ্রনাথের যাবতীয় লেখালেখি।

মা না থাকলে এমন উত্তরণ ঘটত না; স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ এবং পাঁচ মাসের নাতনির উপস্থিতিতে পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি। তাই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরানো মা ভাগ্যেশ্বরীদেবীকেই জীবনের সেরা প্রাপ্তিকে উৎসর্গ করলেন।

তথ্য সহায়তা : খোকন সাহা

সেঞ্চুরির শুভেচ্ছা টক টু মেয়রে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এদিন মেয়র ঘোষণা করেন, 'আমি যতদিন আছি, এই কর্মসূচি চালিয়ে যাব।'

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হন গৌতম। তার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ড তৈরি করে গৌতম দেবকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্বে আসার কয়েক মাস পর ২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর গৌতম

শহরবাসীর সমস্যা শুনে সমাধানের লক্ষ্যে টক টু মেয়র কর্মসূচি শুরু করেন। এদিন সেই কর্মসূচির ১০০ এপিসোড পূর্ণ হয়।

পুরনিগমে এদিন আলাদা মঞ্চ বেঁধে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে টেলিফোনে শহরবাসীর অভাব, অভিযোগ শোনার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মানুষেরও প্রশ্ন নেন মেয়র। এদিন মোট ৪৫টি ফোন এসেছে। মেয়রকে ১০০তম এপিসোডের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সমস্যা, অভিযোগও তুলে ধরেছেন বাসিন্দারা। ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে লতা দাস ফোন করে মেয়রকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'আমি কিছুদিন ধরে একটা সমস্যা নিয়ে ফোন করছি। পুরনিগমে অভিযোগও জানিয়েছি। কিন্তু সমস্যার তো সমাধান করছেন না।' তিনি জানান, তাঁর বাড়ির হোল্ডিং নম্বর ব্যবহার করে ম্যানুয়াল এবং ডিজিটাল লাইসেন্স বানিয়ে নিয়েছে কেউ বা কারা। এই ঘটনা নিয়ে গত বছরের ২৩ নভেম্বর পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ করেছেন। একাধিকবার টক টু মেয়রে অভিযোগও করেছেন। তারপরও কিছুই হচ্ছে না।

লতার কথা শুনে কিছুটা মেজাজ হারান মেয়র। তিনি পুর কমিশনার, সচিব সহ অন্য আধিকারিকদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সবাইকে বারবার বলছি, নিজের দায়িত্ব পালন করুন। ২৩ নভেম্বর অভিযোগ করেছেন। ৬২ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও পদক্ষেপ হয়নি কেন?' পরে অবশ্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন মেয়র।

পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এদিন ৮, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ফোন আসে। অন্যদিকে, বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিযোগ জানান ৩৯, ৪৬, ৩১ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ফোনে অভাব-অভিযোগ পর্ব চলার পর অনুষ্ঠানস্থলে আসা সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ এবং আলোর দিশারি কোচিং সেন্টারের পড়ুয়ারা মেয়রকে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে।

পুরনিগমের তরফে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য আলোর দিশারি কোচিং সেন্টার চলছে। সেখানে চাকরির পরীক্ষার কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা, নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণ চালু করার দাবি জানায় পড়ুয়ারা। প্রান্তিক বিশ্বাস, শ্রাবণী চক্রবর্তীর মতো পড়ুয়াদের অনেকেই শহরের যানজট সমস্যার কথাও তুলে ধরে। মেয়র পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

বিদায় সংবর্ধনা

প্রথম পাতার পর

তবে সবার মধ্যে যে আবেগ লক্ষ করলাম, তাতে আমি নিজেও আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি।'

যাঁর নির্দেশে একসময় দার্জিলিং জেলায় সিপিএম চলত, তিনি এরপর কী করবেন? প্রবীণ নেতা বিদায়মুহূর্তে ভারী গলায় বললেন, 'এখন হয়তো দলের হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। কিন্তু কেউ চাইলে অবশ্যই পরামর্শ দেব। পড়াশোনা করার সময় পাব অনেক। মিছিল-মিটিংয়ে তো থাকবই।'

সম্মেলনের শেষ দিনে শনিবার প্রতিনিধিদের অনেকে বলেন, সংগঠনের নীচুতলায় নেমে কাজ করার ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে নেতৃত্বের। কেউ কেউ বলেন, প্রয়াত নেতা অনিল সাহার মতো এখন আর জেলা নেতৃত্বের কেউ গ্রামে যান না। যার ফলে গ্রামাঞ্চলে সংগঠন ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। এসব শোনার পর প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম পালটা বলেন, 'নেতারা ভুল করতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু যাঁরা এখন আঙুল তুলছেন, তাঁরা আগে অন্য সভায় এই প্রশ্নগুলো তোলেননি কেন?'

সেলিম উলটে উল্লেখ করেন, 'আমাদের প্রধান দুর্বলতা, নেতা-কর্মীদের মধ্যে পড়াশোনার চর্চা কমে যাওয়া।' তিনি পরামর্শ দেন, 'মার্কসবাদ পড়তে হবে। বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে হবে। নিয়মিত আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। মানুষের কাছে যেতে হবে। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

পুনর্নির্বাচিত জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করব। এবারের কমিটিতে প্রচুর তরুণ-তরুণী এসেছেন, যাঁরা হাতে হাত মিলিয়ে জেলাব্যাপী দলের কাজ করবেন।' তিনি জানান, সম্মেলনে ১৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

তালিকায় শিল্পপতি

প্রথম পাতার পর

অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য।

গোকুলচন্দ্র দে কেবল ঢাকি নন, এক ছকভাঙা বাদ্যযন্ত্রশিল্পী। ৫৭ বছর বয়সি এই ঢাকি ১৫০ জন মহিলাকে দিনরাত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। শিখিয়েছেন ঢাক বাজানো। যা নিয়ে চর্চা হয়েছে অনেক। ঢাক একটি ভারী বাদ্যযন্ত্র, এই ধারণাও পালটে দিয়েছেন তিনি। অপেক্ষাকৃত কম ওজনের একটি ঢাক তৈরি করে বিদেশের মাটিতেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাঙালি এই ঢাকি।

সম্মানপ্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন খেলোয়াড়রাও। পদ্মশ্রীপ্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ফুটবলার আই এম বিজয়ন। পদ্মভূষণ পাচ্ছেন ভারতের হকি দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। গজল গায়ক পঙ্কজ উধাসকে এবার মরণোত্তর পদ্মভূষণ সম্মান দেবে কেন্দ্র। পদ্মবিভূষণ সম্মান দেওয়া হচ্ছে কর্ণাটকের শিল্পী লক্ষ্মীনারায়ণ সুব্রহ্মণিয়মকেও। তিনি গায়িকা কবিতা কৃষ্ণমূর্তির স্বামী। মিস্টার ইন্ডিয়া, মাসুম, ব্যান্ডিট কুইনের মতো সিনেমার পরিচালক শেখর কাপুরকে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে।

পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হবে স্বাধীনতা সংগ্রামী লিবিয়া লোবো সরদেশাইকে। গোয়ায় পর্তুগিজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে গোয়াবাসীকে এক করার দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। প্যারিসের গ্রীষ্মকালীন প্যারা অলিম্পিক্সে ২০২৪ সালে সোনা জিতে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন হরিয়ানার তিরন্দাজ হরবিন্দর সিং। এবার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে। ৪৮ বছর বয়সি যোগ অনুশীলনকারী শাইখাও সম্মানিত হচ্ছেন পদ্ম-সম্মানে। কুয়েতে তিনিই প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত যোগ স্টুডিও তৈরি করেছিলেন। পদ্ম-সম্মান প্রাপকের তালিকায় রয়েছেন এক কৃষকও। নাগাল্যান্ডে ফল চাষ করে নজর কেড়েছিলেন এল হ্যাংথিং। তাঁকে এবার পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে।

ভোটার দিবস

কিশনগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হল কিশনগঞ্জে। এই উপলক্ষ্যে জনসচেতনতা মিছিল বের হয় জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে। মিছিলটি শেষ হয় খাগড়ার সম্রাট অশোক ভবনের সামনে। মিছিল শেষে এখানে ভোটাধিকার সংক্রান্ত একটি জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। দিনটির মূল উদ্দেশ্য কী, তা তুলে ধরা হয় একটি ভিডিওর মধ্যে দিয়ে।

জেলা শাসক অমিত রাজ জনসচেতনতামূলক মিছিল ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস ও সরস্বতীপুজো যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে উদযাপিত হয়, সে ব্যাপারেও একটি শান্তি বৈঠক হয়েছে। সদর থানা চত্বরে মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমারের নেতৃত্বে শহরের উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সেবকের কাছে তিস্তার ওপর বিকল্প সেতু

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চেয়ে আর্জি রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির সেবকের কাছে তিস্তার ওপর বিকল্প সেতু নির্মাণে পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়াই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সেতু তৈরির বিষয়ে তৎপরতা শুরু হলেও কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়া নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। জট ছাড়াতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রকের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়ে এখন রাজ্য প্রতিরক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে। কেন্দ্রের দুই মন্ত্রকের মধ্যে মতবিনিময়েই এই জট নিশ্চিত কাটবে বলেই রাজ্যের ধারণা। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রকই পারে কেন্দ্রের ওই দুই মন্ত্রকের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করে সমাধানসূত্র বের করতে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক যাতে যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ে উদ্যোগ নেয়, সেই আর্জি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লিতে জানানো হয়েছে। শনিবার উত্তরবঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, 'কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই মন্ত্রক যদি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রককে সেতু তৈরির বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র আদায়ে উদ্যোগী হয়, তবে কার্যকরী পদক্ষেপ করা সুবিধা হবে। শিলিগুড়ি করিডর, চিকেন নেকের মতো বিষয়গুলি এই সেতু নির্মাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার জন্যই এর গুরুত্ব বাড়ছে। তিস্তার ওপর সেতু নির্মাণের পাশাপাশি দু-দিকেই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার মতো রাস্তা তৈরি করতে হবে। যা নিঃসন্দেহে পরিবেশমন্ত্রকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। একমাত্র প্রতিরক্ষামন্ত্রকই প্রতিরক্ষার স্বার্থে এই নির্মাণে সবরকমভাবে সাহায্য করবে।'

এদিকে তিস্তার ওপর মূল ৬০০ মিটার সেতু নির্মাণের প্রস্তাবিত খরচ রাজ্য সরকার ১২০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে প্রায় ১০০০ কোটিতে নামিয়ে এনেছে। দীপকবাবু জানান, সেতু নির্মাণের সংশোধিত প্রস্তাবিত ব্যয় ও প্রকল্প রিপোর্ট দিল্লিতে সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে। প্রকল্প রিপোর্টে অনুমোদন মিললে আরও অগ্রসর হওয়া যাবে।

দ্বিতীয় সেতুতে কাটা পড়বে তিস্তার দু'পাশের জঙ্গল। তা নিয়েই বাড়ছে উদ্বেগ।

এন্ট্রি ফি বন্ধে ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

'সংরক্ষিত এলাকা' মানে কী? বক্সা, জলদাপাড়া, গরুমারা, সুন্দরবন ইত্যাদি সন্নিহিত গ্রামের মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি'। দু'ধরনের বনের ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা পূরণের দফা আলাদা আলাদা। 'সংরক্ষিত বন' থেকে সরকার বন দপ্তরের মাধ্যমে সন্নিহিত মানুষদের যেমন বিভিন্ন বনজ বস্তু দিতে সক্ষম, আবার প্ল্যান্টেশনের চূড়ান্ত কাটাইয়ে বিক্রয়লব্ধ আয়ের ২৫ শতাংশ সরাসরি বন সুরক্ষা সমিতির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়।

আবার 'সংরক্ষিত এলাকায়' এমনটা সম্ভব নয়। কারণ সংরক্ষিত এলাকায় প্রাধান্য পায় বন্যপ্রাণ। বন থেকে কোনও বনজ বস্তু সংগ্রহ করা নীতিবিরুদ্ধ। ফলত তৈরি হয় বৈষম্য। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে শুরুর দিকেই এই বৈষম্য দূর করতে এক নোটিফিকেশন জারি করে। বন্যপ্রাণ এলাকাগুলোতে পর্যটকের চাপ বেশি। দেশের ও বিশ্বের কোনও বন্যপ্রাণ এলাকায় অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না সংরক্ষণের কারণে। পশ্চিমবঙ্গেরও বন্যপ্রাণ এলাকায় অবাধ প্রবেশ বন্ধ করা হয়। বিভিন্ন প্রবেশপথে বসে চেকপোস্ট, বিশেষ গেট। নেওয়া শুরু হয় প্রবেশমূল্য। এই প্রবেশমূল্যের ২৫ শতাংশ সরাসরি চলে যায় পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বৈষম্য দূর হয় বন সন্নিহিত গ্রামের। যেহেতু সমিতিগুলো স্বাধীনভাবে এই টাকা খরচ করতে পারত, তারা যুক্ত হয় গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে। উন্নত হতে থাকে গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থার। উন্নয়ন হয় বন ও বন্যপ্রাণের। প্রাপ্তি ঘটে আন্তর্জাতিক সম্মান- পল গ্যাটি পুরস্কার। যাকে বলা হয় 'সবুজ নোবেল'।

বর্তমান সরকার আগের সিদ্ধান্তকে আইনে পরিবর্তন করে। সমিতিগুলোর প্রাপ্ত অংশ ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করে। ফলত সমিতিগুলোর বন সুরক্ষার কাজ আরও জোরদার হয়। এখন প্রবেশমূল্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সমিতিগুলোর মধ্যে আবার বৈষম্য তৈরি হবে। তাতে বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে ক্ষতি হবে না তো? বন ও বন্যপ্রাণের ক্ষতি হলে ক্ষতি হবে পর্যটনের। ক্ষতি হবে সন্নিহিত গ্রামের মানুষের। সর্বোপরি মানবসভ্যতার।

সমিতিগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ। বনের ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পর্যটন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আরও বহু মানুষ। এই কথাগুলোই ভাবাচ্ছে বেশি করে।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা)

ধনী ও দরিদ্রের অসাম্য মিটে যাক

মাত্র ১ শতাংশ ধনীর হাতে ভারতের ৪০.১ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি আজ লুপ্তপ্রায়। ধনী-দরিদ্রের অসাম্য বর্তমান ভারতের জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে উৎসবের আবহে দাঁড়িয়ে আমাদের আন্তরিকভাবে প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। লিখলেন স্বামী শিবপ্রদানন্দ

ছবি : মাজিদুর সরদার

স্বাধীন ভারত আজ ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করছে। সরকারিভাবে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনে প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতা এবং জৌলুস চোখে পড়ার মতো। কোটি কোটি ভারতবাসী প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করে আনন্দ এবং প্রেরণা লাভ করেন।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় সংবিধান অগ্রগণ্য ও আধুনিক। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যেমন ঔদার্য আছে তেমনই সার্বভৌম পরিসর তাকে বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পদের সমবণ্টনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা তথা মতনিরপেক্ষতা সহিষ্ণুতার যে বার্তা দেয় তার আবেদন অস্বীকার করা চলে না।

স্বাধীন ভারতের নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারকে সুরক্ষিত রাখে ভারতীয় সংবিধান। ভারতবাসীর চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করা ছাড়াও ভারতীয় সংবিধান প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতভাবে প্রদানের জন্য সদা তৎপর। ফলত ব্যক্তিমর্যাদার পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবকে অবলম্বন করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আশ্বাস ভারতীয় জনগণের যাপিত জীবনের তাৎপর্যকে প্রকাশ করে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সময় আমাদের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করা আশু কর্তব্য বলে মনে করি। আজকের শিক্ষা বর্তমান প্রজন্মকে যতটা জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে ততটা সংবেদনশীল তথা নিঃস্বার্থপর করতে পারে কি? আমরা ঐহিক উন্নয়নের পাশাপাশি মনের বিস্তার সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল? এছাড়াও আজকের পণ্যায়নের যুগে আমাদের মধ্যে অনেকেই যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করার পক্ষপাতী তখন এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশ জাপান 'Minimalism' তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। সহজসরল এবং স্বল্পভোগের জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে জাপানিরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অর্জিত সম্পদ রেখে যেতে একান্তভাবে আগ্রহী।

বর্তমানে আমরা যে অশান্ত সময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি সেখানে সংখ্যাগুরুর বিশ্বাস সংখ্যালঘুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। উনিশ এবং বিশ শতকের ভারতের মনীষীদের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি একটি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও কীভাবে মানুষ নিজেকে সর্বজনীন তথা বিশ্বজনীন ধর্মের উদার অঙ্গনে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে। একথা আমাদের অজানা নয় যে বিবাদ, বিনাশ ও মতবিরোধ যথাক্রমে সহায়তা, পরস্পরের ভাবগ্রহণ এবং সমন্বয় ও শান্তির মাধ্যমে দূরীকরণ সম্ভব।

ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশের ধনবণ্টনের অসাম্য ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র এক শতাংশ ধনীর হাতে ভারতের ৪০.১ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি আজ লুপ্তপ্রায়। ধনী ও দরিদ্রের অসাম্য বর্তমান ভারতের জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে উৎসবের আবহে দাঁড়িয়ে আমাদের আন্তরিকভাবে প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। তবেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন সার্থক হয়ে উঠবে।

(লেখক পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক)

ছবি : অ্যানি মিত্র

অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ হওয়ার প্রত্যাশা

বর্তমানে আমাদের দেশ নানা সমস্যায় জীর্ণ। ক্ষমতাসীন দলগুলি সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে শুধুমাত্র নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। দেশের শিক্ষিত সমাজ দিশেহারা। আজ প্রজাতন্ত্র দিবস। স্বপ্ন পূরণ হবে বলে অনেকের আশা। লিখলেন জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়িতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রজাতন্ত্র দিবস আবারও উপস্থিত। ইংরেজদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বহু আন্দোলন এবং রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা মিলেছে। কিন্তু দেশের বড় সমস্যাগুলির অনেকগুলি আজও মেটেনি। সকলের জন্য শিক্ষা, খাবার ও কর্মসংস্থানের মতো সমস্যাগুলি বলতে গেলে সেভাবে মেটেনি। ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলির পাশাপাশি বিরোধী দলগুলি শুধুমাত্র রাজনীতিই করছে। লক্ষ্য একটাই, ভোটের বৈতরণি পার হওয়া। দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীও তাই। পশ্চিমবঙ্গের একসময়ের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় মল্লিককে জেলের ভিতরে ঘানি টানতে হচ্ছে। দেশের অনেক কেষ্টবিষ্টু নেতা জেলেই আছেন। নীরব মোদি ঋণের নামে কার্যত দেশের টাকা লুট করে বিদেশে বসে রয়েছেন। সংবিধান প্রণেতা ডঃ বিআর আম্বেদকর, সংবিধান খসড়া কমিটির সদস্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন সহ অন্যরা তপশিলি জাতি এবং আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা বারেবারেই বলেছেন। তাঁদের দেখা স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

ছবি : এআই

উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় জর্জরিত। মণিপুর দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে। হিংসাত্মক ঘটনায় প্রচুর মানুষের প্রাণ ঝরে পড়েছে। দুর্ভাগা পরিবারগুলির দায়িত্ব কে নেবে? মণিপুর নিয়ে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছে। মাঝখান থেকে প্রতিদিন মর্গে ভিড় বাড়ছে।

দেশের আর্থিক সংকটের কথা বারেবারেই বলা হচ্ছে। মর্যাদাপূর্ণ সংসদ ভবন থাকা সত্ত্বেও নতুন করে ৫০০ কোটি টাকা খরচের মাধ্যমে আরও একটি সংসদ ভবন নির্মাণের যৌক্তিকতা কোথায়? নতুন সংসদ ভবনে এক শ্রেণির সাংসদের মারামারি সবাইকে রীতিমতো লজ্জায় ফেলছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একইসঙ্গে গোটা দেশে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করানোর প্রস্তাব দিয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনে করেন, এটি ফলপ্রসূ হলে দেশের সার্বিক খরচ অনেকটাই কমবে। অন্যদিকে, বিরোধীদের বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ এই ভোটগুলি একসঙ্গে করানোর মতো পরিকাঠামো দেশে নেই। ফলে এর ভবিষ্যৎ কী তা কারও জানা নেই।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। একটা সময় মহাত্মা গান্ধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের সভায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। সুভাষ জলপাইগুড়ির মাটি থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবিজড়িত এই উত্তরবঙ্গেরই তিন শতাধিক চা বাগানের অগুনতি চা শ্রমিকের মজুরি চুক্তি করতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ। বারেবারে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চুক্তি করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বর্তমান ২৯০ টাকার মজুরিতে শ্রমিকদের সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল কোনও কাজ ফেলে রাখা চলবে না। তড়িৎগতিতে প্রতিটি কাজ হবে। চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তির বিষয়ে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। নতুন ভোরের উদয় কবে হয় সেদিকে ম্লানমুখে তরুণ-তরুণীরা তাকিয়ে রয়েছেন। কবে তাঁদের সমস্ত সমস্যা মিটবে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

(লেখক সাংবাদিক)

এক দেশ, এক ভোটের সওয়াল মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : এক দেশ, এক ভোটের হয়ে সওয়াল করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট নীতিপঙ্গুত্ব রোধ এবং আর্থিক বোঝা লাঘব করবে।'

তিনি মনে করেন, দশকের পর দশক ধরে যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে তার থেকে মুক্ত করার কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেকথা বোঝাতে গিয়ে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন তৈরির উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, '১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু তারপরও দীর্ঘদিন যাবত ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। সেই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা আমরা এবার লক্ষ্য করছি। ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম তৈরি করা সেই কাজের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।' সংবিধান তৈরির পর থেকে গত ৭৫ বছরে দেশ কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে সেই কথাও উঠে আসে রাষ্ট্রপতির ভাষণে। তাঁর মতে, সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল। মানুষকে একটি পরিবারের বন্ধনে তা আবদ্ধ রেখেছে। রবিবার নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে এবার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ইন্দোনেশিয়ার প্রাবোও সুবিয়ান্তো।

যোগীরাজ্যে এনকাউন্টার

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি : ফের এনকাউন্টার যোগীরাজ্যে। বিরোধী, সমালোচকরা যতই আপত্তি তুলুক, দুষ্কৃতী দমনে 'ঠোক দো' নীতিতে অবিচল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। নঈম ওরফে জামিল নামে এক অপরাধীর বিরুদ্ধে মিরাটের লিসারি গেট থানা এলাকায় নিজের সৎভাই, তার স্ত্রী ও তাদের তিন সন্তানকে খুন করার অভিযোগ ছিল। খুনের পর থেকেই পলাতক নঈমের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল পুলিশ। মিরাটের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে আরও দুটি খুনের ঘটনায় ওয়ান্টেড ছিল নঈম। শনিবার ভোরে মদিনা কলোনি ফেজ-২-এর চৌকি সামার গার্ডেন এলাকায় তার হদিস পায় পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নঈমকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। জবাবে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওই ফেরার আসামি। পুলিশের পালটা গুলিতে জখম হয় নঈম। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। লিসারি গেট এলাকায় নাম বদলে বাস করছিল নঈম। ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই সে নিজের সৎভাই ও তার গোটা পরিবারকে খুন করেছে বলে ধারণা পুলিশের।

ছুটি বাতিল চিকিৎসকদের

শ্রীনগর, ২৫ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে অজানা অসুখে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। সব মৃত্যু বিষক্রিয়াতেই বলে অভিমত চিকিৎসকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এখনও পর্যন্ত ২৩০ জনকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। ছুটি বাতিল করা হয়েছে রাজৌরি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের। কলেজের অধ্যক্ষ চিকিৎসক অমরজিৎ সিং ভাটিয়া জানিয়েছেন, সব চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। শীতকালীন ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ইতিমধ্যে রাজৌরি হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০ জন ডাক্তারি পড়ুয়াকে পাঠিয়েছে চিকিৎসার কাজে সিনিয়রদের সাহায্য করার জন্য। বর্তমানে জম্মুর মেডিকেল কলেজ এবং চণ্ডীগড়ের হাসপাতালে অসুস্থদের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

প্রত্যর্পণে সায় মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের

২৬/১১-র চক্রীকে মুঠোয় পাবে ভারত

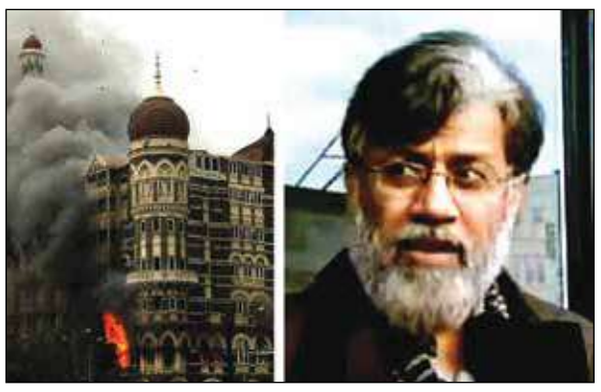

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরতেই সুখবর এল দিল্লিতে। ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে, 'আবেদন বাতিল।' গত ২১ জানুয়ারি ভারতে প্রত্যর্পণ বিষয়ে রানার আবেদন খারিজ হয়। এর আগে সান ফ্রান্সিসকো সহ আমেরিকার একাধিক ফেডারেল আদালতে মামলার রায় রানার বিপক্ষে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের নাগরিক রানা কানাডার বাসিন্দা। ভারত-মার্কিন বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে এবার তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিলমোহর দিয়েছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট।

বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটান ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি রয়েছেন পাক বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক রানা। ২০০৯ সালে এফবিআই রানাকে শিকাগো থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি পাকিস্তানি-মার্কিন সন্ত্রাসবাদী ডেভিড কোলম্যান হেডলি ওরফে 'দাউদ গিলানি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই হামলার নেপথ্যে বড় হাত ছিল হেডলির। হামলার ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে রানার সম্মতিতে হেডলি ভারতে 'ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস' নামে একটি সংস্থা খুলেছিলেন। এই সংস্থার আড়ালেই তাঁদের যাবতীয় গোপন কাজকর্ম চলত।

ওই মামলায় রাজসাক্ষী হন হেডলি। ৩৫ বছরের কারাদণ্ড হয় তাঁর। রানা অভিযুক্ত হন এই কারণে যে, পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সদস্যরা যাতে মুম্বই হামলা চালাতে পারে তার জন্য তিনি সাহায্য করেছিলেন হেডলি ও অন্যান্যদের।

সম্প্রতি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে রানা নিজের প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আপিল করার পর তা খারিজ হয়। এর ফলে রানাকে ভারতে ফেরানোর পথ সুগম হয়েছে। আবেদনে রানার দাবি ছিল, তিনি শিকাগোর নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল কোর্টে ২৬/১১ মুম্বই হামলার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। একই অভিযোগে ভারতে ফের বিচার হলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে।

এর আগে রানা সান ফ্রান্সিসকোর নবম সার্কিটের আপিল কোর্টে আবেদন করেছিলেন। তবে সেখানেও তার আবেদন খারিজ হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর মার্কিন সলিসিটর জেনারেল এলিজাবেথ বি প্রেলোগার সুপ্রিম কোর্টকে রানার আবেদন বাতিল করতে অনুরোধ জানান। তাঁর আইনজীবী জোশুয়া এল ড্রাটেল ২৩ ডিসেম্বর সরকারের অবস্থানের বিরোধিতা করেন এবং সুপ্রিম কোর্টে শুনানির অনুরোধ জানান। তবে আদালত সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

মুক্তির আনন্দ... হামাসের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে হাসিমুখে ইজরায়েলের চার মহিলা সেনা।

বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু- চেনাব সেতুর ওপর দিয়ে ছুটল কাশ্মীরের প্রথম বন্দে ভারত। শনিবার কাটরা থেকে শ্রীনগর স্টেশন পর্যন্ত সফল ট্রায়াল রান।

স্বাধীনতা দিবসেই কি দেশে হাসিনা

নির্বাচনে আওয়ামি লিগের লড়ার রাস্তা বন্ধ করার প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরাতে মরিয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে বাংলাদেশের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম শনিবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আওয়ামি লিগকে কোনওভাবেই নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।

হাসিনাকে ফেরাতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থেকে শুরু করে রেড কর্নার নোটিশ, কোনওকিছুই বাদ রাখেননি বাংলাদেশের নয়া নেতারা। ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করে নয়াদিল্লিকে অনুরোধও করেছে ঢাকা। কিন্তু কোনও আর্জি, অনুরোধেই এখনও পর্যন্ত সাড়া দেয়নি মোদি সরকার। ফলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে কবে নাগাদ ফিরবেন তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। এই অবস্থায় একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় আওয়ামি লিগের কিছু শীর্ষস্তরীয় ফেরার নেতা যা বলেছেন তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে, হাসিনা সহ ওই নেতারা দেশে ফেরার জন্য ২৬ মার্চ তারিখকেই পাখির চোখ করেছেন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকে প্রতিবছর ২৬ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকটি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছে তাঁরা হলেন হাসিনা সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ নাহিম রাজ্জাক, দলের যুগ্মসচিব এএফএম বাহাউদ্দিন নাসিম, মাহবুবুল আলম হানিফ, পঙ্কজ নাথ।

মোজাম্মেল হক বলেন,

'আমাদের সবার ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে দেশে ফেরা উচিত। এই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতাদের মধ্যে একটি ভাবনাচিন্তা চলছে।' যাঁরা দেশে ফিরতে চান তাঁদের মধ্যে শেখ হাসিনা রয়েছেন কি না, সেটা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য হাসিনা সহ আওয়ামি লিগ যে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছে মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, 'হাজার হাজার আওয়ামি লিগ কর্মী ঘরছাড়া। তাঁদের টাকা নেই। খাবার নেই। আত্মগোপন করে এখান-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে মনোবল এখনও ভাঙেনি। আমাদের দলের প্রতি আন্তর্জাতিক স্তরে জনমত তৈরির ব্যাপারে আমরা ভারতের দিকে তাকিয়ে আছি।'

ওই নেতারা জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা সহ আওয়ামি লিগের প্রথম সারির নেতারা দলের নীচুতলার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কীভাবে আক্রমণ চলেছে, তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তার ভয়াবহ ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন ওই নেতারা। ইউনূস জমানায় আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে যে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে তাতে বাংলাদেশের বেশির ভাগ জেলাতেই কার্যত ছন্নছাড়া অবস্থায় রয়েছে হাসিনার দল। বেশিরভাগ শীর্ষনেতা গা-ঢাকা দিয়েছেন। প্রায় সবার বিরুদ্ধেই একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নাহিম রাজ্জাক বলেন, 'বাংলাদেশে আমাদের এখনও কোনও বিচারবিভাগীয় অধিকার নেই। দেশে ফিরে আমরা যদি নির্বাচনের দাবি তুলি, তাহলে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হবে। আওয়ামি লিগ আলোচনায় রাজি। কিন্তু এর জন্য যে পরিবেশ দরকার তা এখন বাংলাদেশে নেই।'

বাংলাদেশে আইএসআই সতর্ক ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের শীর্ষকর্তাদের আনাগোনায় রাতের ঘুম ছুটেছে ভারতের। বিষয়টি যে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সাউথ ব্লকের। শুক্রবার এই নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'দেশের চারপাশে ও গোটা অঞ্চলে কী কী হচ্ছে সেদিকে আমরা নজর রাখছি। জাতীয় সুরক্ষার ওপর প্রভাব ফেলে এমন কোনও কার্যকলাপ ঘটলে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।'

এদিকে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে গত পাঁচমাসে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হওয়ায় যে তিনি ব্যথিত, সেই কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দাভোসে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সবথেকে মজবুত হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশের মানচিত্র ছাড়া ভারতের মানচিত্র আঁকা সম্ভব নয়।' শনিবার দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠক সেরে বাংলাদেশে ফেরেন ইউনূস।

শুক্রবারই চারদিনের বাংলাদেশ সফর সেরে পাকিস্তানে ফিরেছে মেজর জেনারেল শাহিদ আমির আফসারের নেতৃত্বাধীন আইএসআই-এর একটি প্রতিনিধি দল। তার আগে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তারা।

আপের তালিকায় অসৎ নেতা রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : ইটের বদলে পাটকেল। কংগ্রেসের হয়ে দিল্লিতে প্রচারে নেমে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। দিল্লির দূষণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এবার কেজরির দলের তরফে যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে নাম রয়েছে রাহুল গান্ধির। আপের ওই পোস্টারে বলা হয়েছে, সমস্ত অসৎ নেতাদের থেকে কেজরিওয়ালের সততার পাল্লা ভারী। রাহুল গান্ধি ছাড়াও ওই পোস্টারে অসৎ নেতাদের তালিকায় নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং দিল্লির বিজেপি নেতাদের। রাহুল এর আগে অভিযোগ করেছিলেন, 'দিল্লিবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আপের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মিথ্যাচার এবং পিআর মডেল চান না। তাঁরা শীলা দীক্ষিতের প্রকৃত উন্নয়নের মডেল চান।' এদিকে বিজেপি বনাম আপের পোস্টার যুদ্ধও চলছে পাল্লা দিয়ে। নয়াদিল্লি কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী পরবেশ সাহিব সিং বর্মা শনিবার কেজরিওয়ালের একটি কাউআউটকে যমুনায় নামিয়ে স্নান করান। ওই কাউআউটে লেখা রয়েছে, 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে আর ভোট দেবেন না।' যমুনার দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনতে আপের সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি।

শনিবার দলের তিন নম্বর সংকল্পপত্রটি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবারের সংকল্পপত্রে নতুন সরকারি কর্মসংস্থান, উকিল, ব্যবসায়ী, গিগ কর্মীদের জন্য বিমা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, যমুনা নদী সংস্কারের মতো একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অমিত শা বলেন, 'বিজেপি ভোটে জিতে দিল্লিতে সরকার গড়লে ৫০ হাজার নতুন সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বেকার তরুণ, তরুণীদের।

অবশেষে মুক্ত ৪ ইজরায়েলি মহিলা সেনা

তেল আভিভ, ২৫ জানুয়ারি : যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে গাজায় বন্দি ইজরায়েলের ৪ জন মহিলা সেনাকর্মীকে ছেড়ে দিল হামাস। ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েল-গাজা সীমান্তে মোতায়েন ওই মহিলা নিরাপত্তাকর্মীদের অপহরণ করেছিল হামাস জঙ্গিরা। শনিবার তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন। মুক্ত সেনাকর্মীরা হলেন লিরি আলবাগ, করিনা আরিয়েভ, ড্যানিয়েলা গিলবোয়া ও নামা লেভি। এদিন ৪ জনকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গাজা থেকে রেডক্রসের গাড়িতে ইজরায়েলে নিয়ে আসা হয় তাঁদের। ইজরায়েলের মোট ৪ জন মহিলা সেনাকর্মীকে অপহরণ করেছিল হামাস জঙ্গিরা। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন একজন। শনিবার ৪ ইজরায়েলি সেনা মুক্তি পেলেও আগম বার্গার নামে এক মহিলা সেনা এখনও হামাসের হাতে বন্দি রয়েছেন।

টিম ট্রাম্পে আরও এক ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : রিকি গিল এবং সৌরভ শর্মার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারে যোগ দিলেন আরও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। নাম কুশ দেশাই। শনিবার তাঁকে প্রেসিডেন্টের ডেপুটি প্রেসসচিব হিসাবে নিয়োগ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রাক্তন সাংবাদিক কুশ দেশাইকে ডেপুটি প্রেসসচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

ডেইলি কলার-এর প্রাক্তন সাংবাদিক কুশের সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির সম্পর্ক

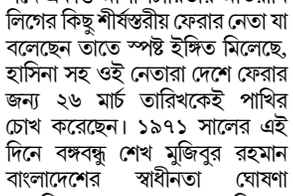

দীর্ঘদিনের। সেই সূত্রেই ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে এসেছেন তিনি। ২০২৪-এ রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন এবং আইওয়া প্রদেশে দলের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টরের পদে ছিলেন। এছাড়া রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ও ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটস এবং পেনসিলভেনিয়ায় দলের প্রচারবিভাগের ডেপুটি পদেও কাজ করেছেন কুশ।

ইংরেজি ও গুজরাটিতে সাবলীল কুশ ডার্টমথ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন রিসার্চ অ্যানালিসিস্ট হিসাবে। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এর আগে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিভাগের সিনিয়ার ডিরেক্টর হিসেবে রিকি গিলকে নিয়োগ করেন ট্রাম্প। তাঁর পার্সোনাল অফিসের দায়িত্ব পেয়েছেন বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন বাসিন্দা সৌরভ শর্মা।

বিদেশি সহায়তা বন্ধ করল আমেরিকা

ব্যতিক্রম ইজরায়েল ও মিশর

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : পালাবদলের রেশ ধরে বদলে গেল আমেরিকার বিদেশনীতি। ইজরায়েল ও মিশরকে দেওয়া সামরিক সহায়তা বাদে সব ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। বিদেশসচিব মার্কো রুবিও সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাস ও শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিকদের কাছে একটি অভ্যন্তরীণ নথি পাঠিয়েছিলেন। সেই নথিতেই বিদেশি সাহায্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নথিটি কোনওভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়। সেখানে লেখা, 'বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি এবং চলমান আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত কোনও ধরনের বাধ্যতামূলক অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না।'

ঘটনাপ্রবাহে স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ ছড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। গত কয়েকদশক ধরে বিশ্বে সবচেয়ে বড় দাতা রাষ্ট্রের তকমা ধরে রেখেছে আমেরিকা। ২০২৩-এ তারা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের বৈদেশিক অনুদান দিয়েছিল। শুধু বন্ধু দেশগুলিকে নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে বড় অঙ্কের অনুদান দেয় দেশটি। রাতারাতি সেই অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে জটিল আর্থ-সামাজিক, মানবিক এবং সামরিক সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এক্ষেত্রে বড় ব্যতিক্রম ইজরায়েল। গাজায় সেনা অভিযান শুরু করার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে আমেরিকার সামরিক সাহায্য পাচ্ছে ইজরায়েল। মাত্র এক বছরের মধ্যে গাজায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সমান্তরালে ওয়েস্ট ব্যাংক ও সিরিয়ার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক এলাকা দখল করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসকে। লেবাননের হিজবুল্লা এবং ইয়েমেনের হুতি জঙ্গিদেরও কোণঠাসা করে ফেলেছে ইজরায়েল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যত নিষ্ক্রিয় মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানও।

ইজরায়েলের বেনজির সাফল্যের জন্য আমেরিকার সামরিক এবং কূটনৈতিক সমর্থনকে দায়ী করেছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। একমাত্র এই ক্ষেত্রে জো বাইডেনের নীতি অনুসরণ করছে ট্রাম্প সরকার। মিশরকে সহায়তা জারি রাখার বিষয়টিও ইজরায়েলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৭৯-তে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল মিশর। তখন থেকে মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করতে আর্থিক সাহায্য করছে আমেরিকা। ইজরায়েলি সেনা যখন বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময় মিশরকে সহায়তা জারি রাখার মার্কিন সিদ্ধান্ত কৌশলগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইজরায়েলকে সাহায্য করলেও ইউক্রেনকে দেওয়া বাইডেনের প্রতিশ্রুতি সাহায্য স্থগিত রাখা হয়েছে। আমেরিকার সাহায্য না পেলে ভোলোদিমির জেলেনস্কির সেনারা কতদিন রুশ আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফামের প্রেসিডেন্ট অ্যাবি ম্যাক্সম্যান বলেন, 'আমেরিকার বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১ শতাংশ মানবিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সহায়তা খাতে খরচ করা হয়। এগুলি বিভিন্ন দেশের বহু মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর রসদ জোগায়। লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করে। মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে তা বহু পরিবারের ক্ষেত্রে অস্তিত্বের সংকটে পরিণত হতে পারে।'

নাম বদল

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি : বদলে গেল মেক্সিকো উপসাগরের নাম। শনিবার হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এখন থেকে মেক্সিকো উপসাগরের নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা বা আমেরিকা উপসাগর রাখা হল। একই সঙ্গে আমেরিকার অধীন আলাস্কার ডেনালি পর্বতশৃঙ্গের নাম বদলে রাখা হয়েছে মাউন্ট ম্যাককিনলে।

লিভ ইনেও নিয়ম থাকা উচিত

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি : সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য লিভ ইন সম্পর্ক বা একত্রবাসের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মবিধি থাকা উচিত বলে মনে করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, লিভ ইন সম্পর্ককে এখনও ভারতীয় জনসমাজ অনুমোদন করে না। তবে তরুণ প্রজন্ম এই ধরনের সম্পর্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তাই সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় একত্রবাসে কিছু নিয়মবিধি থাকা দরকার।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি চলছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টে। সেখানে অভিযুক্ত বারাণসীর বাসিন্দা আকাশ কেশরীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারপতি নলিনকুমার শ্রীবাস্তব। তবে আদালতের মতে, লিভ ইনের ক্ষেত্রে কোনও পুরুষ বা মহিলা

মত আদালতের

সহজেই তাঁর সঙ্গীর প্রতি দায় এড়িয়ে যেতে পারেন। আইনি বাঁধন না থাকায় এড়িয়ে যেতে পারেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেও। ফলে এই ধরনের সম্পর্কের প্রতি তরুণ প্রজন্মের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে। সেই কারণে কিছু নিয়মের কাঠামো এবং সমাধানসূত্র খুঁজে বের করার সময় এসেছে।

অভিযোগকারী তরুণীর দাবি, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছেন অভিযুক্ত। এমনকি গর্ভপাত করাতেও বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। বারাণসীর সারনাথ থানায় তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পরে মামলাটি হাইকোর্টে গেলে অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, তরুণীর অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর মক্কেলের সঙ্গে প্রায় বছর ছয়েক একসঙ্গে থেকেছেন তিনি। অভিযোগকারী একজন প্রাপ্তবয়স্কা এবং পারস্পরিক সম্মতিতেই দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তরুণী যে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ তুলছেন, সে দাবিও মিথ্যা।

মামলায় অভিযুক্তকে জামিন দিলেও মুক্ত-সহবাসের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মবিধির প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছে হাইকোর্ট। আদালত আরও জানিয়েছে, সমাজ পালটাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ। কিন্তু পরিবর্তিত নৈতিকতার জেরে যৌথ জীবনে যাতে কেউ অন্যায়ের শিকার না হন, সেটা দেখা সমাজের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

জম্মু ও কাশ্মীর ম্যাচের মাঝে মাঠে ঢুকে পড়া অনুরাগীকে বাঁচাতে উদ্যোগী রোহিত শর্মা। নিরাপত্তারক্ষীর কাছে অনুরোধ করলেন তাঁকে যেন কড়া শাস্তি না দেওয়া হয়। মুম্বইয়ে শনিবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

মুম্বইকে হারিয়ে চমক জম্মু ও কাশ্মীরের

গিলের শতরানেও বাঁচল না পাঞ্জাব

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি : রোহিত শর্মার এক দশক পর রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকল। ব্যক্তিগতভাবে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছেন। রান পাননি। ব্যর্থ দলও। গতবারের চ্যাম্পিয়ন, রনজি ট্রফির ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মুম্বইকে হারতে হল জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে।

ম্যাচের প্রথম দিন থেকে জম্মু ও কাশ্মীর চাপে ফেলে দিয়েছিল শক্তিশালী মুম্বইকে। শার্দূল ঠাকুরের লড়াকু ব্যাটিং কিছুটা অক্সিজেন জোগালেও শেষরক্ষা হয়নি রোহিত, যশস্বী জয়সওয়াল, আজিঙ্কা রাহানে, শ্রেয়স আইয়ার সমৃদ্ধ মুম্বইয়ের। জম্মু ও কাশ্মীরের দলগত প্রচেষ্টার সামনে হার মানতে হল।

শারদ পাওয়ার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির গ্রাউন্ডে ২০৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৫ উইকেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় তারা। জম্মু-কাশ্মীরের পক্ষে শুভম খাজুরিয়া (৪৫), বিভ্রান্ত শর্মা (৩৮), আবিদ মুস্তাকরা (অপরাজিত ৩২) রান পেয়ে যাওয়ায় লক্ষ্যে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি।

এর আগে গতকালের ২৭৪/৭ থেকে খেলতে নেমে ২৯০ রান গুটিয়ে যায় মুম্বই ইনিংস। লিড গিয়ে দাঁড়ায় ২০৪। তনুশ কোটিয়ানের (৬২) সঙ্গে ১৮৪

শতরানের পথে শুভমান গিল।

রানের পার্টনারশিপ গড়ার পর শার্দূল এদিন ১১৯ রানে আউট হন। যদিও শার্দুল-কোটিয়ানের যে চেষ্টায় জল ঢালে মুম্বইয়ের বাকি খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা। ৪২ বারের রনজি চ্যাম্পিয়ন মুম্বইকে শেষবার ২০১৪ সালে হারিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর। চমকপ্রদ জয়ের সুবাদে ৬ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে পৌঁছে গেল জম্মু-কাশ্মীর। দ্বিতীয় স্থানে বরোদা। মুম্বইয়ের সংগ্রহ ৬ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট।

অপরদিকে, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কর্ণাটকের কাছে ইনিংস ও ২০৭ রানের হারল পাঞ্জাব। প্রথম ইনিংসে পাঞ্জাবের ৫৫ রানের জবাবে ৪৭৫ রানের পাহাড় তৈরি করে কর্ণাটক। ৪২০ রানে পিছিয়ে খেলতে নেমে এদিন পাঞ্জাবের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২১৩-তে।

পাঞ্জাব হারলেও রনজি প্রত্যাবর্তনে কিছুটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরলেন ভারতের ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। চলতি টি২০ সিরিজের পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের হয়ে ওডিআই সিরিজে নামবেন। তারপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জ। ফর্ম্যাট আলাদা হলেও ১০২ রানের এদিনের ইনিংসে শুভমান প্রস্তুতি অনেকটাই ঝালিয়ে নিলেন।

লজ্জার আঁধারে বাংলা ক্রিকেট

৮৫ রানে অল আউট, কার্যত শেষ রনজি ট্রফির স্বপ্নও

হরিয়ানা-১৫৭ ও ৩৩৬
বাংলা-১২৫ ও ৮৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি : ছবিটা খুব চেনা!

গত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত ধারাবাহিকও। ব্যাটাররা ডোবাবেন। বোলাররা হতাশ করবেন। আর ব্যর্থতার সাগরে তলিয়ে যাবে বাংলা ক্রিকেট।

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শেষ কয়েক বছরের অ্যাকশন রিপ্লে বঙ্গ ক্রিকেটে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে ২৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানের হারের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরও অনেক কিছু। ৮৫ রানে অলআউটের লজ্জাও। রনজির দীর্ঘ ইতিহাসে বাংলার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। শুধু তাই নয়, আজ যেভাবে অনুষ্টুপ মজুমদার (৩), অভিষেক পোড়েল (০), সুদীপ ঘরামিরা (০) বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার পুরোনো রোগের কারণে প্যাভিলিয়ানে ফিরেছেন, তারপর আগামীর বঙ্গ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। ঋদ্ধিমান সাহা (অপরাজিত ২৫) একটা দিক ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সতীর্থদের থেকে সহায়তা পেলেন কই।

গতকালই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল মিরাকল ছাড়া বাংলা ম্যাচ বাঁচাতে পারবে না। তারপরই বোলারদের উপর ভরসা রেখে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট ভেবেছিল, আজ ম্যাচের তৃতীয় দিন সকালে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল (৯২/৫), মুকেশ কুমাররা (৯৯/২) যদি চমক দিতে পারেন। বাস্তবে তেমন কিছুই হয়নি। উলটে জঘন্য বোলিংয়ের পাশে লজ্জার ব্যাটিংয়ের সুবাদে ঘরের মাঠেই বাংলার রনজি অভিযান কার্যত শেষ হয়ে গেল আজ। ইডেন গার্ডেন্সে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মরশুমের শেষ ম্যাচ খেলবেন অনুষ্টুপরা। কিন্তু সেই ম্যাচ এখন নেহাতই নিয়মরক্ষার। চূড়ান্ত হতাশা ও লজ্জার পারফরমেন্সের পর খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা একরাশ হতাশা নিয়ে অজুহাতের পথে হাঁটলেন।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই বাংলা শিবিরে বিদায়ের আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে।

বলে দিলেন, 'হরিয়ানা ম্যাচে জঘন্য ক্রিকেট খেলেছি আমরা। কিন্তু তারপরও বলব, দলে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার। ওদের সময় দিতে হবে। তাছাড়া এবারের রনজি অভিযানে বিহার ও কেরল ম্যাচে বৃষ্টি ও মন্দ আলোর কারণে পয়েন্ট নষ্ট না হলে ফল অন্যরকম হতেই পারত।'

গতকালের ১৫৮/২ থেকে শুরু করে আজ বাংলার বোলারদের এলোমেলো বোলিং কাজে লাগিয়ে ৩৩৬ রানে ইনিংস শেষ করে হরিয়ানা। ৩৬৯ রানের বিরাট চ্যালেঞ্জ তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় বাংলা। ১৬ বছরের তরুণ ওপেনার অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় (২১) ও জীবনে প্রথমবার ওপেন করতে নামা ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়রা (৩) কোনও প্রতিরোধই গড়তে পারেননি। দলে বাকি ব্যাটারদের অবস্থাও তথৈবচ। ক্রিকেটের বেসিকে ভুলের পাশে অযথা আগ্রাসন লজ্জার আঁধারে ডুবিয়ে দিল বাংলা ক্রিকেটকে। ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা এমন ভয়াবহ ব্যর্থতার কি কোনও শেষ নেই?

কে জানে!

মহাকুম্ভে স্নান সুরেশ রায়নার। প্রয়াগরাজে শনিবার। ছবি : পিটিআই

বর্ষসেরা টি২০ দলের অধিনায়ক রোহিত

সঙ্গী বুমরাহ, হার্দিক, অর্শদীপও

দুবাই, ২৫ জানুয়ারি : প্রবল চাপে থাকা রোহিত শর্মার জন্য কিছুটা অক্সিজেন। আইসিসি-র বর্ষসেরা টি২০ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। ফেলে আসা বছরে সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত। পুরস্কারস্বরূপ, ২০২৪ বর্ষসেরা টি২০ দলের অধিনায়কের মর্যাদা হিটম্যানের মুকুটে।

আইসিসি টি২০ বর্ষসেরা দল

রোহিত শর্মা, ট্রাভিস হেড, ফিল সল্ট, বাবর আজম, নিকোলাস পুরান, সিকান্দার রাজা, হার্দিক পান্ডিয়া, রশিদ খান, নিকোলাস পুরান, সিকান্দার রাজা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, অর্শদীপ সিং ও জসপ্রীত বুমরাহ।

মহিলাদের স্কোয়াড

লরা উলভারডট (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, চামারি আতাপাত্তু, হেইলি ম্যাথিউজ, ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট, মেলি কের, রিচা ঘোষ, মারিজানে ক্যাপ, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, দীপ্তি শর্মা ও সাদিয়া ইকবাল।

ঘোষিত এগারোজনের আইসিসি বর্ষসেরা দলে ভারতীয়দের দাপট। রোহিত সহ সবাধিক চারজন ভারতীয় জায়গা পেয়েছেন। বাকি তিনজন হলেন বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ সিং। বর্ষসেরা দলে থাকার পাশাপাশি সেরা টি২০ ক্রিকেটারের পালকও অর্শদীপের মুকুটে।

২০২৪ সালে অধিনায়ক হিসেবে ১১টি ম্যাচেই জিতেছেন রোহিত। একশো শতাংশ সাফল্যের হার। বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। পাশাপাশি রোহিত মেগা ইভেন্টে ভারতের পক্ষে সবাধিক স্কোরারও। নেতৃত্ব ও ব্যাটিং, ১৭ বছর পর ভারতীয় দলের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হিটম্যানের।

জসপ্রীত বুমরাহর অপরদিকে টি২০ বিশ্বকাপে ৮টি ম্যাচ খেলে ১৫টি উইকেট নেন। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারও নির্বাচিত হন। বর্ষসেরা টি২০ দলে থাকবেন, প্রত্যাশিত ছিল। আইসিসি-র বর্ষসেরা দলের পেস ব্রিগেডে বুমরাহর সতীর্থ অর্শদীপ অপরদিকে বিশ্বকাপের সবাধিক ১৭ উইকেট নেন। সবমিলিয়ে গত বছর মোট ১৮টি ম্যাচে ৩৬টি উইকেট। কেরিয়ারে মোট ৬১ ম্যাচে অর্শদীপের ঝোলায় ৯৭টি শিকার। ধারাবাহিক সাফল্যের সুবাদে ২০২৪ সালের সেরা টি২০ ক্রিকেটারও নির্বাচিত হয়েছেন অর্শদীপ।

হার্দিক পান্ডিয়া ২০২৪ সালে ১৭টি ম্যাচ খেলে ৩৫২ রান ও ১৬টি উইকেট নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেওয়া তিন শিকার। সাফল্যের প্রতিফলন বর্ষসেরা এগারোজনের দলে জায়গা পাওয়া।

বর্ষসেরা দলে এছাড়া রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিধ্বংসী ব্যাটার ট্রাভিস হেড। টেস্টের পাশাপাশি টি২০-তেও স্বপ্নের ছন্দে ছিলেন অজি তারকা। ইংল্যান্ডের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ফিল সল্ট ছাড়াও পাকিস্তানের বাবর আজম, আফগানিস্তানের টি২০ অধিনায়ক রশিদ খান উল্লেখযোগ্য নাম এই তালিকায়।

অবশ্য উইকেটকিপারের দায়িত্ব পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি২০ দলের অধিনায়ক নিকোলাস পুরান। ফেলে আসা বছরে ব্যাটে-বলে ছাপ রাখার সুবাদে বর্ষসেরা দলে জিম্বাবোয়ের অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজাও। শ্রীলঙ্কার স্পিন অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভাও রয়েছেন আইসিসি দলে।

মহিলাদের বর্ষসেরা টি২০ দলে স্মৃতি মান্ধনা, দীপ্তি শর্মার সঙ্গে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ।

মহিলাদের বর্ষসেরা টি২০ দলে জায়গা করে নিলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ।

মিলানে যোগ দিলেন ওয়াকার

রোম, ২৫ জানুয়ারি : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দুঃসময় কাটছে না। তারমধ্যে দল ছাড়লেন অধিনায়ক কাইল ওয়াকার। বাকি মরশুমের জন্য লোনে এসি মিলানে যোগ দিলেন এই ইংরেজ ডিফেন্ডার। বৃহস্পতিবার ওয়াকারের মেডিকেল টেস্ট শেষ হয়েছে। তারপরই তাঁর সঙ্গে চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে এসি মিলান। চুক্তিতে মরশুম শেষে ওয়াকারকে পাকাপাকিভাবে দলে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে ইতালিয়ান ক্লাবটির সামনে। মিলানে ওয়াকার তিন স্বদেশীয় ফুটবলার রুবেন লফটাস-চিক, ট্যামি আব্রাহাম ও ফিকায়ো তোমোরিকে সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন।

এসি মিলানে ৩২ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন কাইল ওয়াকার। এর আগে মিলানের ৩২ নম্বর জার্সিতে কিংবদন্তি ইংরেজ ফুটবলার ডেভিড বেকহ্যাম খেলেছিলেন। রবিবার পারমার বিরুদ্ধে ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে অভিষেক হবে ওয়াকার। নিজের বিদায়ি বার্তায় এই ইংরেজ ডিফেন্ডার বলেছেন, '২০১৭ সালে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে ১৭টি ট্রফি জিতেছি। আমি ম্যান সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা, কোচিং স্টাফ এবং সকল ফুটবলারকে ধন্যবাদ জানাই।'

এদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে বাকি মরশুমের জন্য লোনে রিয়াল বেতিসে যোগ দিলেন অ্যান্থোনি। দুই বছর আগে ৮২ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে তাঁকে দলে নিয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। কিন্তু সেই তুলনায় প্রত্যাশামতো পারফরমেন্স করতে পারেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

বাঙ্গারকে সঙ্গে নিয়ে অনুশীলন বিরাটের

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ধারাবাহিক ব্যর্থতার পাশে তুমুল সমালোচনায় জর্জরিত তিনি। উপরি হিসেবে রয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয়ও।

কঠিন সময়কে পিছনে ফেলে সাফল্যের সরণিতে ফেরার লক্ষ্যে দিল্লির হয়ে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি খেলার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন বিরাট কোহলি। প্রায় ১৩ বছর পর রনজি খেলতে চলেছেন বিরাট। তার আগে আজ বেলার দিকে মুম্বইয়ে আচমকাই তাঁকে রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করতে দেখা গেল। বছর কয়েক আগেও কিং কোহলির এমন খারাপ সময় এসেছিল। ব্যাটে রান পাচ্ছিলেন না। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গার। সেই বাঙ্গারকে সঙ্গে নিয়েই আজ মুম্বইয়ে রনজি প্রস্তুতির অনুশীলন শুরু করে দিলেন কোহলি।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে তিনি হতাশ করেছিলেন। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজেও কোহলির খারাপ সময় কাটেনি। পারথে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত শতরান করেছিলেন বিরাট। মনে করা হয়েছিল, ছন্দে ফিরেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সেই ধারণা যে ভুল ছিল, কারও এখন অজানা নয়। শর্ট ডেলিভারির পাশে অফস্টাম্প লাইনে ক্রমাগত কোহলিকে থ্রো ডাউন দিয়েছেন বাঙ্গার। কোহলি তাঁর 'ভুল' শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ঠিক যেভাবে তিনি মিশন অস্ট্রেলিয়ার সময় ভারতীয় দলের নেটে অনিশ্চয়তার সরণির ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বিরাট। এখন দেখার বাঙ্গারের সঙ্গে কাজ করে রনজিতে নামার আগে বিরাট নতুনভাবে তাঁর ছন্দ ফিরে পান কিনা।

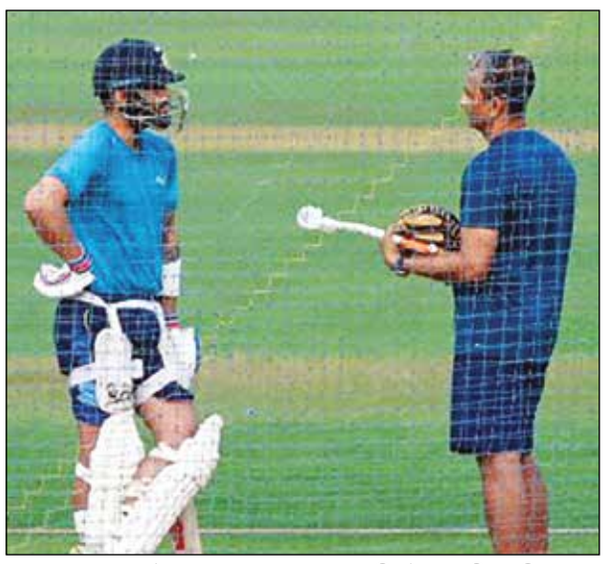

রানের খরা কাটাতে সঞ্জয় বাঙ্গারের ক্লাসে বিরাট কোহলি। শনিবার।

পাঞ্জাব কিংসের অনুশীলনে যোগ দিলেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা

লাহোর, ২৫ জানুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হচ্ছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তার আগে প্রস্তুতির লক্ষ্যে পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় ওডিআই প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের পাশে পাকিস্তানও ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল করাচিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল দুই কেন্দ্র করাচি ও লাহোরে নতুনভাবে স্টেডিয়াম সংস্কার হয়েছে। ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই দুই স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোর পরীক্ষাও হয়ে যাবে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

৩৮-এ হ্যাটট্রিক নোমানের

মুলতান, ২৫ জানুয়ারি : পাকিস্তানের হয়ে এর আগে টেস্ট আন্তর্জাতিকে হ্যাটট্রিক করেছেন ওয়াসিম আক্রাম, আব্দুল রজ্জাক সহ চার ক্রিকেটার। তবে তাঁদের প্রত্যেকেই পেস বোলার। প্রথম পাক স্পিনার হিসাবে এবার টেস্টে হ্যাটট্রিকের বিরল নজির গড়লেন নোমান আলি। মুলতানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে পরপর তিন উইকেট নিলেন বছর ৩৮-এর পাক স্পিনার। সব মিলিয়ে ৬টি উইকেট ঝুলিতে পুড়লেন।

শনিবার ম্যাচের দ্বাদশ ওভারে নোমানের তিন শিকার হলেন জাস্টিন গ্রেভস, টেভিন ইলমাচ ও কেভিন সিনক্লেয়ার। ৩৮ রানে ৪ উইকেট থেকে নিমেষে ৭ উইকেট খুইয়ে বেকাদায় পড়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। দশম উইকেটে গুডাকেশ মোতি-কেমার রোচের জুটিতে ৬৮ রান যোগ করেন। এরপর জোমেল ওয়ারিকানের ৩৬ রানে ভর করে সম্মানজনক স্কোর খাড়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লড়াই শেষ হয় ১৬৩ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানও ১৫৪ রান করে। মহম্মদ রিজওয়ান (৪৯) ও সাউদ সাকিল (৩২) ছাড়া কেউই সেই অর্থে রান পাননি।

পাকিস্তানের প্রথম স্পিনার হিসাবে টেস্টে হ্যাটট্রিক করার পর নোমান আলিকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

টি২০-তেও যশস্বীকে চাইছেন অশ্বীন

চেন্নাই, ২৫ জানুয়ারি : নিজের শহরে ভারতীয় দল।

টি২০ ফরম্যাটে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড। ইডেন গার্ডেন্সে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাজবল চূর্ণ তরুণ ভারতীয় দলের দাপটে। যদিও সূর্যর টি২০ দলে যশস্বী জয়সওয়ালের অনুপস্থিতি কিছুতেই মানতে পারছেন না রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

সদ্য প্রাক্তন হওয়া তারকা অফস্পিনারের পরামর্শ, যশস্বীকে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটেও ব্যবহার করা উচিত। বাঁহাতি তরুণ ওপেনারকে খেলালে লাভবান হবে ভারত। অশ্বীনের যুক্তি, 'যশস্বীর মতো ক্রিকেটারকে টি২০ ফরম্যাটে খেলানো উচিত। গত টি২০ বিশ্বকাপ দলে ছিল। ওপেনিংয়ে ওকে রাখা দরকার।'

অশ্বীন অবশ্য মানছেন দল নির্বাচন সহজ নয়। চুন থেকে পান খসলে সমালোচনায় বিদ্ধ হওয়া। তাই কখনও নির্বাচক কমিটির প্রধান বা দলের ম্যানেজার হবেন না। এমন দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন যেখানে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। পড়তে হয় প্রবল অস্বস্তিতে। বর্তমান প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের জন্য তাই খারাপও লাগে।

এরপর অশ্বীনের আরও সংযোজন, 'আইপিএলে শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা রান করে দিলে নির্বাচকদের কাজটা আরও কঠিন হবে। তবে ভারতীয় সমর্থক হিসেবে আমাদের সৌভাগ্য যে হাতের কাছে এত সংখ্যায় প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। টপ অর্ডারে জায়গা নেই। রুতুরাজ, যশস্বী, শুভমানরা যেমন ওডিআই দলে রয়েছেন। কিন্তু টি২০ ভাবনাতে নেই। অথচ, নিজের শেষ টি২০ ম্যাচে শতরান রয়েছে গায়কোয়াড়ের। তারপর আর সুযোগ পায়নি!'

কারণ নিজেই ব্যাখ্যা করলেন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আরও বলেছেন, 'টপ অর্ডারে একটা জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে সঞ্জু স্যামসন। শেষ কয়েকটা ম্যাচে একাধিক শতরান রয়েছে ওঁর। অভিষেক শর্মার ওপর চাপ তৈরি হচ্ছিল মাঝে বেশ কিছু ম্যাচে রান না পাওয়ায়। তবে টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে পাওয়া 'চাপমুক্ত হয়ে খেলা'-র ছাড়পত্র গত ম্যাচে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে।'

তবে অশ্বীন মনে করেন, খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তা দেখা দরকার বড় টুর্নামেন্টের দল বাছতে বসে। কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ যাঁরা সামলাতে পারবেন, তাঁদের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। বলেছেন, 'শুধু পারফরমেন্স, পরিসংখ্যান নয়, বড় আসরে দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু বিষয় নজর দেওয়া প্রয়োজন। এমন ক্রিকেটার প্রয়োজন, যাঁরা কঠিন পরিস্থিতির চাপ নিতে জানেন। অনেকেই আছেন, যাঁরা ভালো খেলেন। বেশ সফলও। তবে সেটুকুই যথেষ্ট নয়।'

ম্যাচের পর রোহিত শর্মাদের ফুটভলির মুগ্ধ দর্শক যশস্বী জয়সওয়াল।

আশা ভোঁসলের নাতনির সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে মহম্মদ সিরাজ। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নতুন জুটি তৈরির জল্পনা ছড়িয়েছে।

৭০% দেখেছেন সেলিসের : ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে ইস্টবেঙ্গল যে জায়গায় রয়েছে, তাতে রাতারাতি প্রথম ছয়ে উঠে আসা সম্ভব নয়। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে শুধুমাত্র সেই পথের দিশাটুকু দেখেছে মশালবাহিনী। সরাসরি না বললেও অস্কার ব্রুজোঁ বুঝিয়ে দিলেন, দৌড়ে ফিরতে হলে পরের দুই ম্যাচ থেকেও তিন-তিন ছয় পয়েন্ট তুলতেই হবে।

শুক্রবার সমস্যার পাহাড় অতিক্রম করেই কেরালার বিরুদ্ধে জিতেছে লাল-হলুদ। এবার মিশন মুম্বই সিটি এফসি। সামনের পথটা আরও কঠিন। লড়াইটাকে এভাবেই দেখছেন অস্কার। আর দেখবেন নাই বা কেন। তাঁকে একটা আধভাঙা দল নিয়ে লড়তে হচ্ছে। মুম্বই ম্যাচে আবার কার্ড সমস্যায় জিকসন সিংকে পাওয়া যাবে না। আনোয়ার আলি, সাউল ক্রেসপোরা কবে মাঠে ফিরবেন, তা বলতে পারছেন না স্বয়ং লাল-হলুদ কোচও। কেরালা ম্যাচের পর বলেছেন, 'প্রভাত লাকড়া, মহম্মদ রাকিপ, আনোয়ার, সাউলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলাররা মুম্বই ম্যাচেও অনিশ্চিত।' ফলে মুম্বই ম্যাচের প্রথম একাদশ নিয়ে ফের নতুন করে ভাবতে হবে অস্কারকে।

> বিষ্ণু নিশ্চিতভাবে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার দাবিদার। এই ব্যাপারে জাতীয় দলের কোচের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

বুকের লোগোটাই আমাদের পরিচয়। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর অস্কার ব্রুজোঁ।

ফুটবলারদের পজিশন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাতে অনেকটাই সফল ব্রুজোঁ। এদিন তিনি নিজেই মাঝমাঠে নাওরেম মহেশ সিংয়ের খেলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। পিভি বিষ্ণুকে নিয়েও অস্কারের মন্তব্য, 'বিষ্ণু নিশ্চিতভাবে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার দাবিদার। এই ব্যাপারে জাতীয় দলের কোচের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। তবে ও নিঃসন্দেহে আইএসএলের সেরা ফুটবলারদের একজন।' আরেকজন রিচার্ড সেলিস। তাঁর সংযোজন দলের চেহারা অনেকটাই বদলে দিয়েছে। অস্কারও বলছেন, 'সেলিসকে যা দেখেছেন সেটা ৭০ শতাংশ। আশা করি, ফেব্রুয়ারিতে ও নিজেকে আরও মেলে ধরতে পারবে।' ভেনেজুয়েলার ফরোয়ার্ডের খেলায় মুগ্ধ ক্লেইটন সিলভাও। এদিকে ফুটবলারদের উদ্দেশে অস্কারের বার্তা, 'এফসি গোয়া, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মতো দলের বিপক্ষে ভালো খেলেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। নইলে পয়েন্ট টেবিলে ওপরের দিকেই থাকতাম। এখনও ৭টা ম্যাচ বাকি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে নয়, মাঝামাঝিও থাকতে পারে।'

আশিসের অভাবে দুর্বল হবে রক্ষণ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : পরপর দুই ম্যাচ ড্র। সবুজ-মেরুন শিবিরে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। তবে এখনই ভেঙে পড়ার মতো কিছু দেখছেন না কোচ-ফুটবলাররা।

প্রজাতন্ত্র দিবসের রাত পোহালেই ঘরের মাঠে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসি-র মহড়া নিতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তার আগে এদিন এফসি গোয়া পয়েন্টের ব্যবধান আরও খানিকটা কমিয়ে নিল চেন্নাইয়ান এফসি-কে ২-০ হারিয়ে। এই মুহূর্তে এক নম্বরে থাকলেও মাত্র চার পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে মোহনবাগানের প্রায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে মানোলো মার্কুয়েজের দল। তুলনায় অবশ্য কিছুটা হলেও ধারাবাহিকতার অভাব বেঙ্গালুরু এফসি-র মধ্যে। শেষ ম্যাচে ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে ৩-২ গোলে হারায় সুনীল ছেত্রীরা এখন ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে। যদিও ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বেঙ্গালুরু তিন নম্বরেই আছে। তাই সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে আইএসএল শিল্ডের লড়াইয়ে মোহনবাগানের মূলত টক্কর গোয়ার বিরুদ্ধেই। তবে ঘরের মাঠে মোহনবাগানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া বেঙ্গালুরুর মধ্যে ব্যবধান কমানোর পাশাপাশি সম্মান ধরে রাখার জেদও কাজ করবে। গত ১২-১৩ বছরে ভারতীয় ফুটবলে এই দুই দলের লড়াই এল ক্লাসিকো হিসাবে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছে। তাই পারফরমেন্স যেমনই হোক, এই ম্যাচ মূলত সম্মানের লড়াই দুই দলের কাছেই। দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলছেন, 'আগের দুই ম্যাচে আমরা পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলতে পারিনি। একটা সদর্থক দিক হল, চেন্নাই ম্যাচে আমরা ক্লিনশিট রাখতে পেরেছি। কিন্তু ঘরের মাঠে আমাদের পুরো ৩ পয়েন্ট ঘরে তুলে এক নম্বর জায়গাটা ধরে রাখতে হবে।'

আইএসএলে কাল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বনাম বেঙ্গালুরু এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে অবশ্য ভাবাচ্ছে তাঁর দলের অ্যাটাকারদের গোল না পাওয়া। তেমনি আবার চেন্নাইয়ানের বিপক্ষে তাঁর প্রথম একাদশ নামানো নিয়ে আবার ম্যানেজমেন্ট থেকে সমর্থক সকলেরই মনে প্রশ্ন। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা আড়ালে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। তাই বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে নিশ্চিতভাবেই বাড়তি পরীক্ষানিরীক্ষায় মোলিনা আর যাবেন বলে মনে হয় না। যদিও তিনি আক্রমণ কীভাবে সাজাবেন তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রেখেছেন। গ্রেগ স্টুয়ার্ট-দিমিত্রিস পেত্রাতোস গত ম্যাচে শুরু করলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। এঁদের পাশাপাশি জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংসকে একসঙ্গে রেখেও খেলাচ্ছেন অনুশীলনে। তাই এই পুরোনো জুটি প্রথম একাদশে ফিরলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আবার অন্দরের খবর, তিনি শুরুতে ম্যাকলারেনের সঙ্গে দিমিকে নামিয়ে পরে বাকি দুজনকে নামাতে পারেন। যাই করুন না কেন, আগের ম্যাচে দুই উইংয়ে একসঙ্গে লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংকে বসিয়ে দেওয়ার ভুল সম্ভবত আর করবেন না। লিস্টন নিজেও বাড়তি অনুশীলন করছেন গোল পেতে। এই গোল না পাওয়া প্রসঙ্গে স্টুয়ার্টের মন্তব্য, 'আমরা সবকিছুই করছি, শুধু গোলটা আসছে না। এটাই ফুটবল। কখনও কখনও এমন হয়। তবে আমাদের এর থেকে বেরিয়ে আসতে আরও পরিশ্রম করতে হবে।'

অ্যাটাকিং লাইনে পারমুটেশন-কম্বিনেশন চলতে থাকলেও ডিফেন্স একটু কমজোরি হতে পারে আশিস রাইয়ের অনুপস্থিতিতে। আগের ম্যাচে তিনি তিন নম্বর হলুদ কার্ড দেখায় নেই বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে। তাঁর জায়গায় সম্ভবত খেলবেন দীপেন্দু বিশ্বাস। যদিও প্রথম দফায় তাঁর ভুলেই এই বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে গোল খেতে হয় মোহনবাগানকে। তবে এই মুহূর্তে দীপেন্দু অনেকটাই পরিণত। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শুক্রবার অনুশীলনে না এলেও এদিন হাজির দুই স্টপার অ্যালবার্তো রডরিগেজ ও টম অ্যালড্রেড। গোলরক্ষক বিশাল কেইথেরও হাতে লেগেছিল চেন্নাইতে গিয়ে। কিন্তু তাঁর খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। দল যাই হোক না কেন, নিজেদের সমর্থকদের সামনে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরে আবারও জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া মোহনবাগান।

বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুভাশিস বসু।

ইতিহাস অধরা সাবালেঙ্কার

সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। মেলবোর্নে শনিবার।

মেলবোর্ন পার্কে নতুন চ্যাম্পিয়ন কিস

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি : ফেভারিট তকমা নিয়েই এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করেছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। শনিবার ফাইনালে রড লেভার এরিনার সিংহভাগ সমর্থনই ছিল তাঁর দিকে। তবুও ইতিহাস ছোঁয়া হল না। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন মহিলা সিঙ্গলসের নতুন চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার ম্যাডিসন কিস।

খেতাব তো দূর ইউএস ওপেন ছাড়া এর আগে কখনও কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালেই খেলেননি বছর ত্রিশের কিস। সেখানে খেতাবি লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ সাবালেঙ্কা নামেন মার্টিনা হিঙ্গিসের টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের নজির ছোঁয়ার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু প্রথম সেটের পরই মেলবোর্ন পার্কের গ্যালারিকে কার্যত চুপ করিয়ে দেন মার্কিনি টেনিস খেলোয়াড়। দ্বিতীয় সেটেই স্বমহিমায় ফেরেন আরিয়ানা। এরপর তৃতীয় সেটে একপ্রকার অসাধ্যসাধন করলেন ম্যাডিসন। ছন্দে থাকা সাবালেঙ্কার দৌড় থামিয়ে দিলেন। তৃতীয় সেট গড়াচ্ছিল টাইব্রেকারের দিকেই। একের পর এক দুরন্ত রিটার্নে বেলারুশের তারকাকে চাপে ফেলেন কিস। সাবালেঙ্কা সম্ভবত চাপের মুখে নতিস্বীকার করলেন। ম্যাচের ফল ৬-৩, ২-৬, ৭-৫।

ম্যাচ শেষে দুইজনেরই চোখে জল। ম্যাডিসন তাঁর স্বামী তথা কোচ বিয়ন ফ্র্যাটানগেলোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। অন্যদিকে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন সাবালেঙ্কা। মুখ ঢাকছেন তোয়ালে দিয়ে। যদিও সাজঘর থেকে ফিরে স্বাভাবিকভাবেই ধরা দিলেন। আরেকদিকে কিসের কথার পরতে পরতে ঝরে পড়ল আবেগ। সেরেনা উইলিয়ামসের অনুরাগী কিস বললেন, 'মেলবোর্নে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিশেষ প্রাপ্তি। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। নিজেই যখন নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন টিম আমার ওপর থেকে আস্থা হারায়নি। পাশে ছিল। সেজন্য ওদের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য।'

> মেলবোর্নে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিশেষ প্রাপ্তি। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। নিজেই যখন নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন টিম আমার ওপর থেকে আস্থা হারায়নি। পাশে ছিল। সেজন্য ওদের বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। -ম্যাডিসন কিস

এদিকে, রবিবার পুরুষ সিঙ্গলসের মেগা ফাইনালে জানিক সিনারের মুখোমুখি হবেন আলেকজান্ডার ভেরেভ। টুর্নামেন্টে শীর্ষ বাছাই হলেও মুখোমুখি সাক্ষাতে জার্মান ভেরেভই এগিয়ে। ছয়বারের সাক্ষাতে চারবার জয় পেয়েছেন তিনি। সিনার জিতেছেন দুইবার। গত বছর সিনসিনাটিতে যদিও ভেরেভকে হারিয়েই ফাইনালে ওঠেন তরুণ সিনার। খেতাবও জেতেন। ফলে বদলা নিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাব ছোঁয়ার সুযোগ ২৭ বছরের ভেরেভের সামনে।

প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে ম্যাডিসন কিস। ছবি : এএফপি

রিয়ালেই ভিনি, দাবি কোচের

মাদ্রিদ, ২৫ জানুয়ারি : ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার কি রিয়াল ছাড়ছেন? স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, সৌদি আরবের একটি ক্লাব থেকে বিপুল অঙ্কের প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি।

তবে ভিনি রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ছেন না, এমনটাই দাবি রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, ভিনিসিয়াস সৌদি থেকে কোনও প্রস্তাব পেয়েছে কিনা। তবে ও আমাকে জানিয়েছে, রিয়ালে ভিনি বেশ সুখে রয়েছে। তাই এইটুকু বলতে পারি ভিনি রিয়ালের জার্সিতে ইতিহাস গড়তে চায়।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভিনির মতো আমরা সবাই রিয়ালে থাকতে চাই এবং ইতিহাস গড়তে চাই।'

মুম্বই সিটিকে সমীহ করছেন চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : মাঠের বাইরের পরিস্থিতি আপাতত শান্ত। এবার মাঠের ভিতরে কঠিন লড়াইয়ের মুখে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

বকেয়া বেতন ইস্যুতে কয়েকদিন আগে অনুশীলন বয়কট করেছিলেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা, অ্যালেক্সিস গোমেজরা। শেষপর্যন্ত ক্লাবকর্তাদের আশ্বাস পেয়ে পরে অনুশীলন শুরু করেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যায় অ্যাওয়ে ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে সাদা-কালো শিবির। বিপিন সিংদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বেশ সতর্ক মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'মুম্বই খুব ভালো দল। ওদের টিমে বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছে। তবে এই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি মুম্বইকে। ওরা এই ম্যাচ জিততে মরিয়া থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'মরশুমের শুরুতে দলের সবাই ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় ছিল না। সেখান থেকে আমরা অনেকটাই উন্নতি করেছি।'

> মুম্বই খুব ভালো দল। ওদের টিমে বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছে। তবে এই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি মুম্বইকে। ওরা এই ম্যাচ জিততে মরিয়া থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রক্ষণ সাজাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে আন্দ্রেই চেরনিশভকে। কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে নেই নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। এছাড়াও চোটের জন্য মাঠে নামতে পারবেন না সামাদ আলি মল্লিক ও আদিঙ্গা। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে জোহেরলিয়ানার পাশে সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা গৌরব বোরাকে খেলাতে পারেন মহমেডান কোচ। দুই সাইডব্যাকে জুইডিকা ও সাজ্জাদ হোসেনের শুরু করার সম্ভাবনা বেশি। অ্যালেক্সিস সুস্থ হলেও তাঁকে প্রথম একাদশে নাও রাখতে পারেন কোচ চেরনিশভ। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে মিরজালোল কাশিমভকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়াও মাঝমাঠে ইরশাদ ও অমরজিৎ সিং কিয়ামের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপফ্রন্টে ফ্রাঙ্কার সঙ্গে লালরেমসাঙ্গা ফানাই ও মনবীর সিং শুরু করতে পারেন।

গত চারটি ম্যাচে অপরাজিত মহমেডান। বেতন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ফুটবলাররা প্রতিটি ম্যাচে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছেন। তবে মুম্বই ম্যাচে সেই পারফরমেন্স মহমেডান ফুটবলাররা কতটা ধরে রাখতে পারেন, সেটাই দেখার।

আইএসএলে আজ

মুম্বই সিটি এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই ফুটবল এরিনা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

কল্যাণের বিপক্ষে অনাস্থার সম্ভাবনা ফুটবল ফেডারেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদের আস্থা অর্জনে কি ব্যর্থ কল্যাণ চৌবে? পরিস্থিতি সেদিকেই নির্দেশ করছে। অন্তত ২০-২১টা রাজ্য সংস্থা এআইএফএফ সভাপতির বিপক্ষে অনাস্থা প্রকাশ করতে চলেছে বলে খবর। সম্ভবত, এই রাজ্য সংস্থাগুলির জোট একটি বিশেষ সাধারণ সভার দাবি করবে। আইন অনুযায়ী এই দাবি উঠলে দুই মাসের মধ্যে সভা ডাকতে বাধ্য ফেডারেশন। কল্যাণ সভাপতি হওয়ার পর থেকে এআইএফএফ এক পা-ও এগোয়নি বলে এই জোটের দাবি। তাছাড়া কাজ না জানা লোকজনকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। মহাসচিব পদ থেকে সাজি প্রভাকরণকে সরিয়ে দেওয়াই হোক কী জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে ইগর স্টিমাককে, সবটাই হয়েছে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। অথচ এর বদলে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাড়তি কোনও সাফল্য দিতে ব্যর্থ। স্টিমাককে সরানোর পর থেকে একটা ম্যাচও ভারত জিততে পারেনি। জাতীয় শিবিরে বয়সভিত্তিক দলে পর্যন্ত ক্লাবগুলো থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারেনি ফেডারেশন। কল্যাণের নেতৃত্বে ফেডারেশন যে এগোচ্ছে না, এই অভিযোগ নিয়েই হয়তো অনাস্থা আনতে চলেছে এই রাজ্য সংস্থাগুলো।

জিতে শীর্ষস্থান মজবুত করল লিভারপুল

লিভারপুল, ২৫ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ইপসউইচ টাউনকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল লিভারপুল। প্রথমার্ধেই তারা এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ১১, ৩৫ ও ৪০ মিনিটে পরপর গোল করেন যথাক্রমে ডমিনিক সোবোস্লাই, মহম্মদ সালাহ এবং কোডি গাকপো। গাকপোই ৬৬ মিনিটে স্কোর ৪-০ করেন। ইপসউইচের একমাত্র গোল করেন জ্যাকব ব্রিয়াভেস। অন্য ম্যাচে আর্সেনাল ১-০ গোলে হারিয়েছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে। একমাত্র গোল ইতালিয় সাইড ব্যাক রিকার্দো কালাফিওরির। জিতে ২২ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন সালাহরা। এক ম্যাচ বেশি খেলে দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৭।

জিতে পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রগামী, বাঘা যতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : অগ্রগামী সংঘের বিজয় ভৌমিক, তাপস চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা পাল ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে প্রাথমিক পর্যায়ে আয়োজকরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের সঙ্গে রানার্স বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবও দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।।

শনিবার বসুন্ধরার মাঠে অগ্রগামী ১০ উইকেটে জিতেছে রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। টসে হেরে রায়কতপাড়া ১৩৪ রানে অল আউট হয়। আবির ঘোষ ৪৫ ও শ্লোক দাস ২৬ রান রেখে এসেছে। ম্যাচের সেরা গৌরব মুন্ডা ৩৬ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে গৌরব দত্তও (২/২)। জবাবে অগ্রগামী বিনা উইকেটে ১৩৫ রান তুলে নেয়। গৌরব মুন্ডা ৮৪ ও রাজদীপ সরকার ৩৯ রান করেছে।

ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে বাঘা যতীন ১৫৪ রানে হারিয়েছে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে। টসে জিতে বাঘা যতীন ৬ উইকেটে ২২৬ রান করে। ঋদ্ধিমান শিকদার ৬৮ ও দিব্যাংশ সেন ৫৭ রান রেখে এসেছে। স্বর্ণাভ সাহা ৪১ রানে নেয় ২ উইকেট। এরপর সরোজিনী ৭ উইকেটে ৭২ রানে আটকে যায়। তাদের সবাধিক ১৭ রান গুলাম আহমেদ রাজার। আকাশ ১২ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। শনিবার পরবর্তী পর্যায়ের প্রথম ম্যাচে বসুন্ধরার মাঠে অগ্রগামী মুখোমুখি হবে অনূর্ধ্ব-১৫ বাংলা দলের।

ফাইনালে এসটি ব্রাদার্স

মালবাজার, ২৫ জানুয়ারি : বিরসা মুন্ডা বিধায়ক গোল্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল এসটি ব্রাদার্স। ফাইনাল রবিবার। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৭-৬ গোলে অসমের রেড বুল ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা গোলকিপার মহম্মদ লাল্টু।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে জাহির খান ফ্যান ক্লাব। ছবি : কৌশিক দাস

চ্যাম্পিয়ন জাহির খান ফ্যান ক্লাব

ক্রান্তি, ২৫ জানুয়ারি : কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাঠামবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাহির খান ফ্যান ক্লাব। ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাবকে। প্রথমে সৌরভ ৬ উইকেটে ১৩৬ রান করে। মজনু আলির অবদান ৭২ রান। ফাইনালের সেরা দেবব্রত রায় ৩০ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে জাহির ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রঞ্জিত মজুমদার ৪৭ রান করেন। আসাদুজ্জামান ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন দেবব্রত। সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন মিন্টু আলি (রাহুল দ্রাবিড় ফ্যান ক্লাব), সর্বোচ্চ রান আরপিন ডিসুজার (সৌরভ)।

রাশেদের ৪১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শনিবার অগ্রগামী সংঘ ৪৬ রানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে অগ্রগামী ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাশেদ হোসেন ৪১ ও সোহাগ পাল ২৭ রান করেন। বিকি ঘোষ ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৯ রানে আটকে যায়। সঞ্জয় রায় ২১ ও অমর গুপ্তা ১৩ রান করেন। সোমবার খেলবে জিটিএসসি ও বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।

ম্যাচের সেরা রাশেদ হোসেন।

রানার্স কালিম্পং পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : সুকনা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুকনা গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নেপালের রোলিং ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কালিম্পং পুলিশকে হারিয়েছে। সুকনা হাইস্কুল মাঠে গোল করেন মিলন রাই।

রানার্স ট্রফি নিয়ে কালিম্পং পুলিশ দল। শনিবার।

গলিন্দ্রনাথে বার্ষিক ক্রীড়া

ক্রান্তি, ২৫ জানুয়ারি : মাল দক্ষিণ মণ্ডলের প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের বার্ষিক ক্রীড়া শনিবার মৌলানি গলিন্দ্রনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় ৩৮ টি ইভেন্ট ছিল। প্রথম স্থানাধিকারীরা ৪-৫ ফেব্রুয়ারি জেলাস্তরের ক্রীড়ায় অংশ নেবে।

জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে হারাল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। হ্যাটট্রিক করে শেখর সর্দার। পাশাপাশি মোহনবাগান ১-০ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। গোলস্কোরার মহম্মদ সরফরাজ। ইউনাইটেড স্পোর্টস রৌশন কুমারের গোলে ১-০ ফলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। অ্যাডামাস ১-০ গোলে জিতেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। গোলদাতা শুভা মাহালি।

হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুরে ছেলেদের আন্তঃজেলা ভলিবলে কোচবিহার ২-০ সেটে শিলিগুড়িকে হারিয়েছে। পরের ম্যাচে কোচবিহার অবশ্য ১-২ সেটে মেদিনীপুরের কাছে হেরে যায়।

KHOSLA ELECTRONICS

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

EXCLUSIVE AT KHOSLA
3 EMI OFF

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card

*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns; Validity: 21 Jan - 06 Feb 2025. T&C Apply.

WE CHALLENGE OUR OFFERS ARE UNBEATABLE

Upto ₹40,000 CASH BACK

Upto ₹40,000 EXCHANGE OFFER On selected models

0 DOWN PAYMENT

36 MONTHS EMI

₹888 EMI STARTS

88% DISCOUNT On selected models

FREE GIFT WITH EVERY PURCHASE

COOCHBEHAR	Rail Gumti Ph : 9147417300	RAIGANJ	Mohonbati Bazar Ph : 9147393600	ALIPURDUAR	Shamuktala Road Ph : 9874287232	SILIGURI	Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685	BALURGHAT	Hili More Ph: 98742 33392	MALDAH	15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

DISCOUNT upto 50% on MOBILE & LAPTOP

FREE Neckband With Every Mobile

iPhone 16 128GB ₹68,500* EMI ₹3,021 CASHBACK ₹4,000 on CC
iPhone 15 128GB ₹57,900* EMI ₹2,621 CASHBACK ₹5,000 on CC

SAMSUNG A16 6/128GB ₹15,499 EMI ₹861
F15 6/128GB ₹13,499* EMI ₹1,350

vivo V40E 8/128GB ₹26,999* EMI ₹1,800 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y29 8/256GB ₹16,999* EMI ₹1,133 CASHBACK ₹1,000 on CC
With 25w Adaptor

oppo RENO 13 8/256GB ₹36,099* EMI ₹2,006 CASHBACK ₹3,000 on CC
A3 6/128GB ₹14,409* EMI ₹1,201 CASHBACK ₹1,590 on CC

mi NOTE 14 8/256GB ₹20,999* EMI ₹2,100 CASHBACK ₹1,000 on CC
14C 6/128GB ₹11,999* EMI ₹1,000

motorola Edge 50 Fusion 12/256GB ₹24,999* EMI ₹1,999 CASHBACK ₹2,500 on CC
G 85 8/128GB ₹17,999* EMI ₹1,799 CASHBACK ₹1,500 on CC

hp
- ATHLON
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- 15.6", Win11

₹25,900* EMI 2,158

DELL Technologies
- i3 13th GEN
- 8 GB RAM
- 512 GB SSD
- 15.6", Win11

₹35,900* EMI 2,992

hp
- i5 12th GEN, 8GB RAM
- 512GB SSD
- 15.6" FHD Backlit
- 15.6" FHD, Win11 + OFFICE

₹47,900* EMI 3,992

FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PEN DRIVE worth ₹3,499

FREE Transfer & Backup Services

LED TV

3 YEARS WARRANTY — LG SAMSUNG SONY Panasonic Haier LLOYD KGA

98 QLED EMI ₹50,000
75 4K UHD LED EMI ₹3,990
65 4K UHD LED EMI ₹2,990
55 4K QLED EMI ₹1,324
43 4K QLED EMI ₹1,892
43 SMART LED EMI ₹888
32 SMART LED EMI ₹888

DISCOUNT Upto 50%

FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth ₹1,999

AIR CONDITIONER

DAIKIN HITACHI Carrier BLUE STAR VOLTAS LG SAMSUNG Panasonic LLOYD Godrej Haier Whirlpool IFB O GENERAL

5 YEARS WARRANTY

COPPER -INVERTER AC

1 TON 3* Inv EMI ₹2,124*
1.5 TON 3* Inv EMI ₹2,291*
2 TON 3* Inv EMI ₹2,916*

DISCOUNT Upto 50%

FREE HAIR DRYER Worth ₹3,999

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

564 Ltr SBS EMI ₹2,525
237 Ltr BOTTOM MOUNT EMI ₹1,994
233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166

DISCOUNT Upto 50%

FREE 500 Watt Mixi Worth ₹4,999

ACCESSORIES

DISCOUNT Upto 88%

Buy 1 Get 1 Free

COPPER AC
BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC
FREE 32 SMART LED TV worth ₹29,999
COST PRICE ₹36,490* EMI ₹3,041 | DISCOUNT 52%

BUY 233 L FF
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹8,500
COST PRICE ₹26,490* EMI ₹2,208 | DISCOUNT 35%

BUY 564 L SBS
FREE 55 SMART 4K GOOGLE TV worth ₹71,990
COST PRICE ₹93,490* EMI ₹4,519 | DISCOUNT 42%

BUY 7 KG FRONT LOAD WM
FREE HAIR DRYER worth ₹3,999
COST PRICE ₹29,990* EMI ₹2,499 | DISCOUNT 42%

BUY 10 Ltr. GEYSER
FREE 1000 Watt IRON worth ₹1,295
COST PRICE ₹5,950* EMI ₹850 | DISCOUNT 50%

BUY 7 KG FULLY AUTO WM
FREE 1000 WATT IRON worth ₹1,295
COST PRICE ₹13,990* EMI ₹1,166 | DISCOUNT 50%

BUY RO + UV WATER PURIFIER
FREE STAINLESS STEEL BOTTLE Worth ₹999
COST PRICE ₹12,500* EMI ₹1,042 | DISCOUNT 50%

BUY 1400 Suc MOTION SENSOR ,AUTO CLEAN, TOUCH PANEL, HOOD CIMNEY
FREE 3BB GLASS COOKTOP Worth ₹6,999
COST PRICE ₹16,290 EMI ₹1,358 | DISCOUNT 56% | FREE KIT with INSTALLATION worth ₹2,000

BUY 20 LTR. CONVECTION
FREE DOSA TAWA Worth ₹1,599
COST PRICE ₹9,990* EMI ₹833 | DISCOUNT 35%

550W MIXI + INDUCTION COOKER + POPUP TOASTER
COST PRICE ₹3,990 | DISCOUNT 63%

A TATA Product

VOLTAS

REPUBLIC DAY BONANZA
CHILL NOW, PAY LATER!

Bring home a Voltas Inverter AC with Zero Down Payment and easy 9-month EMIs!

0% Down Payment

Visit your nearest Khosla store today!

9 Months EMI

*Valid: 24th Jan - 31st Jan

*T&C Apply

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products..

শুভেচ্ছা

☺ Saikat & Debjani (বেলাকোবা) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট" (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ Victor & Annaya (ডাবগ্রাম) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট"(Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

মাহির ডেরায় তিলক রাজ

প্রায় একার কাঁধে জয় এনে দেওয়া তিলক ভার্মাকে কুর্নিশ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের। শনিবার চেন্নাইয়ে।

ইংল্যান্ড- ১৬৫/৯
ভারত- ১৬৬/৮ (১৯.২ ওভারে)

চেন্নাই, ২৫ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটে তিলক রাজ।

তারকাদের ভিড়ে গুটিগুটি পায়ে তারই জানান দিচ্ছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বাইশ বছরের তরুণ তুর্কি। গত ২১ ম্যাচে জোড়া শতরানে ঝলক দেখিয়েছিলেন। আজ মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল ডেরা চিপক স্টেডিয়ামে 'তিলক শোয়ে' ইংল্যান্ড বধ।

সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে তিলক ভার্মা কার্যত 'ওয়ান ম্যান আর্মি'। যার কাছে হার স্বীকার জস বাটলারদের। জিততে হলে ১৬৬ দরকার। ইনিংস ব্রেকে অক্ষর প্যাটেল বলছিলেন, লক্ষ্যটা কঠিন নয়। ব্যাটাররা নিজেদের ঠিকঠাক প্রয়োগ করতে পারলে জয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

যদিও ইডেন গার্ডেন্সের ভুলত্রুটি ঝেড়ে এদিন এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মেজাজে ছিলেন না মার্ক উড, আদিল রশিদ, লিয়াম লিভিংস্টোন, ব্রাইডন কার্সরা। ১৬৫ রানের পুঁজি নিয়ে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরেও ফেলেছিলেন। কিন্তু তিলক-প্রাচীরে চূর্ণ থ্রি লায়ন্সের আস্ফালন।

৭৮/৫ পরিস্থিতিতে খোঁড়াতে থাকা দলকে ২ উইকেটে জয় এনে দিলেন তিলক। তিন নম্বরে নেমে ৫৫ বলে অপরাজিত ৭২। ৪টি বাউন্ডারি, ৫টি ছক্কা। ইডেন দেখেছিল অভিষেক শর্মা-ঝড়। চেন্নাই সেখানে সাক্ষী থাকলে তিলকের পরিণত ক্রিকেট, ব্যাটিংয়ের।

ক্রিজে নেমে শুরুতে ঝড় তোলেন তিলক। সঞ্জু স্যামসন (৫), সূর্যকুমার যাদব (১২), ধ্রুব জুরেল (৪), হার্দিক পান্ডিয়াদের (৭) দ্রুত আউটের পর নিজেকে গুটিয়ে নেন। অপেক্ষায় ছিলেন শেষ ল্যাপে অঙ্ক মেলাতে। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৬), রবি বিষ্ণোইকে (অপরাজিত ৯) নিয়ে সেই হিসেব মিলিয়েই ফিরলেন তিলক ভার্মা।

২০তম ওভারের দ্বিতীয় বলটা বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে জয়ের লাফ। আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে দিলেন। যে মুষ্টিতে ধরা পড়ল চেন্নাই ম্যাচ। ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় দ্বৈরথে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ২-০ এগিয়ে যাওয়া।

অথচ, টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় একসময় ব্যাকফুটে চলে যায় ভারত। ১৯ রানের মধ্যে প্যাভিলিয়নে অভিষেক (১২) ও সঞ্জু (৫)। সূর্যের ইনিংসও স্থায়ী হয়নি। অধিনায়ক হওয়ার পর রান পাচ্ছেন না। দ্রুত নতুন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে যার হাল খুঁজে বের করতে হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সেঞ্চুরির পর তিলকের রক্ষণ প্রায় দুর্ভেদ্য। আউট হননি গত বেশ কিছু ইনিংসে। শনিবাসরীয় চিপকেও তারই প্রতিফলন। নিটফল, ২২ ম্যাচের টি২০ কেরিয়ারে সেরা ইনিংসে জয় উপহার দিলেন দলকে। যে ইনিংসকে হাতজোড় করে কুর্নিশ জানালেন অধিনায়ক সূর্য।

টার্নিং পয়েন্ট জোফ্রা আর্চারের ১৬তম ওভারে ১৯ রান। প্রথম থেকেই আর্চারের গতিকে কাজে লাগিয়েছেন তিলক। যার ধাক্কা কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ পারফরমেন্সের (৬০/১) লজ্জা নিয়ে ফিরতে হয় আর্চারকে।

শেষ ৪ ওভারে ২১ রান দরকার পরিস্থিতিতে বিষ্ণোইকে ম্যাচ বের করে নেন তিলক। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জোড়া বাউন্ডারিতে চিপকে রবি-কিরণ বিষ্ণোইয়ের ব্যাটেও। নিটফল, ১৬৬-র চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ইংল্যান্ড বধ।

এর আগে, টসে জিতে সূর্য বোলিং নেন। শুরুটা আইসিসি-র বর্ষসেরা টি২০ ক্রিকেটার অর্শদীপ সিংয়ের হাত ধরে। ম্যাচের প্রথম বলেই ফিল সল্টের (৪) বাউন্ডারি। চতুর্থ বলে বদলা অর্শদীপের। পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড ইনিংসজুড়ে কার্যত ইডেন ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। ব্যতিক্রম শুধু বাটলার। ২টি চার ও ৩ ছক্কায় ৩০ বলে ৪৫ ইংল্যান্ড অধিনায়কের।

সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (১৩) এদিনও আগ্রাসী শুরুর পর বোকা বনে যান বরুণ চক্রবর্তীর (৩৮/২) রহস্য স্পিনে। ইডেনে ব্যর্থতার জন্য বায়ুদূষণকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। এদিন সেরকম কোনও প্রতিবন্ধকতা ছিল না। নতুন অজুহাত খুঁজতে হবে ব্রুকদের।

পাওয়ার প্লে-তে ৫৮/২ থেকে ১০-এ ৭৮/৪। মাঝের ওভারে থাকা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরাও কার্সের যে ঝোড়ো ইনিংসে রসদ খুঁজে পাচ্ছিলেন। সৌভাগ্য ভারতের, আর্চারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট কার্স। মূলত কার্সের জন্য ইংল্যান্ড পৌঁছে যায় ১৬৫/৯-তে।

ভারত এদিন পাঁচ স্পিনার ব্যবহার করে। অক্ষর, বরুণ, বিষ্ণোই, সুন্দরের সঙ্গে অভিষেকও হাত ঘোরান। আর স্পিন-জালেই বন্দি প্রতিপক্ষ ব্যাটাররা। অক্ষর বলছিলেন, পিচ, প্রতিপক্ষ দলের

চোটে ছিটকে গেলেন রিঙ্কু, নীতীশ

অক্ষর প্যাটেল (৩২/২) বাটলারের সঙ্গে মারমুখী লিভিংস্টোনকে (১৩) আউট করে ইংল্যান্ডের বড় স্কোরের সম্ভাবনায় কার্যত ব্রেক লাগিয়ে দেন। ৯০/৫, ১০৪/৬।

অভিষেককারী জেমি স্মিথ (২২) ও ব্রাইডন কার্স (১৭ বলে ৩১) চেষ্টা চালিয়েছেন ভবি বদলাতে। বিশেষত কার্স। ১৬ নম্বর ওভারে বরুণ চক্রবর্তীকে জোড়া ছক্কাও হাঁকান। চিপকে হাজির ইংল্যান্ড সমর্থক, ডাগআউটে বসে শক্তি বুঝেই সিদ্ধান্ত। ইঙ্গিত পরিষ্কার, ইংরেজ ব্যাটারদের স্পিন-দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ হাতছাড়ায় রাজি নন। বাকি সিরিজেও যা জারি থাকবে।

চোটের জন্য চেন্নাই দ্বৈরথ থেকে 'আউট' নীতীশ কুমার রেড্ডি ও রিঙ্কু সিং। শুক্রবার প্র্যাকটিসে সাইড স্ট্রেনের সমস্যা দেখা দেয় নীতীশের। যার ফলে গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন। নীতীশের আপাতত গন্তব্য বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। যেখানে রিহ্যাব চলবে।

রিঙ্কুর সমস্যা পিঠে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। দলের ফিজিও, চিকিৎসকদের কড়া নজরে থাকবেন। সমস্যা কাটিয়ে উঠলে শেষ দুই ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা থাকছে। পরিবর্ত হিসেবে ১৫ জনের দলে ডাক পেয়েছেন রামনদীপ সিং ও শিবম দুবে।

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন অশ্বীন-বিজয়নরা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা হল। পদ্মভূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। টোকিও ও প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের ব্রোঞ্জ জয়ে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল।

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যেই এই সম্মান পাচ্ছেন অশ্বীন। প্রাক্তন ফুটবলার আইএম বিজয়নকেও পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ভারতের জার্সিতে ৭৯টি ম্যাচে ৪০টি গোল রয়েছে। তিনি খেলেছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলেও।

এছাড়া প্যারিস প্যারালিম্পিকে তিরন্দাজিতে সোনাজয়ী হরবিন্দার সিং পাচ্ছেন পদ্ম সম্মান। প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসাবে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছেন হরবিন্দার। টোকিও প্যারালিম্পিকেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারতের সাফল্যের অন্যতম কারিগর কোচ সৎপাল সিংও পদ্মশ্রী পাচ্ছেন।

আইআইএএস-এর দাবায় প্রথম সম্যক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : আইআইএএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ষষ্ঠ আইআইএএস দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে প্রথম হলেন সম্যক ধারেয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আরমান সিদ্দিকি ও ত্রিপর্ণ ঘোষ। অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অভিজ্ঞান সিনহা, আহ্নিক বসু ও সায়ক চক্রবর্তী (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি), সোমার্য সরকার, দেবর্ষি ঝা ও কার্তিক রেড্ডি (পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণি) ও কৃদয় নারায়ণ রায়, আরিয়ান সরকার ও অক্ষিত বিশ্বাস (প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি)। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এসজেডিএ-র এইও সঞ্জয় মালাকার। পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিংহাল, দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদার, আইআইএএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিনন্দন দে প্রমুখ।

রেফারি দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠেয় জাতীয় গেমসে খো খো-য় রেফারিংয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন শিলিগুড়ির দিলীপ বড়ুয়া। রবিবার তিনি এজন্য রওনা হবেন। মহকুমা খো খো সংস্থার তরফে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ডায়মন্ডের জয়

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি : আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল ডায়মন্ড হারবার। তারা ৩-১ গোলে হারাল ট্রাউ এফসি-কে। ডায়মন্ডের হয়ে গোলগুলি করেন পিন্টু মাহাতো, গিরিক খোসলা ও জবি জাস্টিন। ট্রাউয়ের হয়ে গোল করেন জনি কম।